উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 7 December 2023 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in COB

ভোট দিতে পারলেন না মন্ত্রী–বিধায়করা

পাঁচের পাতায়

ঝড়ে জলের তলায় যেতে পারে এক ডজন শহর

সাতের পাতায়

দুর্নীতি আর অনিয়মের কলঙ্ক ঐতিহ্যবাহী রাসমেলায় ● বরাত নিয়ে বড় গরমিল

আলোয় কালো কারবার

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

কোচবিহার, ৬ ডিসেম্বর : কোচবিহার রাসমেলায় আলো জ্বালাতেও দুর্নীতির আভাস। ব্যবসায়ীদের দোকানে দোকানে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ে বড়সড়ো কেলেঙ্কারি। লক্ষ–লক্ষ টাকা কারচুপির অভিযোগ। আইন ভেঙে টাকার অঙ্ক সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের কলাম ফাঁকা রেখেই একটি বেসরকারি সংস্থাকে অস্থায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে দিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। ওয়ার্ক অর্ডারের ফাঁকা ফর্মে চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর করা নিয়ে হইচই পড়েছে প্রশাসনিক মহলে। অভিযোগ, সেই সুযোগে এলইডি বালব, টিউবলাইট, হ্যালোজেন সহ বিভিন্ন ধরনের আলো এবং বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য পুরসভায় জমা দেওয়া কোটেশনে উল্লিখিত অর্থের চাইতে নিয়ম ভেঙে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অনেক বেশি অর্থ আদায় করছে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা। ফাঁকা ওয়ার্ক অর্ডারে স্বাক্ষর করে দুর্নীতির ছাড়পত্র দিয়েছেন চেয়ারম্যান, অভিযোগ বিরোধীদের।

পুরসভার তথ্য বলছে, রাসমেলায় ছোট–বড় মিলিয়ে হাজার তিনেক দোকান আছে। এছাড়াও নাগরদোলা, সার্কাসের তাঁবু সহ বেশ কিছু প্রশাসনিক স্টলও আছে। সেইসব দোকানে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য কোটেশনের মাধ্যমে কোচবিহার শহর লাগোয়া খাগড়াবাড়ির একটি সংস্থাকে বরাত দিয়েছে পুরসভা।

আলোর মালায় ঝলমল করছে নাগরদোলা। বুধবার কোচবিহারে রাসমেলায়। ছবি : জয়দেব দাস

সেই কোটেশনে মোট এগারো ধরনের আলোর জন্য বিদ্যুৎ খরচের রকমফের অনুসারে কত টাকা দিতে হবে সেটা উল্লেখ করা আছে। কোটেশন মেনেই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিদ্যুৎ পরিষেবার জন্য অর্থ আদায় করার কথা সংশ্লিষ্ট সংস্থার। বাস্তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত অর্থ আদায় হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন ব্যবসায়ীরা।

কোটেশন অনুসারে চোক, স্টার্টার, বিদ্যুৎ মাশুল সহ একটি টিউবলাইটের ভাড়া (১৫ দিনের) ১৮৫ টাকা। যদি ব্যবসায়ী নিজে চোক, স্টার্টার, টিউবলাইট দেন সেক্ষেত্রে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা শুধুমাত্র বিদ্যুৎ মাশুলের জন্য আদায় করতে পারবে ১৩০ টাকা। মেলার এক কোণে চারাগাছ বিক্রি করছেন ব্যবসায়ী জামিরুজ্জামান। তিনি দুটি টিউবলাইট লাগিয়েছেন। সব ব্যবস্থাই বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা করেছে। সেক্ষেত্রে হিসেব অনুসারে জামিরুজ্জামানের দেওয়ার কথা ৩৭০ টাকা। অথচ তাঁর কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে ৭৪০ টাকা। অর্থাৎ কোটেশনের দ্বিগুণ অর্থ নিয়েছে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা। জামিরুজ্জামানের কথা, 'সামান্য ফুলের গাছ বিক্রি করে দু'পয়সা উপার্জন করি। এবার সেটাও বন্ধ হবে। হঠাৎ বিদ্যুতের টাকা বেশি কেন জিজ্ঞাসা করায় ওরা (যাঁরা টাকা তুলতে এসেছিলেন) বলল আলো জ্বালালে ৭৪০ টাকাই দিতে হবে।' কাপড়ের ব্যবসায়ী নিতাই সূত্রধরের বক্তব্য, 'চার বছর হল ব্যবসা করছি। বিদ্যুতের জন্য এবারই সবথেকে বেশি টাকা দিতে হচ্ছে। ৫০ ওয়াটের এক একটি এলইডি বালবের জন্য ৯০০ টাকা করে নেওয়া হয়েছে। আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছি।'

রাসমেলায় বিভিন্ন ধরনের লক্ষাধিক আলো জ্বলে। কার্যত দ্বিগুণ টাকা আদায় হলে কেলেঙ্কারির অর্থ কোটি টাকা ছুঁতে পারে বলেই ধারণা ব্যবসায়ীদের। কেন বাড়তি অর্থ আদায় করা হচ্ছে? বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার মালিক প্রতীক দত্ত বলেন, 'আসলে ১৫ দিনের জন্য কোটেশন হলেও মেলা হবে ২০ দিন। তাই আমরা ২০ দিনের হিসেবেই টাকা নিচ্ছি। তাই টাকার পরিমাণ কোটেশনের চাইতে বেশি হচ্ছে।' কিন্তু কোন অঙ্কে বাড়তি পাঁচদিনের জন্য টাকা দ্বিগুণ হয়ে গেল তার হিসেব দিতে পারেননি প্রতীক। প্রশ্নের মুখে পড়ে তিনি জানান, যা বলার সবটাই তাঁর ব্যবসার সহযোগী অমিতকুমার দাস বলবেন। অমিতের কথা, 'আমাদের অনেককিছু ম্যানেজ করে চলতে হয়। পুরসভার দুর্গাপুজোর কার্নিভাল, বিসর্জন, ছটপুজোর আলোকসজ্জা, পুরসভার সাংস্কৃতিক মঞ্চের আলো, রাসমেলা চত্বরের রাস্তার আলো সবকিছুই বিনা পয়সায় দিতে হয় আমাদের।

এরপর দশের পাতায়

পূর্ত দপ্তরের অফিস চত্বরে অবৈধ গুদাম

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৬ ডিসেম্বর : রাসমেলার গোডাউন হয়ে উঠেছে কোচবিহারের পূর্ত দপ্তরের অফিস চত্বর। তবে শুধু গোডাউন নয়, চত্বরের ভিতরে ত্রিপল দিয়ে অস্থায়ী ঘর করে বেশ কিছু লোকজনও রয়েছেন সেখানে। পাশাপাশি বেশ কিছু জিনিসপত্রও চত্বরের ভিতর প্যাকেট করা হচ্ছে। দিনের বেলায় অফিস খোলা থাকার সময় তো বটেই, অফিস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও রাতের বেলায় একই অবস্থা থাকছে সরকারি অফিস চত্বরের।

কোচবিহারের মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি লাগোয়া আনন্দময়ী ধর্মশালার উলটোদিকে বৈরাগীদিঘির উত্তর–পূর্ব কোণে পূর্ত দপ্তরের অফিস। বিষয়টি নিয়ে পূর্ত দপ্তরের কোচবিহারের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মৃন্ময় দেবনাথ বুধবার রাতে জানান, বিষয়টি তাঁর জানা নেই। তিনি খোঁজখবর নিয়ে দেখছেন।

গত ২৬ নভেম্বর কোচবিহারে শুরু হয়েছে মদনমোহনের রাস উৎসব। সেই উৎসবকে কেন্দ্র করে গত ২৭ নভেম্বর বৈরাগীদিঘি সংলগ্ন চত্বরে শুরু হয়েছে উত্তর–পূর্ব ভারতের ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা। মেলায় ছোট–বড় মিলিয়ে তিন–চার হাজার দোকান বসেছে।

গত কয়েকদিন ধরেই দেখা যাচ্ছে, বৈরাগীদিঘির উত্তর–পূর্ব কোণে পূর্ত দপ্তরের অফিস চত্বরের ভিতরে গোডাউনের মতো করে বস্তাবোঝাই মালপত্র রাখা হয়েছে। ক্যাম্পাসের ভিতরেই অস্থায়ীভাবে ত্রিপল দিয়ে থাকার ঘর তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি সেখানে দুই–একটি পানের দোকানও গজিয়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, সরকারি দপ্তরের চত্বরে এভাবে থাকার ও মালপত্র রাখার অনুমতি কে দিলেন? সেখানে অবৈধ কোনও সামগ্রী মজুত করা হলে তার দায় কার? যদি বিনা অনুমতিতে এসব হয়ে থাকে তাহলেও প্রশ্ন উঠছে, সরকারি অফিসের গেটে রাতে তালা পড়ার কথা। সেই চত্বর রাতে খোলা থাকছেই বা কীভাবে?

দায় কার

- ২৭ নভেম্বর থেকে বৈরাগীদিঘি সংলগ্ন চত্বরে শুরু হয়েছে রাসমেলা
- দিঘির উত্তর–পূর্ব কোণে পূর্ত দপ্তরের অফিস চত্বরে অবৈধভাবে রাখা হচ্ছে ব্যবসায়ীদের মালপত্র
- সেখানেই বেশকিছু সামগ্রী প্যাকেটবন্দি করছেন দোকানের কর্মীরা
- অফিস চত্বরে পানের কয়েকটি দোকানও তৈরি হয়েছে
- রাতেও অফিস চত্বরে অবাধে যাতায়াত করছে বাইরের লোকজন
- সমস্যার কিছু দেখছেন না পুরসভার চেয়ারম্যান

পূর্ত দপ্তরের এই অফিসটিতেই প্রথম ভিক্টোরিয়া কলেজ চালু হয়েছিল। পরে নাম পরিবর্তন হয়ে যা এবিএন শীল কলেজ হয়। বর্তমানে কলেজের ক্যাম্পাস অন্যত্র সরে গিয়েছে। ক্যাম্পাসের ভিতরে রাতে বাইরের লোকজনের অবাধ যাতায়াতের সুযোগে পূর্ত দপ্তরের যদি কোনও সামগ্রী বা নথি চুরি বা খোয়া যায় বা কোনওরকম দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে সেই দায়িত্ব কে নেবে?

রাসমেলার উদ্যোক্তা কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অবশ্য বিষয়টিতে সমর্থনই জানাচ্ছেন। তাঁর বক্তব্য, 'রাসমেলায় ব্যবসায়ীরা বাইরে থেকে আসেন। অনেক সময় মালপত্র রাখার জায়গা তাঁদের দোকানে থাকে না। আশপাশে কোনও ফাঁকা জায়গা পেলে তাঁরা সেখানে মালপত্র রাখেন। সকলে তাঁদের সহযোগিতা করেন। তাছাড়া পূর্ত দপ্তরে তো নৈশপ্রহরী রয়েছেন। ফলে খুব একটা সমস্যার কিছু দেখছি না।'

তাহাদের কথা

চিমটি দিলে চোখ খোলে মমতার প্রশাসনের

অনুপ দত্ত

কিছুদিন আগে রাজ্যের এক মন্ত্রী গনতকারের ভূমিকা নিয়েছিলেন। হাসপাতালে যাওয়ার পথে এক মহিলার মৃত্যু হলে ওই গনতকার থুড়ি মন্ত্রী হাসি হাসি মুখে বলেছিলেন, রাস্তা খারাপের জন্য ওই মহিলার মৃত্যু হয়নি। মৃত্যু হয়েছিল, মৃত্যু তাঁর ভাগ্যে লেখা ছিল বলে। মন্ত্রী এও বলেছিলেন যে, 'রাস্তা খারাপ থাকলে আমাদের বললেই ঠিক করে দেব। এ নিয়ে অহেতুক জলঘোলা করা হচ্ছে কেন?' সত্যি তো, আমরা সবাই এমনকি মৃতের পরিবার মিছিমিছি প্রশাসন, স্থানীয় পঞ্চায়েতকে দোষারোপ করছিলাম।

মন্ত্রীর কথা অনুযায়ী আমরা নিজেদের ভাগ্যের দিকে তাকাইনি! বরং চলাচলের অযোগ্য রাস্তায় বেরোনোটা যেন আপনার দায়িত্ব। পথবাতি না থাকলে ঘুটঘুটে অন্ধকারে কোনও গাড়ি এসে আপনাকে পিষে দিলে পুলিশ, প্রশাসন, পঞ্চায়েত, পুরসভা, কর্পোরেশন বা সরকার কেন দায়ী হবে? দায়ী তো আপনার ভাগ্য? কারণ ভাগ্যে আপনার মৃত্যু লেখা আছে! সে কারণে আপনি কোনও অভিযোগ করতে পারবেন না!

ঘটনাটি কয়েকদিন আগের। বেহাল রাস্তাটি মালদার বামনগোলায় গোবিন্দপুর–মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মালডাঙ্গা থেকে আইগনতারা পর্যন্ত। স্থানীয় ২৪ বছরের এক গৃহবধূ জ্বরে আক্রান্ত হলে তাঁকে হাসপাতালে নিতে অ্যাম্বুল্যান্স পাওয়া যায়নি, রাস্তা খারাপের কারণ দেখিয়ে কোনও চালক যেতে চাননি বলে। শেষমেশ পরিবারের লোকজন খাটিয়ায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে রোগীর মৃত্যু হয়। বাসিন্দারা এর আগে ওই রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে চারবার পথ অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু কারও কানে সেই আওয়াজ পৌঁছায়নি।

গৃহবধূর মৃত্যুর ঘটনাটির ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়লেও প্রশাসনের কোনও হেলদোল হয়নি। এরপর দশের পাতায়

প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ তুলে পথ অবরোধ

বুধবার তল্লিগুড়ি হাইস্কুলের সামনে রাজ্য সড়ক অবরোধ।

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৬ ডিসেম্বর : নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ তুলে বুধবার তুফানগঞ্জ–শালডাঙ্গা সংযোগকারী রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল পরীক্ষার্থীরা। অভিযোগের আঙুল পাশের স্কুলের একজন অতিথি শিক্ষকের বিরুদ্ধে। যদিও প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ মানতে চাননি কেউই। ফের নতুন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার দাবি জানিয়েছে তল্লিগুড়ি হাইস্কুলের পরীক্ষার্থীরা। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভ ছড়িয়েছে অভিভাবক মহলে।

যদিও তল্লিগুড়ি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রবীরকুমার বর্মন বলেন, 'কোনও প্রশ্ন ফাঁস হয়নি। পরীক্ষার আগে শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের কিছু কমন প্রশ্ন দিয়েছিলেন। তার মধ্যেই কিছু প্রশ্ন এসেছে। এই নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছিল। পরে তা মিটিয়ে নেওয়া হয়েছে।' প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন টাকোয়ামারি হাইস্কুলের অতিথি শিক্ষক সুবোধ মোদক। তিনি বলেন, 'আমি একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে ক্লাস নিই। তবে নীচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের পড়াই। ওই স্কুলের শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের কমন প্রশ্ন দিয়েছিলেন। তার উত্তর আমি লিখে দিয়েছি। কেন আমার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ বুঝতে পারছি না।'

স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পড়াশোনার মান বজায় রাখতে পঞ্চম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত বার্ষিক পরীক্ষার একই প্রশ্নপত্র ও একই সময়সূচি ঠিক করেছে তুফানগঞ্জ–২ ব্লকের নয়টি স্কুল। সেই মতো ব্লকের অন্যান্য স্কুলের পাশাপাশি গত শুক্রবার থেকে তল্লিগুড়ি হাইস্কুলে নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, জীবনবিজ্ঞান পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। অভিযোগ, এর আগেও ছাত্রছাত্রীদের একাংশের কাছে পরীক্ষা শুরুর আগেই প্রশ্নপত্র চলে এসেছিল। এদিন ছিল ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষা। এদিনও একাংশ পরীক্ষার্থীর কাছে পরীক্ষা শুরুর আগেই প্রশ্নপত্র পৌঁছে যায়। এতেই ক্ষেপে ওঠে পরীক্ষার্থীরা। পরীক্ষার হলঘর থেকে বেরিয়ে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ তোলে তারা। ছাত্রছাত্রীরা বলে, ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের সঙ্গে স্কুলের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হুবহু মিলে যায়।

ক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীরা এরপর স্কুল থেকে বেরিয়ে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে। শুরু হয় বিক্ষোভ। বেলা ১টা থেকে ২টা পর্যন্ত এক ঘণ্টা ধরে চলে ওই অবরোধ। পরে স্কুলের তরফে বাকি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পরিবর্তনের আশ্বাস দেওয়া হলে অবরোধ তুলে নেয় পরীক্ষার্থীরা।

পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ, মহিষকুচি–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের টাকোয়ামারি হাইস্কুলের অতিথি শিক্ষক সুবোধ মোদক গৃহশিক্ষকতা করেন। তিনি তল্লিগুড়ি স্কুলের নবম শ্রেণির কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে পড়ান। সেই সুবাদে ওই ছাত্রছাত্রীদের প্রতিটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আগাম দিয়ে দিয়েছেন তিনি। তাদের মধ্যে কয়েকজন সেই প্রশ্নপত্র প্রকাশ্যে এনেছে। টাকোয়ামারি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আশুতোষ পাল বলেন, 'আমার স্কুল থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনও বিষয় নেই। কারণ যে অতিথি শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে সে গত দুই মাস থেকে স্কুলে আসে না।'

নবম শ্রেণির ছাত্র সুমন সাহা বলে, 'পড়াশোনা না করেও শুধুমাত্র গৃহশিক্ষকের কাছে টিউশন পড়েই যদি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাওয়া যায়, তাহলে বছরভর স্কুলে পড়াশোনার প্রয়োজন কী? যারা প্রশ্ন ফাঁস করেছে তাদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।' ছত্রপতি কার্জি নামে আরেক ছাত্র বলে, 'বন্ধুবান্ধবী পাশের টাকোয়ামারি স্কুলের অতিথি শিক্ষকের কাছে পড়ে। ওই শিক্ষক পরীক্ষার আগেই প্রতিটি বিষয়ের প্রশ্নপত্র আগাম তাদের দিয়েছেন।

এরপর দশের পাতায়

ডুয়ার্সে পর্যটনে শঙ্কা

ট্রেন বাতিলে ক্ষতির মুখে হোটেল-রিসর্ট

প্রণব সূত্রধর ও শুভদীপ শর্মা

আলিপুরদুয়ার ও লাটাগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর : বড়দিনের আগে অশনিসংকেত উত্তরের পর্যটনে।

হাওড়া ডিভিশনে নন ইন্টারলকিং কাজের জন্য চলতি মাসে একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল ও কিছু ট্রেনের পথ পরিবর্তন করেছে রেল। আর তাতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

কলকাতা থেকে ডুয়ার্সে আসার একমাত্র ট্রেন কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস আগামী ১০ ডিসেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাতিল থাকায় সবচেয়ে ক্ষতির মুখে পড়তে চলেছেন গরুমারা, লাটাগুড়ি, জলপাদাড়া, চিলাপাতা, বক্সার হোটেল–রিসর্ট মালিক ও গাড়িচালকরা। পদাতিক ও উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের মতো ট্রেনও হয় আংশিক বাতিল হয়েছে নয়তো ঘুরপথে চলবে। ফলে তারও একটা প্রভাব পড়বে পর্যটনে।

আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট টুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানব বকসি বলছেন, 'পর্যটন মরশুমের আগে কাঞ্চনকন্যার মতো ট্রেন বাতিল হলে পর্যটকদের একটা অংশের উপর প্রভাব পড়বে। এমনিতেই অন্যবারের মতো ব্যবসা নেই। ফলে বড়দিনের আগে ট্রেন বাতিল নিঃসন্দেহে পর্যটনের জন্য বড় ধাক্কা।'

অশনিসংকেত

- ১০ থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাতিল কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস
- পদাতিক ও উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস কয়েকদিন বাতিল নয়তো ঘুরপথে চলবে
- গরুমারা, লাটাগুড়ি, জলদাপাড়া, চিলাপাতা ও বক্সায় পর্যটকদের আসা নিয়ে চিন্তা
- আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে কলকাতা যাতায়াতে সমস্যা
- কোচবিহারেও প্রভাব পড়বে

শুধু পর্যটনই নয়, ট্রেনগুলি বাতিল বা আংশিক বাতিল হওয়ায় তার প্রভাব পড়বে বাণিজ্য ক্ষেত্রেও। এমনিতেই কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী ট্রেনগুলির চাহিদা প্রচুর। ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে অনেকেই ট্রেনে কলকাতা যাতায়াতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। ছুটির মরশুমে ট্রেন বাতিলে নিশ্চিত বিপদের মুখে তাঁরাও। আলিপুরদুয়ার চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে'র বক্তব্য, 'ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের সঙ্গে সঙ্গে আমজনতার উপর ব্যাপক প্রভাব পড়বে। রেলের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ট্রেন বাতিল হলে বিকল্প ট্রেনের ব্যবস্থা করা উচিত।'

রেলকর্তারা অবশ্য বিকল্প ট্রেন থাকছে বলে আশ্বাস দিচ্ছেন। উত্তর–পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিসিএম অঙ্কিত গুপ্তা বলছেন, 'রেলের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য কিছু ট্রেন বাতিল হয়েছে। তবে স্পেশাল ট্রেন রয়েছে। এছাড়া বিকল্প রুটেও ট্রেন চালানো হচ্ছে।'

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকেই শুরু হয়ে যায় উত্তরের পর্যটনের ভরা মরশুম। বড়দিন, নববর্ষে টানা 'বড়' ছুটি থাকায় অনেকেই সেই সময়টায় বেড়াতে আসেন উত্তরবঙ্গে। বিশেষ করে সরকারি স্কুলে পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ায় এই সময়টায় বিশেষ চাহিদা থাকে হোটেল–রিসর্টগুলিতে। ট্রেন–বিমানের টিকিটের আকাল শুরু হয়ে যায়।

এরপর দশের পাতায়

দেখা হল, কথা হল না। বুধবার নয়াদিল্লির সংসদ ভবনে বিআর আম্বেদকরের মৃত্যুবার্ষিকীতে মুখোমুখি মোদি–সোনিয়া।

মমতার কনভয় পৌঁছোতেই বদলে গেল থিম সং

রণজিৎ ঘোষ

কার্সিয়াং, ৬ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে সকাল থেকেই সেজে উঠেছে কার্সিয়াং। মাইকে বাজছিল, অনীত থাপার পার্টি ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) থিম সং– জীবন সংঘর্ষ হো ইয়ো, তিমি সদা লরি র‍্যাহেছো, অন্ধকার থিও পাহাড়... জ্যোতিপানি জ্বালি রাহিয়েছো... মেরো...হামরো...সবাইকো...অনীত থাপা। নিজে মোটরস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে গানের তালে তাল মেলাচ্ছিলেন খোদ অনীত থাপা। চারিদিকে শয়ে–শয়ে দলীয় নেতা–কর্মী হাতে ঝান্ডা নিয়ে ভিড় করেছেন। বিকেল ৪টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় কার্সিয়াংয়ের মাটি ছুঁতেই বদলে গেল থিম সং। মাইকে বাংলায় একইসুরে গান ভেসে এল– তোমার... আমাদের সবার... দিদি... মমতা দিদি। জীবন একটি সংগ্রাম, তুমি যুদ্ধ করেই যাচ্ছ। অন্ধকার ছিল রাজ্যে... আশার রোশনি হয়ে এসেছ দিদি...।

মমতাকে পাহাড়ে স্বাগত জানাতে এই থিম সং তৈরি করেছে বিজিপিএম। তাঁরই পছন্দে এই গান বাঁধা হয়েছে তা জানিয়ে দিলেন অনীত নিজেই। এমনকি এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় মোটরস্ট্যান্ডে ঢোকার আগে অনীতই মমতাকে নিয়ে বাংলায় তৈরি গানটি বাজানোর ইশারা করলেন। মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে এদিন কার্সিয়াংয়ের জিরো পয়েন্টে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচুর নেতা–কর্মীকে নিয়ে হাজির ছিলেন দলের পার্বত্য শাখার সভানেত্রী শান্তা ছেত্রীও।

মুখ্যমন্ত্রীর পারিবারিক বিয়েতে সেজে উঠছে কার্সিয়াং

বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো আবেশের বিয়ের আসর বসবে কার্সিয়াং টাউন হলে। বুধবার কার্সিয়াংয়ে মমতা।

সাতদিনের সফরে বুধবার উত্তরবঙ্গে পৌঁছেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সফর শুরু হচ্ছে কার্সিয়াং থেকে। ভাইপো আবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিয়েতে অংশ নিতেই মুখ্যমন্ত্রী কার্সিয়াংয়ে এসেছেন। বৃহস্পতিবার কার্সিয়াংয়ের টাউন হলে সেই বিয়ের আসর বসবে। কার্সিয়াংয়ের মেয়ে দীক্ষা ছেত্রীকে নেপালি রীতি মেনে সিঁদুর দান অনুষ্ঠান করে বিয়ে সারবেন আবেশ।

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী মন্টেভিট গ্রাউন্ডে একটি প্রশাসনিক সভাও করবেন। এদিন বিমানে বাগডোগরায় নেমে সড়কপথে কার্সিয়াং রওনা হয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কনভয় যাওয়ার জন্য সকাল ১১টা থেকেই রোহিণী এবং পাঙ্খাবাড়ি রোড পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। যাত্রী ও পণ্যবাহী সমস্ত যানবাহনই ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে চলাচল করানো হয়। যার জেরে পর্যটক সহ সাধারণ মানুষ দিনভর ভোগান্তির শিকার হয়েছেন।

এদিন সুকনা, শিমুলবাড়ি, রোহিণী গেট সর্বত্রই বিজিপিএম এবং তৃণমূলের কর্মী–সমর্থকদের পাশাপাশি বহু সাধারণ মানুষও মুখ্যমন্ত্রীকে দেখার জন্য রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। রোহিণী গেটে তৃণমূল নেতা বিন্নি শর্মা মুখ্যমন্ত্রীকে খাদা পরিয়ে দেন। এখান থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় কার্সিয়াং জিরো পয়েন্টে পৌঁছায়। মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে কার্সিয়াং মোটরস্ট্যান্ডের দখল নিয়েছিল বিজিপিএম। আবার জিরো পয়েন্টের দখল ছিল তৃণমূলের হাতে। পুরো এলাকাই দলীয় ঝান্ডায় সাজানো হয়েছিল। দলের পার্বত্য শাখার সভানেত্রী শান্তা ছেত্রী, চেয়ারম্যান এলবি রাইয়ের নেতৃত্বে দলের নেতা–কর্মীরা এখানে জমায়েত হয়েছিলেন। জিরো পয়েন্টে দলের নেতা–কর্মীদের দেখে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় দাঁড়িয়ে যায়। সেখানেও খাদা পরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানান তাঁরা।

এরপর দশের পাতায়

বিদেশিনীর লেন্সে তাজ। বুধবার আগ্রায়। -পিটিআই

শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে উজ্জ্বল কার্তিক

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ৬ ডিসেম্বর : প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে লড়াই করে শীতলকুচির সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে উজ্জ্বল করে রেখেছেন গোঁসাইরহাটের তবলা শিক্ষক কার্তিক চক্রবর্তী। নিজের বাড়িতে সংগীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করেছেন। সরকারি সহযোগিতা ছাড়াই ৩১ বছর ধরে এই সংগীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। বিগত বাম সরকার ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যাকে আবেদন জানিয়েও কোনও সহায়তা পাননি কার্তিক।

গোঁসাইরহাট উচ্চবিদ্যালয়ের পিছনে কার্তিক চক্রবর্তীর পৈতৃক বাড়ি। বাড়িতে মা-বাবা, স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রসন্তান রয়েছে। কার্তিকের জন্ম থেকেই দুটি পা অকেজো। খুব অল্প বয়সে তবলায় হাতেখড়ি হয় শীতলকুচির তবলা শিক্ষক জ্যোতির্ময় গুপ্তর হাতে। কার্তিক সারা ভারত সংগীত ও সংস্কৃতি পরিষদের একজন তবলা বিশারদ। ছেলে সংগীত চক্রবর্তীও তবলা শেখে। তাঁকে উৎসাহ দেন কার্তিকের স্ত্রীও। তাঁর সংগীত বিদ্যালয়ের নাম ডঃ আম্বেদকর মিউজিক কলেজ। এই ৩১ বছরে বহু প্রথিতযশা ছাত্রছাত্রী এই মিউজিক কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ডিগ্রি লাভ করেছেন। উল্লেখযোগ্য ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আন্তঃকলেজ মেরিট টেস্টে পাঁচজন স্বর্ণপদক ও তিনজন রৌপ্যপদক লাভ করে। এদের মধ্যে উল্লেখের দাবি রাখেন পিনাকী রায়, তপেন্দুনারায়ণ রায় (তবলা), অমিত সাহা (তবলা), পিংকি বর্মন (সংগীত)। কার্তিক জানান, তাঁর গানের স্কুলে শাস্ত্রীয় সংগীতের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, লোকসংগীত, আবৃত্তি, ক্ল্যাসিকাল নৃত্য ও অঙ্কন শেখানো হয়। পাঁচজন শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, প্রতিবন্ধী কল্যাণ দপ্তরে বারবার যোগাযোগ করেও কোনও সহায়তা মেলেনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তর তাঁর আবেদন প্রাপ্তির খবর ডাকযোগে জানিয়েছে। এতে আপ্লুত কার্তিক। নিজের রোজগারের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'স্কুলের শিক্ষকদের সাম্মানিক দিয়ে যা আয় হয় তা যৎসামান্য। ছোট একটি ব্যবসা করি গোঁসাইরহাট বাজারে। এছাড়া পূজার্চনা করে কোনওক্রমে সংসার চলে যায়।' কার্তিক চক্রবর্তীর খেদ, গোটা শীতলকুচি ব্লকে একসময় শুধুমাত্র তাঁর প্রতিষ্ঠানটি সাংস্কৃতিক দিকটি ধরে রেখেছিল। তবুও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর তাঁকে কোনও সহায়তা করেনি।

গানের সুরে ঘুম ভাঙানিয়া চিত্ত

চন্দ্রনারায়ণ সাহা

রায়গঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : ভোরের আকাশে তখনও জ্বলজ্বলে শুকতারা। পাখির কলতান সেভাবে তখনও কানে আসে না। চোখে ঘুমের রেশ। পা দুটো টোটোর হাতলে। চোখ কুচকুচে কালো পিচরাস্তায়। কখনও মুখে বাঁশি, কখনও হাতে দোতারা। যখন বাঁশি বেজে ওঠে, লোকগানের মূর্ছনায় পাতলা ঘুম চোখ থেকে সরে যায়। দোতারার ভাটিয়ালি সুরের রেশ বয়ে চলে বাতাসে। এক বা দু'দিন নয়, বছর তিনেক ধরে এভাবেই গ্রামগঞ্জের ঘুম ভাঙানিয়া হয়ে উঠেছেন রায়গঞ্জ ব্লকের ইটালের বাসিন্দা চিত্ত সিং।

সুরের পিছনে কি লুকিয়ে রয়েছে কোনও মোচড় দেওয়া কাহিনী! প্রশ্ন করতেই চিত্তবাবু বলে ওঠেন, 'মনে খুব দুঃখ। বাড়িতে সেই মন বসে না। মন ভালো রাখতে কখনও বাঁশি, কখনও বা দোতারা কিংবা সানাই বাজাই। কিন্তু পেট চালাতে তো জমির ফসল বেচতে হবে! তাই বাজারে সবজি বেচতে যাই। সারাবছর জমির শাকসবজি বা যা হয়, বাজারে নিয়ে আসি। তার জন্যই টোটো চালাতে হয়।'

কিন্তু বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বাজাতে টোটো চালানোর সময় দুর্ঘটনা তো হতেই পারে। বুক ফুলিয়ে চিত্তবাবু বলে ওঠেন, 'আগে নিজে থেকে বাজনা শোনাতাম। কিন্তু এখন যাঁরা আমার টোটোয় যাত্রী হিসাবে বসেন, তাঁরাই বাঁশি শোনার আবদার করেন। তবে এখনও পর্যন্ত কখনও কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি।'

চিত্তবাবুর সুর ইটাল গ্রামে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। গ্রামবাসীরা জানালেন সেকথা। গ্রামের বাসিন্দা সুবীর সরকার জানান, 'ভোরে ঘুম থেকে উঠতে আগে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিতে হত। এখন সেসবের আর বালাই নেই। রোজ ভোরে নিয়ম করে চিত্তকাকু বাঁশি বাজাতে বাজাতে যখন চলে যান, বুঝতে পারি বিছানা ছাড়ার সময় হয়ে গিয়েছে।'

বুধবার চিত্তবাবুর টোটোয় চেপে দেবীনগর থেকে শ্যামপুর যাওয়া গেল। কথায় কথায় বোঝা গেল, তিনি এক মজার মানুষ। কিন্তু পারিবারিক যন্ত্রণায় বাঁশি কিংবা অন্য বাদ্যযন্ত্র আজ তাঁর নিত্যসঙ্গী। তাঁর বক্তব্য, 'মন খারাপ লাগে বলেই বাঁশি বাজাই। এতে মনের কষ্ট ভুলে থাকা যায়। বাঁশির সুর যে গ্রামের মানুষের এত কাজে লাগতে পারে, তা জানা ছিল না। তাই এখন সবজি বেচাকেনা না থাকলেও টোটো 'পায়ে' সুর শোনাতে বেরিয়ে পড়ি।'

রায়গঞ্জের রাস্তায় খুদেদের কাছে ম্যান্ডোলিন বাজিয়ে গেয়ে চলেছেন চিত্ত।

আহাম্মদের বীজবপন যন্ত্র তৈরি নিয়ে হইচই

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর ঃ পাট বপনের সহজ যন্ত্র তৈরি করে তাক লাগালেন কোচবিহারের কৃষক আহাম্মদ হোসেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি প্রযুক্তি বিভাগের বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে কোচবিহার-১ ব্লকের ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাট এলাজান গ্রামে এসে খতিয়ে দেখেছেন এই সহজ পাট বপন যন্ত্র। ন্যাশনাল ইনোভেশন ফাউন্ডেশনের (নিফ) বিজ্ঞানীরা যন্ত্রটি সব দিক খতিয়ে দেখে স্বীকৃতি দিলেই আগামী দিনে পেটেন্ট পেয়ে এই কৃষি সহায়ক যন্ত্র বাজারে আসবে। ইতিমধ্যে দিল্লির নিফের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি ও প্রযুক্তি বিভাগের বিজ্ঞানীরা এই নয়া যন্ত্রের মাধ্যমে পাট বীজ বপনের সুবিধা খতিয়ে দেখেছেন।

কোচবিহার জেলার অন্যতম একটি অর্থকরী ফসল পাট। কিন্তু এই পাট বীজ বপন, পরিচর্যা কিংবা পাট পচিয়ে আঁশ ছাড়ানোয় অনেক কৃষিশ্রমিকের প্রয়োজন। ফলে কৃষিশ্রমিকের অভাবে নানা সমস্যায় পড়তে হয় পাটচাষিদের। ছোট থেকে এই সমস্যা দেখেই পাট বীজ বপনের নয়া যন্ত্র তৈরির ভাবনা মাথায় আসে ছাট এলাজান গ্রামের কৃষক আহাম্মদ হোসেনের। আহাম্মদ বলেন, 'চাষিরা জমি তৈরির পর পাট বীজ জমিতে ছিটিয়ে দেন। এর ফলে সর্বত্র সমান পাট বীজ পড়ে না। ছোট চারা ও আগাছা পরিষ্কার করতে বাড়তি অর্থ ব্যয় করতে হয়। আমার তৈরি যন্ত্রে দুই সারি বীজ নির্দিষ্ট ব্যবধানে কম সময়ে বপন করা যায়। ফলে আগাছা পরিষ্কার করতে ঘাস কাটার যন্ত্র পরবর্তী সময়ে সেই জমির ভিতর চালিয়ে অল্প খরচে পাট চাষ করা সম্ভব।' তিন মাস আগে দিল্লি থেকে এক কৃষিবিজ্ঞানী এসে এই যন্ত্র দেখে যান। মঙ্গলবার ফের নিফ, কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা জমিতে নামিয়ে এই যন্ত্রের কার্যক্ষমতা দেখে যান।

পাটের বীজ বপনের যে যন্ত্রটি এর আগে বাজারে এসেছে তার দাম বেশি। কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ডঃ বিকাশ রায় বলেন, 'একটি কৃষি সহায়ক যন্ত্রকে সরকারি স্বীকৃতি দিতে গেলে বেশ কিছু বিষয়ের ওপর মূল্যায়নের প্রয়োজন। এই কৃষি উপকরণ যন্ত্রটি কতটা বিজ্ঞানসম্মত। ব্যবহারে কৃষকদের কতটা সুবিধা হবে বা স্বাস্থ্য সহায়ক হবে সবদিক খতিয়ে দেখার পরই এই যন্ত্রটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে। তার জন্যই নিফ, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানীরা সেই যন্ত্রটিকে জমিতে চালিয়ে পরখ করলেন।'

এই পাট বপন যন্ত্রটির ওজন ১৫ কেজি। যা বাজারজাত হলে তিন হাজার টাকাতেই কৃষকরা কিনতে পারবেন। এই যন্ত্রে প্রতি বিঘায় লাগে ১ কেজি পাট বীজ। নিফের সিনিয়ার প্রোজেক্ট অ্যাসোসিয়েট ডঃ কার্তিক প্যাটেল বলেন, 'আহাম্মদ হোসেন একজন কৃষক হিসাবে নিজস্ব প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি থেকেই পাটের বীজ বপনের যন্ত্রটি বিজ্ঞানসম্মতভাবে বানিয়েছেন। সমস্ত স্তরের কৃষকদের উপযোগী করতে সামান্য কিছু পরিবর্তনের কথাও বলা হয়েছে। সব ঠিকঠাক থাকলে যন্ত্রটির চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হবে।'

জানা গিয়েছে, আহাম্মদ হোসেন কৃষিকাজের পাশাপাশি কৃষি যন্ত্রপাতি সারাইয়ের কাজ করেন। আর সেই যন্ত্র নাড়াচাড়া করতে গিয়েই নয়া যন্ত্রের ধারণা তাঁর মাথায় আসে। আর সেই কৃষি সহায়ক যন্ত্র দেখতে এখন অনেক কৃষকই ভিড় করছেন আহাম্মদের বাড়িতে।

নিজের তৈরি যন্ত্রের সঙ্গে আহাম্মদ হোসেন। বুধবার নিশিগঞ্জে।

দু'হাতে লিখে বিশ্ব রেকর্ড

ম্যাঙ্গালোর, ৬ ডিসেম্বর ঃ একসঙ্গে দু'হাত দিয়ে লিখতে পারে ১৭ বছরের এক কিশোরী । আর এই বিস্ময়কর দক্ষতার দৌলতেই বিশ্বরেকর্ড গড়েছে সে। সোশ্যাল মিডিয়ার সূত্রে সম্প্রতি সামনে এসেছে এমনই এক ভিডিও। যেখানে দেখা যাচ্ছে, বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে এক কিশোরী। তার দু'হাতে চক। আর দু'হাত একইসঙ্গে বাঁদিক থেকে ডানদিকে চলছে ঝড়ের গতিতে। বোর্ডে ফুটে উঠছে একের পর এক শব্দ। একটিই বাক্য লিখছে ওই কিশোরী, তবে দু'হাতের সাহায্যে দ্রুত সেই বাক্য শেষ করে ফেলছে সে।

ওই কিশোরীর নাম আদি স্বরূপা। কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোরের বাসিন্দা এই বিস্ময় কিশোরী। ছোটবেলা থেকেই তার মধ্যে এই আশ্চর্য দক্ষতা দেখা গিয়েছিল। ইংরেজি এবং কন্নড় দুই ভাষাতেই এক মিনিটে ৪৫টি শব্দ লিখতে পারে সে। পাশাপাশি তার দু'হাতই চলে একই দিকে। অর্থাৎ, এই দুটি ভাষাতেই যেভাবে বাঁদিক থেকে ডানদিকে লেখা এগোয়, দু'হাতেই সেই নিয়মে লেখে ওই কিশোরী। তবে উলটোটা, অর্থাৎ ডানদিক থেকে বাঁদিকেও সে লিখতে পারে সমানভাবে। কেবলমাত্র এই দু'ভাবেই নয়, মোট ১১ রকমভাবে লিখতে পারে ওই কিশোরী। যার মধ্যে রয়েছে চোখ বেঁধে লেখাও।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬২৮৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৩১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬০০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭৪৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭৫০০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

NOTIFICATION

Executive Officer, Ratua-II PS, Malda invites tender vide NIT No. **04(e) of 2023-24 / Ratua-II PS dt 05.12.2023**

For details visit - **www.malda.gov.in**

Sd/-
Executive Officer,
Pukhuria, Malda.
Memo No : 1113(3)/DICO/MLD. dt 06/12/2023

ANNOUNCEMENT FOR HAJ 145(H)-2024 (C.E.)

The process of filling of applications for Haj-2024 through Haj Committee of India shall commence online **from 04.12.2023 and will closed on 20.12.2023**

Haj Application forms can be filled and submitted online at website of Haj Committee of India http://hajcommittee.gov.in or through the android mobile App **"Haj Suvidha"**

Applicants are advised to read the Guidelines / Undertaking care fully before filling Haj Application Forms. Machine readable valid Indian International Passport issued before the closing date of application and valid upto **31.01.2025** is must.

Sd/-
District Officer Minority Affairs, Malda
Memo No-1114(2)/DICO/MLD, dt- 06.12.2023

পূর্ব রেলওয়ে

প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্র (পিএমবিজেকে)-এর জন্য ই-অকশন

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ), মালদা টাউন (এমএলডিটি) রেল স্টেশনে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্র (পিএমবিজেকে) স্থাপনের কাজে চুক্তির জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র অনলাইনে টেন্ডারদাতাদের বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডার নম্বরের প্রেক্ষিতে হার্ড কপিতে টেন্ডার নথিপত্র বিক্রি করা হবে না। সিকোয়েন্স নং ঃ এএ/১। লট নং/ক্যাটিগরি ঃ পিএমবিজেকে-এমএলডিটি- এমএলডিটি-পিএমবিজেকে-৩-২৩-১ (পিএমবিজেকে-প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্র)। বিবরণ ঃ মেইন এগ্জিট এবং এন্ট্রান্স গেটের কাছে (পুরনো বুকিং অফিস)। বায়নামূল্য (%) ঃ ৫০,০০০ টাকা। ই-অকশনের তারিখ ও সময় ঃ ২১.১২.২০২৩, বেলা ১২.৪৫ মিনিট। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড ঃ www.ireps.gov.in, সিনিয়র ডিসিএম/মালদা/পূর্ব রেলওয়ে।

(MLD-98/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Calcutta National Medical College
32, Gorachand Road, Kolkata - 14
CORRIGENDUM NOTICE

Principal, CNMC uploaded corrigendum notice against e-tenders vide tender No. CNMC/Store/2232/P dated 23.11.2023 for the Medical Journals. For details visit, https://wbtenders.gov.in or https://www.wbhealth.gov.in
Sd/- Principal, CNMC ICA-T24710(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

NIT No - HFWD/CMOH-MLD/NIT-01/23-24(4th Call) dated - 01.12.2023 e-Tender are invited for free spectacles distribution under SES (School Children) & Presbyopia(Adult) under NPCB & VI programme in Malda District. Last date of Submission 21.12.2023. For details log on www.wbhealth.gov.in/ www.malda.gov.in & CMOH office.
Sd/- CMOH & Secretary, DH & FWS, Malda ICA-T24704(1)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
North Bengal Development Department
NOTICE INVITING e-TENDER

E.E., NBDD, invites online e-Tender for Repair and renovation of Office building and Guest House and other allied work and Renovation of Toilet Complex of Branch Secretariat of TET and SD Department at Siliguri in the financial year 2023-24. Vide e-NIT No.- 82 of 2023-24 of E.E., NBDD. Details will be seen from the Office Notice Board, NBDD, Uttarkanya, Fulbari, Jalpaiguri, Pin-734015 on any working days and in the website:- www.wbtenders.gov.in & www.wbnorthbengaldev.gov.in
Sd/- Executive Engineer, North Bengal Development Department ICA-T24738(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD 1st CORRIGENDUM NOTICE
SE, NBHC P.W. (Roads) Dte.

It is for general information to the intending tenderer of e-NIT No. 54 of 2023-24 that the closing date for dropping of tender has been extended upto 12.12.2023 & Technical bid opening will be on 14.12.2023. Tender Id:- 2023_SH_599849_1. Details of same may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- S.E., NBHC. PWRD, GOVT. OF W.B. ICA-T24763(1)/2023

VACANCY

A well organised English Medium School Required Eligible Persons for the following posts:

(i) **PRINCIPAL:** 1 POST Qualification : MA B.ED (Preferably in English with at least 2 years' teaching experience), (ii) **ASST. TEACHER :** 2 POSTS, Qualification: MA/BA (Preferably B Ed/ D L Ed), (iii) **CARE TAKER:** 2 POSTS, (iv) **SECURITY GUARD:** 2 POSTS

HIGH GATE PUBLIC SCHOOL
Pachagarh, Ward No.10
Mathabhanga, Coochbehar
(M)9433859579 / 6295017281
E.Mail: highgatepublic school2024@gmail.com

OFFICE OF THE
TUFANGANJ-II PANCHAYAT SAMITY
BOXIRHAT :: COOCHBEHAR
NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender are invited vide office NIT No. 15/EO/TFG-II/2023-24/COB/WB memo no. 3588/Dev-VII/2023-2024 Dated. 04/12/2023. Last Date of Bid Submission is 05/12/23 to 19/12/23 accordingly intending tenderers may contact this office for details.

Sd/-
Executive Officer
Tufanganj-II Panchayat Samity

WALK-IN-INTERVIEW

A Walk-in interview for selection of Young Professional-I (one) for administrative work purely on contractual basis, will be held on 20th December, 2023 at 09.00 A.M. at ICAR-CPCRI, Research Centre Mohitnagar, Jalpaiguri, West Bengal.
For further details with regard to eligibility and other conditions please Visit our Website http://www.cpcri.gov.ins.

Sd/-
Scientist-in-charge

E-NIT Notice

The Chairman, Mal Municipality invited e-tender as per given NIT within Mal Municipal area.
i) MM/C/PWD/07/2023-24 (2nd Call) Tender ID: 2023_MAD_615428_1
i) Last date of bidding (On line) dated: 20/12/2023 at 11.00 A.M.
ii) Date of opening (On line) dated: 22/12/2023 at 11.00 A.M.
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Swapan Saha
Chairman
Mal Municipality

কাটিহার ডিভিশনে ওএইচই রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল_টিআরডি_৫৯_২০২৩-২৪/কে, তারিখঃ ০১-১২-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নং.ঃ ইএল_টিআরডি_৫৯_২০২৩-২৪, কাজের নামঃ কাটিহার ডিভিশনে দুই (২) বছর সময়ের জন্য ডিইই/টিআরডি/কাটিহার (ওএইচই ডিপো কাটিহার, সামসি, আররিয়া, রাইগঞ্জ ও বুনিয়াদপুর) অধিক্ষেত্রের অধীনে ওএইচই (নন-কোর অ্যাক্টিভিটি) রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৮৫,৩৯,৪২৮.৪০ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৯২,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৬-১২-২০২৩ তারিখের ১৭.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২৬-১২-২০২৩ তারিখের ১৭.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৬-১২-২০২৩ তারিখের ১৭.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে ওএইচই রক্ষণাবেক্ষণের কাজগুলি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল_টিআরডি_৬০_২০২৩-২৪/কে/; তারিখ ঃ ০১-১২-২০২৩; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং. ঃ ইএল_টিআরডি_৬০_২০২৩-২৪/কে/; কাজের নাম ঃ কাটিহার ডিভিশনে- দুই (০২) বছরের জন্য এডিইই/টিআর/নিউ জলপাইগুড়ি -এর এখতিয়ারে (ওএইচই ডিপো নিউ জলপাইগুড়ি, আলুবাড়ি রোড এবং বাগডোগরা) ওএইচই (নন-কোর অ্যাক্টিভিটি) রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৭৯,৫৫,৬৬২.৪৪ টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,৩৯,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৭:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ২৬-১২-২০২৩ তারিখে ১৭:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ২৬-১২-২০২৩ তারিখে ১৭:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিশনে নন ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

সংশোধনী এবং সংযোজনী

ছাতনা ও মুরারই-এর মধ্যে ৩য় লাইন চালু করার জন্য সাহেবগঞ্জ-রামপুরহাট শাখায় ছাতনা-মুরারই স্টেশনে ১০.১২.২০২৩ (রবিবার) থেকে ২১.১২.২০২৩ (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত ১২ দিনের প্রি নন ইন্টারলকিং এবং নন ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পূর্বে প্রকাশিত উপরের শিরোনামযুক্ত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সংশোধনী করা হয়েছে- ১২.১২.২০২৩, ১৪.১২.২০২৩, ১৬.১২.২০২৩, ১৯.১২.২০২৩ এবং ২১.১২.২০২৩ তারিখের পরিবর্তে ...

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ডায়াগনস্টিক সেন্টারের তালিকাভুক্তির জন্যে আগ্রহের অভিব্যক্তি (ইওআই) আমন্ত্রণ

মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক, রঙিয়া মণ্ডল

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সন্ধান চাই

নাম ঃ মমতা রায়, বয়স-৩৭, বাড়ি মেছোয়াপাড়া, ধাপগঞ্জ, কোতোয়ালি, জলপাইগুড়ি। নিখোঁজ ঃ ২৮/১১/২০২৩, যোগাযোগ ঃ প্রশান্ত রায়। 7076926697. (C/108398)

ভাড়া

জলপাইগুড়ি Vishal Mega Mart নিকটে Corporate/Office-কে Lease Rent. M-70014-36815. (C/107963)

কিডনি চাই

কমল কুণ্ডুর A+ কিডনি আবশ্যক। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি ইচ্ছুক হলে উপযুক্ত প্রমাণ সহ যোগাযোগ করুন- (M) 9641513522, বলরামপুর, কোচবিহার। (C/107370)

•

AB+ (পজিটিভ) গ্রুপের পুরুষ/মহিলা কিডনিদাতা চাই। বয়স 24-48 এর মধ্যে, ছবি ও অভিভাবক সহ অবিলম্বে যোগাযোগ করুন। মো- 7501512829. (D.S.)

টিউশন

বাড়ি গিয়ে টিউশন। ক্লাস (3-10). CBSE, ICSE, শিলিগুড়ি। M. No.-7586960111. (C/108392)

চলচ্চিত্র

নামী শিল্পীর ফিল্মে অভিনয়ে নতুন ছেলে-মেয়ে চাই। বয়স ৮-৬৫। ফ্রি অডিশন শিলিগুড়ি/ কোচবিহারে। 7595865299. (C/108291)

চিকিৎসা

প্রখ্যাত নিউরোলজিস্ট প্রফেসর পাহাড়ী ঘোষ আগামী ৯ ও ১০ই ডিসেম্বর'২০২৩ শিলিগুড়িতে রোগী দেখবেন-'শিলিগুড়ি মেডিকেল হল'। 0353-2538844/96092-25864. (C/108282)

জ্যোতিষ

বাবা খান ১১ ঘণ্টায় ঘরে বসে A to Z সমস্যার 100% সমাধান। গৃহক্লেশ, বিয়েতে বাধা, ব্যবসা, প্রেমবিবাহ, মোহিনী বশীকরণ, মুঠকারণি, সতীন শত্রু থেকে মুক্তি। - 8941840024. (C/108298)

হারানো/প্রাপ্তি

আমার Hearing Aid গতকাল হারিয়ে গিয়েছে। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি যদি পেয়ে থাকেন সত্বর যোগাযোগ করুন। 94341-76755. (C/108297)

অ্যাফিডেভিট

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নামে ভুল থাকায় 5-12-23 তারিখে APD E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Shambhunath Dutta S/o-H.K. Dutta এবং Sambhunath Datta S/o-L.K. Datta একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

কর্মখালি

রুটি, নান বানানোর জন্য দক্ষ কারিগর চাই। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। M-7679735762.

•

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont :- (M) 96476-10774. (C/108296)

•

কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত বিভিন্ন ফ্যাক্টরি ও কোম্পানির জন্য ডাইরেক্ট লোক লাগবে হেল্পার / গার্ড / সুপারভাইজার। বেতন 11,500/- + PF, ESI, 8653710666. (C/108299)

•

আগামী 16.12.2023, শনিবার, বেলা ১টা ৩০ মিনিট থেকে রায়গঞ্জ, সুদর্শনপুর সারদা শিশুতীর্থে গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজী বিষয়ে আচার্য-আচার্যা (শিক্ষক-শিক্ষিকা) পদের জন্য সাক্ষাতকার নেওয়া হবে। যোগ্যতা বি.এস.সি / এম.এস.সি এবং বি.এ / এম.এ (ইংরেজী)। প্রার্থীর ডি.এল.এড / বি.এড আবশ্যিক। যোগাযোগ - 7001794661 / 8906332795 / 7908414522. (M-TR)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

টুকরো খবর

পুরসভার শেডঘর নির্মাণ

হলদিবাড়ি, ৬ ডিসেম্বর : মেখলিগঞ্জ মহকুমার একমাত্র সিনেমাহলের খালি জায়গায় গাড়ি রাখার শেডঘর ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণের উদ্যোগ নিল হলদিবাড়ি পুরসভা। বুধবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই কাজের সূচনা করা হয়। কাজের সূচনা করেন হলদিবাড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান শংকরকুমার দাস। উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলার পূরবী চক্রবর্তী, অর্ণব গুহ প্রমুখ। পুরসভা সূত্রে খবর, ২৮৮ বর্গমিটারের ওই শেডঘরটি তৈরির জন্য ১৮ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আর ১০৬ মিটার দীর্ঘ সীমানা প্রাচীরের জন্য ১৪ লক্ষ ১১ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। হলদিবাড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান বলেন, 'এতদিন পুরসভার জঞ্জাল সংগ্রহের গাড়ি সহ অন্যান্য গাড়ি খোলা আকাশের নীচে থেকে রোদ ও বৃষ্টিতে নষ্ট হচ্ছিল। শেডঘরটি তৈরি হলে সে সমস্যা আর থাকবে না।'

টোটোচালকদের আন্দোলন

কোচবিহার, ৬ ডিসেম্বর : জাতীয় ও রাজ্য সড়কে টোটো চালাতে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন নামল তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন নিয়ন্ত্রিত কোচবিহার জেলা যাত্রী পরিবহণ টোটোচালক ইউনিয়ন। সংগঠনের তরফে হাজারের বেশি সদস্য মিছিল করে এসে জেলা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, জাতীয় ও রাজ্য সড়কে টোটো চালাতে দিতে হবে।

আন্দোলনের মাঝে সংগঠনের প্রতিনিধিরা জেলা শাসকের দপ্তরে দাবিপত্র জমা দেন। তার প্রতিলিপি জেলা পুলিশ সুপারের দপ্তরেও জমা দেন তাঁরা। তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি পরিমল বর্মন ও সাধারণ সম্পাদক আলিজার রহমান জানান, জেলায় কম করে ৫০ হাজার টোটো চলে। তার সঙ্গে চারজন করে ধরলে এই পেশার সঙ্গে দুই লক্ষ লোকের রুটিরুজি জড়িয়ে রয়েছে। সে কারণে আমরা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করছি এই বেকার যুবকদের কথা মাথায় রেখে কোচবিহারে যেন টোটো চালানোর নিয়মে ছাড় দেওয়া হয়।

কার্যালয়ের উদ্বোধন

মাথাভাঙ্গা, ৬ ডিসেম্বর : বুধবার মাথাভাঙ্গা শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে নির্বাচনি কার্যালয়ের উদ্বোধন হল। নির্বাচনি কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী হিতেন বর্মন, পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক, ভাইস চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ সাহা প্রমুখ। দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, এই কার্যালয় থেকে ওয়ার্ডে ভোটের প্রচার ও দলীয় কাজকর্ম চালানো হবে।

আশায় চ্যাংরাবান্ধার ব্যবসায়ীরা

বর্ডার হাটে ভাটা পড়বে চোরাচালানে

চ্যাংরাবান্ধা, ৬ ডিসেম্বর : দুই দেশের আর্থসামাজিক উন্নতির পাশাপাশি সীমান্তে চোরাচালান বন্ধ করতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী চ্যাংরাবান্ধা-ভোটবাড়ি এলাকায় বর্ডার হাটের দাবি জোরালো হচ্ছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি সিপিএমের মেখলিগঞ্জ-১ ও ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সদস্যরাও এতে শামিল হয়েছেন। সীমান্তের কাছে ওই হাটে আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে দুই দেশের বাসিন্দারা বিভিন্ন জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবেন। এরপর আবার নিজেদের দেশে ফিরে যাবেন। এতে দুই দেশের মানুষই উপকৃত হবেন। তবে, বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা হলেও এখনও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ সংগঠনের ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক দীপক গুহর। তিনি বলেন, 'আমরা সীমান্তের এই এলাকায় বর্ডার হাট চাইছি। বিষয়টি আগে প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল। হাট তৈরির আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে কোনও কাজ হয়নি। বিষয়টি ফের ব্লক প্রশাসনেরও নজরে আনা হয়েছে।'

দুই দেশের প্রশাসনের তরফে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার পাশে বর্ডার হাট গড়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কয়েক বছর আগে বিএসএফ-বিজিবির তরফে সীমান্তে জমি পরিদর্শনও করা হয়। এরপর আর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এরপর হাট তৈরির জন্য সোচ্চার হন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। তাঁরা জানিয়েছেন, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে মাঝেমধ্যেই

> ওই হাট তৈরি হলে দুই দেশের ব্যবসায়ীরাই লাভবান হবেন। প্রতিবেশী দেশের অনেক কিছুই হাতের নাগালে মিলবে।
>
> –মিতুল সাহা, *সম্পাদক, চ্যাংরাবান্ধা ব্যবসায়ী সমিতি*

চোরাচালানের ঘটনা ঘটে। চোরাপথে নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিসপত্র বাংলাদেশে পাচার করা হয়ে থাকে। এছাড়া, এক শ্রেণির মানুষ রয়েছেন যাঁরা পড়শি দেশের সামগ্রী ব্যবহার করতে পছন্দ করেন। তাই সীমান্তের কাছে বর্ডার হাট তৈরি হলে অবৈধ কাজকর্মেও অনেকটা ভাটা পড়বে। তাই বেশ কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন মহল থেকে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে বর্ডার হাট তৈরির দাবি তোলা হচ্ছে। তিন বছর আগে চ্যাংরাবান্ধা বাজার ব্যবসায়ী সমিতির কর্মকর্তারা ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার মহম্মদ ইমরানের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে ব্লক প্রশাসনকে এই নিয়ে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়েছে।

শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে বর্ডার হাট তৈরি হলে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে বলে মনে করছেন দুই দেশের বাসিন্দারা। বুড়িমারি সীমান্তের মহম্মদ সাবলুর কথায়, 'সীমান্তে বর্ডার হাট হলে অনুমতি নিয়ে জিনিসপত্র কেনাবেচা করা যাবে। এতে বিদেশি পণ্য ব্যবহারের স্বাদও সহজেই মিটবে।' একই কথা বলেন চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের বিমল বর্মন।

চ্যাংরাবান্ধা বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক মিতুল সাহা বলেন, 'ওই হাট তৈরি হলে দুই দেশের ব্যবসায়ীরাই লাভবান হবেন। প্রতিবেশী দেশের অনেক কিছুই হাতের নাগালে মিলবে।'

এদিকে, মেখলিগঞ্জ ব্লকের বিডিও অরিন্দম মণ্ডল বলেন, 'আমি নতুন এসেছি। তাই পুরো বিষয়টি স্পষ্ট জানা নেই।'

ভরসা। বাবার কোলে চড়ে রাসচক্র ঘোরানো। বুধবার কোচবিহার মদনমোহনবাড়িতে ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।

ভাতায় বঞ্চিত দৃষ্টিশক্তিহীন

ঘোকসাডাঙ্গা, ৬ ডিসেম্বর : বাঁশের ডুলি বানিয়ে চলত সংসার। বিশেষভাবে সক্ষম হয়েছেন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে। কিন্তু প্রতিবন্ধী কার্ড থাকা সত্ত্বেও ভাতা মিলছে না বলে অভিযোগ মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বৌলপাড়ির ষাটোর্ধ্ব কমল ভৌমিকের। এব্যাপারে অবশ্য লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, বিডিও কারওই বিষয়টি জানা নেই বলে দাবি করেছেন।

এক বিঘা জমিতে চাষ করে সংসার চালাতেন কমলবাবু। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। এখন আর কাজ করার ক্ষমতা নেই। একমাত্র ছেলে। তিনিও ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। তাঁর স্ত্রী দিনমজুরি করে সংসার চালান। কমল ভৌমিক বাঁশের টুকরি বানিয়ে সংসার চালাতেন। কমলবাবুর কথায়, 'আমার প্রতিবন্ধী কার্ড থাকা সত্ত্বেও আমি কোনও সুযোগসুবিধা পাচ্ছি না। বিডিও অফিসে গিয়ে ভাতার আবেদন করে এসেছিলাম। কোথায় গেলে কীভাবে কী করলে আমার ভাতার ব্যবস্থা হবে তা বুঝে উঠতে পারছি না।' অনেকবার এলাকার নেতা-মাতব্বরদের জানালেও তাঁরা কোনও সহযোগিতা করেননি বলে তিনি দাবি করেন। কমলবাবুর ভাই অমলের কথায়, 'দাদা প্রতিবন্ধী হয়েও ভাতা পাচ্ছেন না। আমি ভ্যানরিকশা চালিয়ে সংসার চালাতাম। পা ভাঙায় সে কাজও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমার দিনমজুরি করে কোনওরকম সংসার চলে। দাদার ভাতা বা সরকারি সুযোগসুবিধা পেলে তাদের সুবিধে হত।'

এ বিষয়ে লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মালা অধিকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই, আমি সদ্য গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হয়েছি। খোঁজখবর নিয়ে দেখছি যাতে উনি সরকারি সুযোগসুবিধা পান সেই চেষ্টা করব।'

চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

দিনহাটা, ৬ ডিসেম্বর : তৃণমূল পরিচালিত দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে কি কাউন্সিলারদের ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে! সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় পুরসভার এক প্রবীণ কাউন্সিলারের এক পোস্ট ঘিরে সেই জল্পনা দেখা দিয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে, 'দার্শনিক প্লেটোর উক্তি রাজনীতিতে অনীহা তখনই আসে, যখন নিজের চেয়ে নিকৃষ্টতম কারও দ্বারা পরিচালিত হতে হয়', এই পোস্টটি শেয়ার করেছেন দিনহাটা পুরসভার প্রবীণ কাউন্সিলার পার্থনাথ সরকার। আর এতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে তৃণমূলের অন্দরে।

গোটা বিষয়টি নিয়ে পার্থ কিছু বলতে চাননি। তবে চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী বলেন, 'ওঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি। গুরুত্ব দেওয়া হয়।

তারপরেও উনি কেন এধরনের পোস্ট দিয়েছেন জানা নেই।'

২০২১ সালে পুরসভা নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দিনহাটা পুরসভা দখল করে তৃণমূল। পুরসভার ১৬টি ওয়ার্ডেই তৃণমূলের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছিলেন। যদিও সেসময় বিরোধীরা অভিযোগ করেছিল তৃণমূল সন্ত্রাস করে বিরোধীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে

কাউন্সিলারের পোস্ট ঘিরে বিতর্ক দিনহাটায়

দেয়নি। বোর্ড গঠনের সময় চেয়ারম্যান পদের একাধিক দাবিদার থাকা সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ-ঘনিষ্ঠ গৌরীশংকরকে চেয়ারম্যান করা হয়। এ নিয়ে কাউন্সিলারদের একাংশ ক্ষুব্ধ হলেও রাজনৈতিকভাবে 'কোণঠাসা' হওয়ার ভয়ে তাঁরা কিছু বলার সাহস দেখাতে পারেননি।

কিন্তু গত দু'বছরে বিভিন্ন কাজকর্মে কাউন্সিলারদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। অভিযোগ, বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কাউন্সিলারদের মতামত নেওয়া হয় না। এছাড়া বোর্ড মিটিংয়েও একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে একাধিক শাসকদলের কাউন্সিলারদের মধ্যে। এ নিয়ে ঘনিষ্ঠ মহলে তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করলেও পাছে তাঁদের ওয়ার্ডে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তাই এ নিয়ে বিরোধিতা করেন না ওই ক্ষুব্ধ কাউন্সিলাররা।

এসবের মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রবীণ কাউন্সিলার পার্থনাথ সরকারের ওই পোস্ট পুরসভার অন্দরের কোন্দল প্রকাশ্যে চলে এসেছে।

প্রধানের এলাকাতেই মেলে না পানীয় জল

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : পানীয় জলের কল আছে, কিন্তু মিলছে না একবিন্দু জলও। ফলে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। এই ছবি খোদ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের এলাকাতেই। স্থানীয় বাসিন্দাদের নদী পেরিয়ে পুরসভার পরিস্রুত পানীয় জল সংগ্রহ করতে হয় নইলে নলকূপের আয়রনযুক্ত জলই পান করতে হয়। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯/১৯৪ নম্বর বুথের ও অন্দরান ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮/৫৪ নম্বর বুথের গঙ্গাবাড়ি এলাকার ঘটনা।

দুটো গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্তবর্তী এলাকায় ২৫০টির মতো পরিবার রয়েছে। এছাড়াও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়ও রয়েছে। প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে বাড়িতে বাড়িতে জলের সংযোগ দেওয়া হলেও আজ পর্যন্ত এক ফোঁটা জলও পড়েনি। রাস্তায় পানীয় জলের কল রয়েছে। কিন্তু কোথাও মিলছে না পানীয় জল।

যাঁরা একটু সচেতন তাঁরা উল্লারঘাটের রায়ডাক নদী পেরিয়ে অনেকটাই দূরে তুফানগঞ্জ পুরসভার পরিস্রুত পানীয় জল নিয়ে আসেন। এদিকে এলাকায় বেশিরভাগ নলকূপ থেকেই আয়রনযুক্ত জল বের হওয়ায় সেই জল পান করে শিশু থেকে বৃদ্ধ অনেকেই পেটের সমস্যায় ভুগছেন।

কবে মিলবে পরিস্রুত পানীয় জল, অপেক্ষায় এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দা সুধাংশু দাস বলেন, 'এলাকায় পানীয় জলের সংযোগ দিলেও আজ পর্যন্ত এক ফোঁটা জল মেলেনি। কবে পরিস্রুত পানীয় জল মিলবে জানা নেই। রায়ডাক পেরিয়ে সবসময় পানীয় জল আনা সম্ভব হয় না। তাই নলকূপের আয়রনযুক্ত জলই পান করতে হচ্ছে।'

এ ব্যাপারে প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। স্থানীয় বাসিন্দা মহেন্দ্র অধিকারীর কথায়, 'এই বিষয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই। খুব শীঘ্রই পানীয় জলের পরিষেবা চালু না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শুক্লা সরকার অধিকারী সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, 'আমার এলাকায় বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হলেও জল আসছে না। সময়ের অভাবে নদী পেরিয়ে জল আনা সম্ভব না হওয়ায় আয়রনযুক্ত জল খেয়েই জীবনযাপন করতে হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলব।' জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের তুফানগঞ্জ শাখার সহকারী বাস্তুকার তরুব্রত রায়ের মন্তব্য, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

কল আছে, জল নেই। গঙ্গাবাড়ি এলাকায়। –সংবাদচিত্র

সচেতনতার প্রসার

হলদিবাড়ি, ৬ ডিসেম্বর : হলদিবাড়ি ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালিত হল। বুধবার দুপুর নাগাদ শহরের কালীবাড়ি মোড় এলাকায় এই কর্মসূচি পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন হলদিবাড়ি থানার ট্রাফিক ওসি মহম্মদ হাফিজুদ্দিন সহ অন্য পুলিশকর্মীরা। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বাইক সহ বিভিন্ন ছোট, বড় গাড়িতে 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' স্টিকার লাগানো হয়। সেই সঙ্গে চালকদের সচেতন করার পাশাপাশি ট্রাফিক আইন মানার পরামর্শ দেওয়া হয়।

সেলাই প্রশিক্ষণ শিবির

পুণ্ডিবাড়ি, ৬ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় দপ্তরের অর্থানুকূল্যে এবং কোচবিহার-২ ব্লকের খাগড়াবাড়ি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ব্যবস্থাপনায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ শুরু হল বুধবার।

মঙ্গলবার খাগড়াবাড়ি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির হলঘরে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা হয়। সেদিন উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার-২ ব্লকের কোঅপারেটিভ ইনস্পেকটর অনিন্দ্য ঘোষ, সমবায় সমিতির স্পেশাল অফিসার সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সমিতির হিসাবরক্ষক ও মুখ্য কর্মী দেবব্রত আচার্য প্রমুখ। অনিন্দ্য জানান, ৩০ জন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যকে নিয়ে এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। এক মাস ধরে এই শিবির চলবে। প্রশিক্ষণ নিয়ে যাঁরা ভালোভাবে সেলাই রপ্ত করতে পারবেন তাঁরা পরবতীতে 'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্পে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ পাবেন।

সত্যজিৎ বলেন, 'গতবছরও এধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তখন টেইলারিংয়ের পাশাপাশি বিউটিশিয়ানের ওপরেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে সেখান থেকে অনেকেই নিজস্ব উদ্যোগে কাজ শুরু করেছেন। তাই এবারও যাঁরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তাঁদের মধ্যেও অনেকেই স্বনির্ভর হবেন বলে আমি আশাবাদী।' প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের সেলাইয়ের পাশাপাশি হিসাবরক্ষণ ও বিপণন সংক্রান্ত ধারণাও দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেকের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হবে।

ভুল শুধরে নিল জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর

কোচবিহার, ৬ ডিসেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জেরে শেষপর্যন্ত বানান ভুল শুধরে নিল কোচবিহার জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাসমেলায় অন্যান্য বারের মতো এবারও বিভিন্ন সরকারি দপ্তর তাদের প্রদর্শনী দিয়েছে। সেখানে প্রতিবারের মতো কোচবিহার জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরও তাদের প্রদর্শনী দিয়েছে। কিন্তু ঐতিহ্যবাহী রাসমেলায় দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রদর্শনীর জন্য যে বড় ব্যানার তারা টাঙিয়েছে, সেখানে অজস্র বানান ভুল ছিল।

ব্যানারটিতে কোচবিহারের রাজবাড়ি, মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি, দেবীবাড়ি, জেনকিন্স স্কুল, গোসানিমারি রাজপাট, এমজেএন ক্লাব, বাণেশ্বর মন্দির, ভিক্টর প্যালেস সহ ১৭-১৮টি ঐতিহ্যবাহী স্থানের ছবি রয়েছে। ছবিগুলির উপরে ইংরেজিতে সেগুলির নাম লেখা রয়েছে। ব্যানারের উপরে বড় করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। তার নীচে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, কোচবিহার লেখা রয়েছে। ছবিগুলির উপরে ইংরেজিতে বড় করে কোচবিহার হেরিটেজ কথাটা লেখা রয়েছে। এছাড়া প্রতিটি ছবির উপরে ইংরেজিতে সেগুলির নাম লেখা রয়েছে। আর ঐতিহ্যবাহী ছবিগুলির নীচে যে ইংরেজি বানান লেখা ছিল সেখানে বহু ভুল ছিল।

কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়ির উপরে রাজবাড়ি প্যালেসের জায়গায় লেখা ছিল রাজবাড়ি প্লেস। ভিক্টর প্যালেসের ভিক্টর বানানে 'আই' উধাও। প্যালেসের জায়গায় যথারীতি সেই প্লেস লেখা ছিল। মদনমোহনের রাসচক্রের উপরে লেখা ছিল রাসযাত্রা।

গোটা বিষয়টি নিয়ে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হয়। বিষয়টি নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক গুঞ্জন শুরু হয়। এতে টনক নড়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও জেলা প্রশাসনের। মঙ্গলবার বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসনের অন্দরে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। শেষপর্যন্ত মঙ্গলবার রাতেই প্রদর্শনীর সামনে বড় করে লাগিয়ে রাখা ব্যানারের ভুল বানান শুদ্ধ করে লেখা হয়। পাশাপাশি রাসচক্রের ছবির উপরে যে রাসযাত্রা লেখা হয়েছিল সেটিও সংশোধন করে উত্তরবঙ্গ সংবাদের দেখানো পথে রাসচক্র লেখা হয়েছে।

কোচবিহার জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অঙ্গিরা দত্ত বলেন, 'প্রদর্শনীর ব্যানারে আমাদের কিছু ভুল ছিল। সেগুলি নজরে আসার পরে আমরা সেগুলি ঠিক করে দিয়েছি।'

তহবিল বৈঠক

কোচবিহার, ৬ ডিসেম্বর ঃ ফান্ড নিয়ে বৈঠক হল কোচবিহারের জেলা পরিষদে। বুধবার জেলা পরিষদের বিশেষ হলঘরে ওই বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, সহ সভাধিপতি আবদুল জলিল আহমেদ প্রমুখ। বৈঠক প্রসঙ্গে জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ চৈতি বর্মন বড়ুয়া বলেন, 'খুব তাড়াতাড়ি টায়েড ও আনটায়েড ফান্ডে আমাদের ১১ কোটি টাকা ঢুকবে।'

এদিনের বৈঠকে ঠিক হয়েছে সেই টাকা দিয়ে বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় কালভার্ট, গার্ডওয়াল, নর্দমা, ছোট সেতু সহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাজকর্ম করা হবে।

কখনও বর্ষা, কখনও পুজোর অছিলায় ধীরগতিতে সড়ক নির্মাণ

সজল দে ও গৌতম সরকার

মেখলিগঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : মেখলিগঞ্জ-চ্যাংরাবান্ধা সড়কের কাজ ধীরগতিতে চলার অভিযোগ উঠেছে। গত ছয়দিনে একটি কালভার্টেরই ডাইভারশনের কাজ শেষ না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে। রাস্তার কাজের সুরক্ষা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এই ইস্যুতে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। ভোটবাড়ির বাসিন্দা আবদুল মালেকের বক্তব্য, 'রাস্তার কাজে এত গড়িমসি কেন? মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে অথচ বরাত পাওয়া সংস্থার কোনও হেলদোল নেই এটা মানা যায় না। প্রয়োজনে এই ইস্যুতে আন্দোলনে নামা হবে।'

পঞ্চায়েত ভোটের আগে ১৭ এপ্রিল চ্যাংরাবান্ধায় এক সরকারি কর্মসূচিতে একগুচ্ছ কাজের সূচনা করেন কোচবিহারের তৎকালীন জেলা শাসক পবন কাদিয়ান। সেদিনই ২১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকায় মেখলিগঞ্জ-চ্যাংরাবান্ধার সড়ক চওড়া ও সংস্কারের কাজের কথা জানানো হয়। তবে পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণা হওয়ায় কাজ শুরু হয়নি।

এরপর কখনও বর্ষার কারণে তো কখনও দুর্গাপুজোর পর আবার কখনও কালীপুজোর পর কাজ শুরু হবে বলে কাজের দায়িত্বে থাকা তিস্তা ব্রিজ কনস্ট্রাকশন ডিভিশনের তরফে জানানো হয়।

এদিকে বেহাল রাস্তায় গর্তের সংখ্যা বাড়তে থাকায় এই ৯ কিমি পথে যাতায়াতে নাভিশ্বাস উঠছিল নিত্য পথচারীদের। ছোট গাড়িচালক রতন রায়ের কথায়, 'গাড়ির যন্ত্রাংশের যেমন ক্ষতি হচ্ছে তেমনি ঝুঁকি নিয়েই চলাচল করতে হচ্ছে।' পথচারী আলিবুল মহম্মদ বলেন, 'কাজের জন্য বাইক নিয়ে প্রতিদিন হলদিবাড়ি যাই। এই রাস্তার যা পরিস্থিতি তাতে একপ্রকার প্রাণ হাতে নিয়েই চলাচল করি।' এই রাস্তায় একাধিক দুর্ঘটনার পাশাপাশি মৃত্যু পর্যন্ত হয়। কিন্তু কাজ শুরু হচ্ছিল না। কিছুদিন আগে এই রাস্তায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন শিক্ষক রণজিৎ রায়। তিনিও রাস্তার কাজ দ্রুত শেষ করার দাবি তোলেন।

শেষমেশ গত ৩০ নভেম্বর রাস্তার কাজ শুরু হয়। কিন্তু অভিযোগ, এই পথে চারটি কালভার্ট তৈরি হবে। অথচ গত ছয়দিনে একটি কালভার্টের কাজ শুরু তো দূরের কথা কালভার্ট তৈরির আগে ডাইভারশনের কাজ পর্যন্ত শেষ হয়নি। শিক্ষক সঞ্জয় সরকারের বক্তব্য, 'যে গতিতে কাজ চলছে তাতে আগামী বর্ষাতেও কাজ শেষ হয় কি না সন্দেহ আছে।' এছাড়াও রাস্তায় আর্থমুভার দিয়ে কাজ চললেও যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনও কর্মী নিয়োগ করা হয়নি।

এই বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে মেখলিগঞ্জ ব্লকের তৃণমূল নেতৃত্বও। দলের কোচবিহার জেলা সহ সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত সরকার বলেন, 'টাকা বরাদ্দের পরেও কাজ শুরু করতে এত কেন দেরি হয়েছে এটা নিয়ে বাসিন্দারা প্রশ্ন করেন। কয়েকদিন আগে ভোটবাড়িতে এই রাস্তার কাজের জন্য একটি কালভার্ট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু জোরদারভাবে এই রাস্তার কাজ শুরু না হওয়াতে অনেকের মনেই ক্ষোভ দানা বাঁধছে। মন্থরগতিতে কাজ চললে কাজ শেষ করতে দীর্ঘ সময় লেগে যাবে। দ্রুত বেহাল রাস্তা চাঙ্গা করার কাজ সম্পন্ন করার দাবি জানাচ্ছি।'

এই ইস্যুতে তিস্তা ব্রিজ কনস্ট্রাকশন ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুজিতকুমার দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি।

৬ দিনেও কালভার্টের ডাইভারশন তৈরি হয়নি। জালিয়াটারি মোড়ে। –সংবাদচিত্র

টুকরো খবর

দুর্ঘটনায় জখম দুই

দিনহাটা, ৬ ডিসেম্বর : দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক মহিলা সহ গুরুতর জখম দুজন। জখমরা দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বুধবার সকালে দিনহাটা-গিতালদহ রাজ্য সড়কের বড় আটিয়াবাড়ির জোড়পাকুড়ি স্কুলের সামনে ঘটনাটি ঘটে।

গিতালদহের দিক থেকে একটি বাইকে এক মহিলা সহ দুজন দিনহাটার দিকে যাচ্ছিলেন। উলটো দিক থেকে আসছিল অন্য বাইকটি। সেই সময় দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের জেরে একটি বাইকের চালক লুৎফর রহমান ও অন্য বাইকের মহিলা আরোহী মাম্পি খাতুন রাস্তায় ছিটকে পড়েন। পুলিশ বাইক দুটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

গাঁজাখেত ধ্বংস

শীতলকুচি, ৬ ডিসেম্বর : গাঁজা গাছ কেটে পুড়িয়ে ফেলল শীতলকুচি থানার পুলিশ। বুধবার দিনভর শীতলকুচি ব্লকের ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েতের মানসাই নদীর চর এলাকায় আবগারি দপ্তরকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। গাঁজা গাছ কেটে পুড়িয়ে দেয় পুলিশ। শীতলকুচি থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী জানান, এদিন প্রায় ৩০ বিঘা জমির গাঁজাখেত নষ্ট করা হয়েছে।

অঞ্চল কমিটি

তুফানগঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : বুধবার তুফানগঞ্জ ১(খ) ব্লক কিষান খেতমজদুর সংগঠনের ১৬ জনের কমিটি, অন্দরান ফুলবাড়ি-১ এর ১৫ জন এবং বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮ জনের পূর্ণাঙ্গ অঞ্চল কমিটি ঘোষণা করা হল। এদিন ব্লক সভাপতি ১(খ) প্রদীপ বসাক ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকের মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করেন।

প্রশাসনিক বৈঠক

সিতাই, ৬ ডিসেম্বর : বুধবার সিতাই পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে একটি প্রশাসনিক বৈঠক হয়। সিতাই বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন রবীন্দ্র-নজরুল অডিটোরিয়ামে আয়োজিত বৈঠকে ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য, প্রধান, আশাকর্মী সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর্মী, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা উপস্থিত ছিলেন। এলাকার রাস্তা, বৈদ্যুতিক আলো সহ নানা সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা ও পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

নিখোঁজ গৃহবধূ

পারডুবি, ৬ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পশ্চিম পারডুবির এক গৃহবধূ ছয়দিন থেকে নিখোঁজ। এবিষয়ে ঘোকসাডাঙ্গা থানায় পরিবারের তরফে নিখোঁজ ডায়ারি করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা বাসুদেব মণ্ডলের বক্তব্য, গত ৩০ নভেম্বর সকালে ব্যাংকে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হন তাঁর স্ত্রী মিনতি মণ্ডল (৩৮)। পরে তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। বাড়িতে তিন কন্যাসন্তানকে নিয়ে বিপাকে পড়েছেন বাসুদেব। পুলিশ বিষয়টি দেখছে।

সচেতনতা

দেওয়ানহাট, ৬ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ এইডস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে ডিসেম্বর মাসে কোচবিহার জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে এইডস বিষয়ক স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান। তারই অংশ হিসাবে বুধবার কোচবিহার ছায়ানীড় নাট্যগোষ্ঠী দেওয়ানহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বর ও দেওয়ানহাট চৌপথিতে পরিবেশন করল পথনাটক 'নবদিশা'।

বয়স আলাদা, দায়িত্ব এক

কোচবিহার রাসমেলায় ফেরি। বুধবার। ছবি : অপর্ণা গুহরায়

বাংলাদেশে বোল্ডার রপ্তানিতে রাজস্ব কমবে বলে আশা

গৌতম সরকার

চ্যাংরাবান্ধা, ৬ ডিসেম্বর : ভারত-বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের কাজে রাজ্য সরকারের সুবিধা পোর্টাল সিস্টেমে ধার্য করা রাজস্ব কমতে পারে। তবে আপাতত ভারত থেকে বাংলাদেশে ডুয়ার্সের বিভিন্ন নদী থেকে যেসব বোল্ডার রপ্তানি করা হচ্ছে সেগুলির ক্ষেত্রে এটা কার্যকর হতে পারে। কারণ রাজ্যের অন্য ভারত-বাংলাদেশ স্থলবন্দরগুলি দিয়ে স্থানীয় নদীর বোল্ডার রপ্তানি হয় না। অন্য পণ্যের জন্য এই রাজস্ব কমার তেমন কোনও সম্ভাবনা এখনই নেই।

মঙ্গলবার কলকাতায় সুবিধা পোর্টালের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর এমনটাই জানা গিয়েছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদীর বোল্ডার মূলত কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা এবং জলপাইগুড়ির ফুলবাড়ি স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হয়। গত কয়েক বছর থেকে এখান দিয়ে বোল্ডার রপ্তানিই ভারত-বাংলাদেশ ও ভুটান-বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দেড় বছর আগে এই বোল্ডার বাংলাদেশে পাঠানোর জন্যও সুবিধা পোর্টালের সিস্টেমের নিয়ম মানা বাধ্যতামূলক হয়। এই সিস্টেমে দশ চাকার প্রতি ট্রাক বোল্ডার বাংলাদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার টাকা এবং ছয় চাকার ট্রাক পিছু তিন হাজার টাকা রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট খাতে জমা করতে হচ্ছে ট্রাক মালিক বা ব্যবসায়ীদের। অনলাইনে এই টাকা জমা দেওয়ার পর ট্রাকগুলির বাংলাদেশে যাওয়ার ছাড়পত্র মিলত। অন্য পণ্যের ক্ষেত্রে এই রাজস্ব বারো হাজার টাকা অবধি রয়েছে। এই রাজস্বই কমানোর দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন ব্যবসায়ীরা।

এরপরেই চ্যাংরাবান্ধা ও ফুলবাড়ি স্থলবন্দরের ব্যবসায়ীদের নিয়ে মঙ্গলবার কলকাতায় বৈঠক করেন রাজ্য সরকারের সুবিধা পোর্টালের আধিকারিকরা। চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ইদু সদাগর বলেন, 'রাজস্ব কমা নিয়ে আমরা আশাবাদী।'

কলকাতার বৈঠকে যোগ দেওয়া চ্যাংরাবান্ধা সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের এগজিকিউটিভ বডির সদস্য গোপাল সাহাও একই কথা বলেন।

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এই রাজস্ব তিন হাজার থেকে কমে এক হাজার দুশো এবং পাঁচ হাজার থেকে কমে আড়াই হাজার টাকা হতে পারে। যদিও এনিয়ে প্রশাসনের কোনও নির্দেশিকা জারি হয়নি।

শিকারপুর বাজারে চুরি

নয়ারহাট, ৬ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের শিকারপুর বাজারে একটি আসবাবপত্রের দোকানে চুরির অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার রাতের ঘটনা। তালা ভেঙে দোকানে ঢুকে মূল্যবান কাঠের সাতটি খাট, খাট তৈরির যন্ত্রপাতি, কিছু কাগজপত্র সহ নগদ টাকাও চুরি করে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। বুধবার সকালে দোকান খুলতে এসে বিষয়টি টের পান দোকানের মালিক দীপু অধিকারী। বিষয়টি জানাজানি হতেই দোকানের সামনে স্থানীয়দের ভিড় বাড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশও। এদিন বিকালে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দোকানের মালিক জানান, মঙ্গলবার রাত আটটা নাগাদ তিনি দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান। এদিন সকালে এসে দেখেন দোকানের গেটের তালা ভাঙা। ভিতরে ঢুকতেই চোখ ছানাবড়া হওয়ার উপক্রম হয়। সাতটি খাট, টাকা, কাগজপত্র, যন্ত্রপাতি খোয়া গিয়েছে। দীপু বলেন, 'অগ্রিম বায়না নিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য খাটগুলি তৈরি করা হয়েছে। এখন কী করব বুঝে উঠতে পারছি না। চুরির ফলে আমার প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হল।' তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁর আশা, পুলিশ দ্রুত দুষ্কৃতীদের পাকড়াও করতে সমর্থ হবে। শিকারপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা আজিজুল মিয়াঁ বলেন, 'এর আগেও শিকারপুর বাজারে একাধিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। ফের একই ঘটনায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।' এবার পুলিশ চুরির ঘটনার দ্রুত কিনারা করবে বলে তাঁর আশা। পাশাপাশি এই ঘটনার পর শিকারপুর বাজারে পুলিশি টহলদারি বাড়ানোর দাবিও জোরালো হয়ে উঠেছে।

নন্দীগ্রামে উদ্ধার কুচলিবাড়ির নাবালিকা

মেখলিগঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : সাত কিংবা সাতাত্তর নয়! প্রায় সাতশো সাতাত্তর কিমি দূরে গিয়ে অভিযান চালিয়ে এক নাবালিকাকে উদ্ধার করল কুচলিবাড়ি থানার পুলিশ। ১ ডিসেম্বর বাড়ি থেকে বিডিও অফিসে যাওয়ার কথা বলে বেপাত্তা হয়ে যায় মেখলিগঞ্জ ব্লকের কুচলিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক নাবালিকা স্কুল ছাত্রী। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তার খোঁজ না পেয়ে পরদিন কুচলিবাড়ি থানার দ্বারস্থ হয় নাবালিকার পরিবার। অভিযোগ পেয়েই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। পুলিশি তদন্তে সেই নাবালিকার খোঁজ মেলে বাড়ি থেকে প্রায় ৭৭৭ কিলোমিটার দূরে নন্দীগ্রামে। কুচলিবাড়ি থানার পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত অসতলা গ্রাম থেকে সেই নাবালিকাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। মেখলিগঞ্জের এক পুলিশ আধিকারিক জানান, কারও বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনও মামলা না থাকায় কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। তবে কীভাবে কার সহায়তায় মেয়েটি এতদূরে চলে গেল তার তদন্ত শুরু হয়েছে।

চরে 'অজানা বস্তু' উদ্ধার

মেখলিগঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : সিকিমের দুর্যোগের দুই মাস কেটে গিয়েছে। সেই রেশ এখনও কাটেনি। মেখলিগঞ্জ ব্লকের কুচলিবাড়ি থানার অন্তর্গত তিস্তা চরের সিংপাড়া গ্রামে বিশেষ অভিযান চালাল সেনার একটি দল। থানার ওসি কাজল দাস সহ অন্য আধিকারিকদের সহায়তায় সিংপাড়া লাগোয়া তিস্তার চরে অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন একটি বস্তু উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে সেনাবাহিনী। তবে বস্তুটি কী তা নিয়ে মুখ খোলেননি সেনাবাহিনীর আধিকারিকরা। তাঁরা শুধু জানিয়েছেন, তিস্তার বন্যায় সেনাছাউনি থেকে ভেসে এসেছিল সেই বস্তুটি।

সবজির গাড়ি আটকে রাজ্য সড়ক অবরোধ

টোল দিতে আপত্তি চালকদের

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ৬ ডিসেম্বর : পুরসভার টোলগেটে টোল দিতে আপত্তি। টোল আদায়ের জন্য সবজিবোঝাই গাড়ি দাঁড় করাতেই ক্ষুব্ধ স্থানীয় পণ্যবাহী গাড়িচালকরা। প্রতিবাদে টোলগেটের সামনে রাস্তার উপর সবজিবোঝাই গাড়ি দাঁড় করিয়ে অবরোধে শামিল হলেন গাড়িচালকরা। এতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে হলদিবাড়ি-জলপাইগুড়ি রাজ্য সড়ক। ওই রুটে গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দুর্ভোগে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। বুধবার সাতসকালের এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় হলদিবাড়ি শহরে ঢোকার মুখে উত্তরপাড়ায় অবস্থিত টোলগেট এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে হলদিবাড়ি থানার পুলিশ। বিষয়টি নিয়ে পুরসভার মধ্যস্থতায় ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের আশ্বাস মিললে অবরোধমুক্ত করা হয় সড়কটি।

স্থানীয় সবজি বহনকারী পিকআপ ভ্যানচালক ইসমাইল মহম্মদের বক্তব্য, 'দীর্ঘদিন ধরে পুরসভার তরফে শহরে আসা পণ্যবাহী ট্রাক থেকে টোল সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু শহরের মালিকদের পণ্যবাহী পিকআপ ভ্যানের মতো গাড়িকে ছাড় দেওয়া হত। তারা টোল ছাড়াই শহরে যাতায়াত করতে পারত। কিন্তু মঙ্গলবার থেকে সেসব গাড়ি থেকে টোল আদায় করা হচ্ছে।' এরই প্রতিবাদে এদিন রাজ্য সড়কটি অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পুরসভা সূত্রে খবর, সম্প্রতি উত্তরপাড়ার ওই টোল গেটটি অকশন করা হয়েছে। একটি বেসরকারি ঠিকাদার সংস্থা বরাত পায়। গত মঙ্গলবার থেকে তারা নিজেরাই টোল সংগ্রহ শুরু করছে। সেই সংস্থা স্থানীয় পণ্যবাহী পিকআপ ভ্যানকে টোলের আওতা থেকে বাদ দিতে অনীহা প্রকাশ করে। এতেই এদিন সমস্যার সূত্রপাত হয়েছে।

উত্তরপাড়ায় টোলগেটের সামনে পিকআপ ভ্যানচালকদের রাজ্য সড়ক অবরোধ।

> বরাত নেওয়ার সময় পুরসভার তরফে কোনও গাড়িকে ছাড় দেওয়ার কথা বলা হয়নি। চারচাকার পণ্যবাহী ট্রাক প্রতি ২০ টাকা, ছয়চাকার ট্রাক প্রতি ৩০ টাকা ও দশচাকার ট্রাক প্রতি ৫০ টাকা সংগ্রহের কথা বলা হয়েছে।
>
> **-রবিউল গনি প্রধান**
> *বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার ঠিকাদার*

> শহরে আসা পণ্যবাহী ট্রাক থেকে টোল সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু শহরের মালিকদের পণ্যবাহী পিকআপ ভ্যানের মতো গাড়িকে ছাড় দেওয়া হত। তারা টোল ছাড়াই শহরে যাতায়াত করতে পারত। কিন্তু মঙ্গলবার থেকে সেসব গাড়ি থেকে টোল আদায় করা হচ্ছে।
>
> **-ইসমাইল মহম্মদ**
> *বিক্ষোভকারী*

শহরের পিকআপ ভ্যান মালিকদের তরফে গণেশ পান্ডের অভিযোগ, 'হলদিবাড়ি পুর কর্তৃপক্ষ সমস্ত সরকারি সম্পত্তি বেসরকারিকরণ শুরু করেছে। অর্থের জন্য দীর্ঘমেয়াদি লিজে দেওয়া হচ্ছে পুরসভার সম্পত্তি। তারই অঙ্গ হিসাবে টোলগেটটিও বেসরকারি ঠিকাদারের হাতে দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ ২০ বছর ধরে স্থানীয় কোনও ছোট গাড়ি টোল দেয়নি। এখনও দেওয়া হবে না। তাঁদের দাবি মানা না হলে তাঁরা সবজি বহন করবেন না। কোনও ব্যবসায়ী কৃষকের কাছ থেকে সবজি কিনবেন না।

অন্যদিকে বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থার তরফে রবিউল গনি প্রধান বলেন, 'বরাত নেওয়ার সময় পুরসভার তরফে কোনও গাড়িকে ছাড় দেওয়ার কথা বলা হয়নি। চারচাকার পণ্যবাহী ট্রাক প্রতি ২০ টাকা, ছয়চাকার ট্রাক প্রতি ৩০ টাকা ও দশচাকার ট্রাক প্রতি ৫০ টাকা সংগ্রহের কথা বলা হয়েছে। এর অন্যথা করা হচ্ছে না।' এ বিষয়ে হলদিবাড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান অমিতাভ বিশ্বাস বলেন, 'বিষয়টি ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়া হবে। তবে সম্প্রতি বোর্ড মিটিংয়ে লোকাল পিকআপ ভ্যান থেকেও টোল ট্যাক্স আদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যথা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।'

২৪ কোটিতে চ্যাংরাবান্ধায় দুটি নতুন জলপ্রকল্প

গৌতম সরকার ও শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ৬ ডিসেম্বর : চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের উদ্যোগে পানীয় জল পরিষেবা দিতে আরও দুটি নতুন প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। একটি প্রকল্পের পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে ১৪১ কামাত চ্যাংরাবান্ধা এলাকায়। আরেকটির কাজ চলছে চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩৯ বোকনাবান্ধা এলাকায়। ১৩৯ বোকনাবান্ধা এলাকায় ১২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জলপ্রকল্পটি তৈরি করা হবে।

এই জলপ্রকল্পের কাজ ২০২৪ সালে শেষ হওয়ার কথা। এই কাজ শেষ হলে পরিস্রুত পানীয় জল পাবেন বড়কামাত থেকে শুরু করে ১৪১ কামাত চ্যাংরাবান্ধার বাসিন্দারা। এই বিষয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কোচবিহারের সহকারী বাস্তুকার ক্ষীতিশচন্দ্র দাস বলেন, 'দুটি জলাধারে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার লিটার জল ধরবে।'

চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ইলিয়াস রহমান জানান, এই দুটি প্রকল্প চালু হলে গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়কামাত, চিতিয়ারডাঙ্গা, ডোরাডাবরি, চৌরঙ্গি, ১৫২ পানিশালা, ১৩৬ পানিশালা, হক মঞ্জিল, পানিশালা, রায়পাড়া, শর্মাপাড়া, ১৪১ কামাত চ্যাংরাবান্ধা সহ প্রায় ২০ হাজারের বেশি মানুষ উপকৃত হবেন। সামনের বছর থেকেই এই জলের সুবিধা ভোগ করতে পারবেন এলাকাবাসীরা।

১৪১ কামাত চ্যাংরাবান্ধায় পিএইচই'র কাজ চলছে। - সংবাদচিত্র

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পরিস্রুত জলের সঙ্গে কোনওকালেই পরিচয় ছিল না বড়কামাতের তুষার বর্মনের। শহরের বিভিন্ন এলাকায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পরিস্রুত পানীয় জলের কল থাকলেও তাঁদের এলাকায় কখনও পরিস্রুত পানীয় জলের কথা ভাবাই যেত না। তাঁর কথায়, 'কুয়োর জল, টিউবওয়েলের জল খেয়েই থাকতে হয় আমাদের।'

এই অপরিশোধিত জল পান করে পেটের নানা অসুখ সহ চর্মরোগ থেকে চুল ঝরে পড়া সহ নানা ধরনের সমস্যায় ভোগেন এলাকাবাসী। ডোরাডাবরি এলাকার বাসিন্দা নরেশ শিলের কথায়, 'পরিস্রুত পানীয় জলের অভাবে অপরিশোধিত জল খেয়ে আমাদের এলাকায় মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই পেটের অসুখ, হজমের সমস্যায় আক্রান্ত। বর্ষাকালে এই অবস্থার চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি হয়। তখন পানীয় জলের সঙ্গে নানা জায়গায় জল মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। সরকারি উদ্যোগে পরিস্রুত জল পেলে এইসব থেকে রেহাই মিলবে।'

চৌরঙ্গির বাসিন্দা ইউনুস আলির মন্তব্য, 'আমাদের গ্রামীণ এলাকার সবার জল কিনে খাওয়ার মতো আর্থিক সামর্থ্য নেই। যাঁরা পারেন তাঁরা বোতলবন্দি জল পান করেন। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়।'

আরেক বাসিন্দা জগদীশ সরকারের কথায়, 'নতুন করে পিএইচইর পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ চলছে। এতে আমরা খুশি। তবে আমরা চাই পরিষেবা যেন সবসময় ঠিক থাকে।'

বিএসএফের হাতে ধৃত দুই বাংলাদেশি

চ্যাংরাবান্ধা, ৬ ডিসেম্বর : অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে দুই বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিল বিএসএফ। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে।

ধৃতদের নাম লিটনকুমার দাস এবং অতুলচন্দ্র সাগর। প্রথমজন বাংলাদেশের ফেনি জেলার বাসিন্দা। দ্বিতীয়জনের বাড়ি লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ থানা এলাকায়। এদিন চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের ভিআইপি মোড় এলাকায় তাঁরা সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিলেন। খবর পেয়ে বিএসএফের ৯৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা তাঁদের আটক করে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, কুচলিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতার উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন তাঁরা। তাঁদের কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন, ভারতীয় ৮,৩৬০ টাকা, বাংলাদেশের ৫০০ টাকা এবং নেপালের ১১৩ টাকা মিলেছে।

ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে।

ফি ছাড়া ফর্ম ফিলআপের দাবি

হলদিবাড়ি, ৬ ডিসেম্বর : উচ্চমাধ্যমিকের ফর্ম ফিলআপের ফি নিয়ে চিন্তিত ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও। বুধবার সংগঠনের হলদিবাড়ি ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে হলদিবাড়ি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন ব্লক কমিটির সভাপতি নিলু হক, সংগঠনের সদস্য মজিদুল সরকার, অভিজিৎ রায়, স্কুলছাত্র সৌম্যদীপ সিংহ, শান সিংহ।

সংগঠনের সদস্য মজিদুল সরকার বলেন, 'আমরা হলদিবাড়ি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে দাবি জানাই দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের যে ফর্ম ফিলআপ চলছে, তার ফি যাতে সরকার নির্ধারিত ফি'র মধ্যে নেওয়া হয়। সঙ্গে আর্থিকভাবে যেসব পড়ুয়া অপারগ তাদের যেন বিনামূল্যে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। প্রধান শিক্ষক দীপককুমার দত্ত সব দাবিই পূরণের আশ্বাস দেন।

রাজ্যের দাবিতে কেপিপির সভা

ঘোকসাডাঙ্গা, ৬ ডিসেম্বর : বুধবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের গুমানিহাটে কর্মী সম্মেলন করল কেপিপি। সংগঠনের ব্লক সভাপতি রঞ্জনরবি দাসের বাড়িতে আয়োজিত সেই কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নিখিল রায়, কোচবিহার জেলা কমিটির সভাপতি কংসরাজ বর্মন প্রমুখ।

কেপিপির জেলা সভাপতি জানান, এদিন আটটি জেলায় পৃথকভাবে কর্মী সম্মেলন হয়েছে। কর্মী সম্মেলনে সাংগঠনিক বিষয় সহ আলাদা রাজ্যের দাবিতে আগামী দিনের আন্দোলনের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মন্দা বাজারদরে, ক্ষতির মুখে শসাচাষিরা

ফেশ্যাবাড়ি, ৬ ডিসেম্বর : হঠাৎ করে শসার দাম পড়ায় হতাশ চাষিরা। গত এক সপ্তাহে একধাক্কায় শসার বাজারদর ৫-৬ টাকায় নেমে এসেছে। মন্দা বাজারদরে কপালে চিন্তার ভাঁজ শসাচাষিদের। আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তাঁরা। কোচবিহার জেলা উদ্যান ও পালন দপ্তরের আধিকারিক এসপি সিংহ জানিয়েছেন, চাহিদা কমায় বাইরে শসা রপ্তানি করা যাচ্ছে না। একই সময়ে শসার উৎপাদন বাড়ায় সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। কম সময়ে অধিক মুনাফা লাভের আশায় এবছর শসা চাষের এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত বছরগুলিতে প্রায় ৫০০ হেক্টরের আশপাশে শসা চাষ হলেও এবার বেড়ে দ্বিগুণ দাঁড়িয়েছে। জেলায় প্রায় ৯০০ হেক্টর জমিতে শসা চাষ হয়েছে। ধাপে ধাপে প্রায় ১ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন শসা উৎপাদিত হবে।

কোচবিহারের শসা মূলত ভিনরাজ্যের পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানি করা হয় থাকে। বর্তমানে নেপাল, ভুটানে চাহিদা কম থাকায় শসা বেশি যাচ্ছে না। সপ্তাহখানেক আগে ১০ টাকার উপরে শসার বাজারদর ঘোরাফেরা করছিল। চাহিদা কমায় বিক্রি করতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। একপ্রকার বাধ্য হয়ে ৪-৫ টাকা সস্তা দরে বিক্রি করছেন চাষিরা। কৃষি ও কৃষকদের নিয়ে কর্মরত সাতমাইল সতীশ ক্লাবের সম্পাদক অমল রায় বলেন, 'বিগত বছরের তুলনায় আশানুরূপ দাম না থাকায় ক্ষতির সম্মুখীন হবেন শসাচাষিরা।'

ফেশ্যাবাড়ির শসাচাষি আমিনুর ইসলাম বলেন, 'শসা চাষে রাসায়নিক সার, কীটনাশক সহ সবকিছুর দাম বেড়েছে। অন্য বছর ২৫ টাকার উপরে দাম থাকলেও বর্তমানে ৫ টাকা। এতে লাভ তো দূরের কথা, চাষের খরচ উঠবে না।

শসাখেতে কীটনাশক স্প্রে। বুধবার ফেশ্যাবাড়িতে। ছবি : জাকির হোসেন

কোচবিহার রাজদিঘিতে পরিযায়ীরা। - সংবাদচিত্র

ওজনে কারচুপি রুখতে অভিযান

নয়ারহাট, ৬ ডিসেম্বর : ওজনে কোনওরকম কারচুপি করা হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখতে বুধবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গাদলেরকুঠির কেদারহাট বাজারে অভিযান চলল। কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স দপ্তরের মাথাভাঙ্গা মহকুমা লিগ্যাল মেট্রোলজি বিভাগের তরফে এই অভিযান চালানো হয়। বিভাগের এক আধিকারিকের বক্তব্য, বাটখারা সহ ওজন পরিমাপক যন্ত্র সঠিক সময়ে পুনর্নবীকরণ করা হয় কি না তা খতিয়ে দেখতেই এদিন অভিযান চালানো হয়েছে। পুনর্নবীকরণ তারিখ পেরিয়ে যাওয়ায় একটি ওজন পরিমাপক যন্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওই আধিকারিকের দাবি, মাসে দু'বার বিভিন্ন এলাকায় এধরনের অভিযান চালানো হয়।

নেন্দা নদীতে পাকা সেতুর দাবিতে উত্তরকন্যায় ই-মেল

নয়ারহাট, ৬ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কুর্শামারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নেন্দা নদীতে সাঁকোর জায়গায় পাকা সেতুর আর্জি জানিয়ে ফের উত্তরকন্যার দ্বারস্থ হলেন স্থানীয়দের একাংশ। বুধবার বিকেলে ই-মেলে গণস্বাক্ষর সংবলিত আবেদনপত্র উত্তরবঙ্গের মিনি সচিবালয়ে পাঠানো হয়েছে। এর আগেও বাসিন্দারা উত্তরকন্যা সহ প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে লিখিতভাবে সেতুর দাবি জানিয়েছিলেন।

বিষয়টি 'দিদিকে বলো'র মাধ্যমেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। কিন্তু কোনও মহল থেকেই এখনও সাড়া না মেলায় ফের উত্তরকন্যায় স্মারকলিপি পাঠানো হল। এবার বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আসতে পারে বলে বাসিন্দাদের আশা। যদিও যোগাযোগ সম্ভব না হওয়ায় এ ব্যাপারে উত্তরকন্যার তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

স্থানীয় দেবেন্দ্রনাথ বর্মন সহ অন্যদের বক্তব্য, মহিষচরুর বৈরাগীরটারি ও দলুয়ারপাড়ের অধিকারীরটারির মাঝে নেন্দা নদীতে পাকা সেতুর দাবি কোনও নতুন ঘটনা নয়। দীর্ঘদিন ধরেই এই দাবি প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে জানানো

'দিদিকে বলো'তে জানিয়েও কাজ হয়নি

হচ্ছে। কিন্তু দাবি পূরণ হয়নি। ভোটের আশায় রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ও নেতারা একাধিকবার সেতু তৈরির আশ্বাস দিয়েছিলেন।

কিন্তু সেই আশ্বাস কার্যত ফাঁকা আওয়াজে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ। সেতুর দাবিতে এলাকায় একবার ভোট বয়কটেরও ডাক দেওয়া হয়েছিল। যদিও শেষপর্যন্ত তাঁরা সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছিলেন। বাসিন্দাদের একাংশের আক্ষেপ, এত দিনেও সেতু তৈরি দূরের কথা, বাঁশের সাঁকোটিও সময়মতো সংস্কার করা হয় না।

ফলে ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও নড়বড়ে সাঁকো পেরিয়েই দিনের পর দিন তাঁদের হাটবাজার সহ অন্যত্র যাতায়াত করতে হয়। বর্তমানে সাঁকো না থাকায় জল ভেঙে নদী পারাপার করতে হচ্ছে। হঠাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে মাথায় বাজ পড়ার উপক্রম হয় পরিবারের সদস্যদের। পণ্য পরিবহণেও হ্যাপা পোহাতে হচ্ছে। আরও কতদিন এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে জানা নেই তাঁদের। তবে ওই স্থানে সেতু তৈরির চেষ্টা চলছে বলে দাবি এলাকার এক জনপ্রতিনিধির।

তাঁর বক্তব্য, তিনিও ইতিপূর্বে বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরে এনেছেন।

একত্রিত হলে বিজেপিকে হারানো সম্ভব বলে বার্তা

রাহুলের ফোন, মমতার পরামর্শ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

“ আমরা ভেদাভেদ মানি না। ‘ইন্ডিয়া’কে আরও জোরদার করতে হবে। তৃণমূলই বিজেপিকে হারাতে পারে। বিজেপির অত্যাচারের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে।
–মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে ‘ইন্ডিয়া’ জোটকে আবারও ঐক্যবদ্ধ থাকার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জোটের সব শরিক একসঙ্গে লড়াই করলে বিজেপিকে যে হারানো সম্ভব, তা মনে করিয়ে দিয়ে তৃণমূল নেত্রী বলেন, ‘আমাদের একসঙ্গে লড়তে হবে। ভোট কাটাকাটির জন্যই তিন রাজ্যে কংগ্রেসের ফল খারাপ হয়েছে। একত্রিত থাকলেই বিজেপিকে হারানো সম্ভব। বিজেপি বিভাজনের রাজনীতি করে। এই বিভেদের রাজনীতি দেশ থেকে সরাতে হবে।’

বুধবার উত্তরবঙ্গ সফরে যাওয়ার আগে কলকাতার ধর্মতলায় সংখ্যালঘু সেলের সংহতি সভায় রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ফোনে ভার্চুয়ালি ভাষণ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবারই পাঁচ রাজ্যের ভোটের ফল নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক নিয়ে তাঁকে কিছু জানানো হয়নি। তাঁর পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি থাকায় তিনি ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারবেন না। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সোমবার আমাকে রাহুল গান্ধি ফোন করেছিলেন। তবে বৈঠক সম্পর্কে আমাকে আগে থেকে জানানো হয়নি। আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম, আমার পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি আছে। মুখ্যমন্ত্রীদের কর্মসূচি আগে থেকেই তৈরি থাকে। অন্তত ৭ থেকে ১০ দিন আগে জানতে না পারলে খুব সমস্যা হয়।’ তৃণমূল সূত্রে খবর, বৈঠক সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী জানতে না পারায় তিনি যে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন, তা কংগ্রেস হাইকমান্ডের কাছে পৌঁছোনোর পরই মমতাকে ফোন করেন রাহুল।

প্রথমে ঠিক হয়েছিল বুধবার ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক হবে। কিন্তু মমতা, নীতীশ, অখিলেশরা আসতে পারবেন না বলে জানানোয় সেই বৈঠক পিছিয়ে দেওয়া হয়। আরজেডি সুপ্রিম লালুপ্রসাদ যাদব জানিয়েছেন, ওই বৈঠক ১৭ তারিখ হবে। ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে জোরালো সওয়াল করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘তিন রাজ্যে শুধুমাত্র ভোট ভাগাভাগির কারণেই বিজেপি জিতে গিয়েছে। ইন্ডিয়া জোটের সমস্ত শরিক একত্রিত থাকলে বিজেপি জিততে পারত না। আগামী লোকসভা ভোটেও শরিকরা আসন সমঝোতা করে লড়াই করলে বিজেপিকে হারানো সম্ভব।’

ইন্ডিয়া জোটকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করার বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘কোনও ভেদাভেদ আমরা মানি না। ইন্ডিয়াকে আরও জোরদার করতে হবে। ভোট কেটে যারা বিজেপিকে জেতাতে চাইছে, তাদের চিহ্নিত করুন। ধর্মের নামে সমাজকে ভাগাভাগি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তৃণমূলই বিজেপিকে হারাতে পারে। বিজেপির অত্যাচারের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে।’

তবে মমতা ইন্ডিয়া জোটকে শক্তিশালী করার বার্তা দিলেও তাঁর দলের গতিবিধি ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক মহলে। বুধবার সন্ধ্যায় ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের একটি নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কিন্তু সেই নৈশভোজে যোগ দিল না তৃণমূল। এব্যাপারে তৃণমূলের সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা খাড়গেজির কক্ষে সকাল ১০টায় বৈঠক করতে অভ্যস্ত। কিন্তু আচমকা সন্ধ্যায় আমন্ত্রণ জানালে যাওয়া সম্ভব নয়।’ সুদীপের খোঁচা, ‘সবটাই হোয়াটসঅ্যাপে হয় না। এসএমএসে নৈশভোজ ডাকা যায় কিনা তা আমার জানা নেই।’

তবে তৃণমূল যোগ না দিলেও অন্য ইন্ডিয়া শরিকরা খাড়গের বাসভবনের বৈঠকে হাজির ছিলেন। ইন্ডিয়া জোটের ফাটল মেরামতে উদ্যোগী হয়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারও। শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, আহ্বায়ক হিসেবে উদ্ধব ঠাকরে সবথেকে গ্রহণযোগ্য মুখ।

বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘বিভাজনের রাজনীতি করার চেষ্টা করছে গেরুয়া শিবির। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিল। মাথায় রাখবেন, আপনাদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে বিজেপি। এই দিনটি সম্প্রীতি দিবস, ঐক্যের দিবস হিসেবে আমরা পালন করি। বাংলার মাটি সংস্কৃতির মাটি, সব ধর্মের মাটি বাংলা। আগামীদিনে বাংলাই পথ দেখাবে।’

বকেয়া আদায়ে দলকে ফের পথে নামার নির্দেশ

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : একশো দিনের কাজের প্রকল্পে উত্তরপ্রদেশে মোট ২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৪৬৪টি ভুয়ো জব কার্ড ২০২২-২০২৩ সালে বাতিল হয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৫ হাজার ২৬৩টি ভুয়ো জব কার্ড বাতিল করা হয়েছে। অথচ ওই আর্থিক বছরেই উত্তরপ্রদেশ সরকারকে এই প্রকল্পে ১২,৭৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলেও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে এরাজ্যকে কোনও টাকাই দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার।

এই নিয়ে ইতিমধ্যেই তৃণমূল বুথস্তরে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট বলছে, একশো দিনের কাজের প্রকল্পে বিজেপি শাসিত উত্তর ও মধ্যপ্রদেশে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়েছে। অথচ ওই দুই রাজ্যে এই প্রকল্পের টাকা আটকে রাখেনি কেন্দ্রীয় সরকার। শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে বলে দাবি তৃণমূলের।

ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ দেবের করা প্রশ্নের লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জানিয়েছেন, ২০২১ সালে সারা দেশে মোট ১০ লক্ষ ৫০ হাজার ৪০১টি ভুয়ো জব কার্ড বাতিল হয়েছে। তার মধ্যে ২০২১-২০২২ ও ২০২২-২০২৩ সালে ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪০১টি কার্ড উত্তরপ্রদেশে ও ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৮টি কার্ড মধ্যপ্রদেশে বাতিল হয়েছে। এই দুই রাজ্যেই বিজেপি শাসিত সরকার রয়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে বাতিল কার্ডের সংখ্যা মাত্র ৫৬৫১। তৃণমূলের এক্স হ্যান্ডেলে বুধবার দাবি করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে, শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গকে রাজনৈতিকভাবে হেনস্তা করতেই এই টাকা আটকে রাখা হয়েছে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে পাহাড়ে রয়েছেন। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের এই তথ্যকে সামনে রেখেই রাজ্যের সর্বত্র বুথস্তরে এই নিয়ে প্রচারাভিযান চালাতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

উত্তরপ্রদেশে ৩ লক্ষ ভুয়ো জব কার্ডে বরাদ্দ সর্বাধিক

একশো দিনের কাজের প্রকল্পে বঞ্চিতরা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দিল্লিতে আন্দোলনও করেছেন। এই ইস্যুতে দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের কথাও বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তারই মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট তৃণমূলের হাতে বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফের একশো দিনের কাজের প্রকল্পের টাকার দাবিতে দিল্লিতে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন উত্তরবঙ্গ যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে তিনি বলেন, ‘আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে সময় চেয়েছি। এই রাজ্যকে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা থেকে কেন বঞ্চিত করা হবে, তা আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইব। প্রধানমন্ত্রীর কাছে সময় পেলেই আমি সমস্ত সাংসদকে নিয়ে দেখা করব।’

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘উত্তরপ্রদেশ সরকার নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে ভুয়ো জবকার্ড বাতিল করেছে। কিন্তু এই রাজ্যের সরকার ওই ভুয়ো জব কার্ডকে ব্যবহার করে নেতাদের পয়সা কামানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের কাছে যে প্রশ্ন রেখেছিল, তার উত্তর রাজ্য সরকার দিতে পারেনি। তার ফলে বোঝাই যাচ্ছে, এই রাজ্যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে।’

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, ‘রাজ্যের যে শ্রমিকরা এই প্রকল্পে কাজ করেছেন, তাঁদের টাকা মিটিয়ে দেওয়া উচিত।’

এনক্লোজারেও দুরন্ত চিতাবাঘ। বুধবার বর্ধমানের রমনাবাগানে। –পিটিআই

ঝালদা পুরসভার আস্থা ভোটের রায়ে স্থগিতাদেশ

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর: ঝালদা পুরসভায় আস্থাভোটের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে আস্থাভোটের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বুধবার সেই নির্দেশেই স্থগিতাদেশ দেয় বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। পুরসভার চেয়ারম্যানের অপসারণের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে বলে জানিয়েছে আদালত।

ঝালদা পুরসভার পুরপ্রধান শীলা চট্টোপাধ্যায়কে অপসারণের দাবিতে গত ২৩ নভেম্বর হাইকোর্টে জোড়া মামলা দায়ের করেছিলেন পাঁচ তৃণমূল কংগ্রেস ও দুই কংগ্রেস কাউন্সিলার। ৩০ নভেম্বর বিচারপতি অমৃতা সিনহা এই মামলায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে জেলাশাসকের উপস্থিতিতে আস্থাভোট করাতে হবে। ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে এই নিয়ে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য সরকার। এদিন এই মামলার শুনানিতে ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, পুরপ্রধান অপসারণের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। আদালত এই বিষয়ে আস্থাভোট করানোর নির্দেশ দিতে পারে না। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ পুরসভা গ্রহণ করবে। এরপরেই বিচারপতি অমৃতা সিনহার একক বেঞ্চের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয় ডিভিশন বেঞ্চ।

৭৮১ নয়, শিক্ষকের শূন্যপদ অনেক বেশি

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : রাজ্যে শিক্ষকের মোট শূন্যপদ ৭৮১ বলে মঙ্গলবার বিধানসভায় জানিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এই তথ্য প্রকাশের পরই শুরু হয় জোর আলোড়ন। বুধবার আগের সেই ঘোষণা থেকে সরে গিয়ে ব্রাত্য জানান, ৭৮১ নয়, শূন্যপদের সংখ্যা অনেক বেশি। একদিনের মধ্যেই শিক্ষামন্ত্রীর ভোলবদল নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছেন বিরোধীরা।

শিক্ষক পদে নিয়োগের দাবিতে কয়েক বছর ধরে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছেন হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থী। তারই মধ্যে নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সিবিআই ও ইডি তদন্ত শুরু করে। এর জেরে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ শিক্ষাকর্তারা গ্রেপ্তার হন। বর্তমানে তাঁরা বিচারাধীন বন্দি। শিক্ষক পদে নিয়োগ নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই কলকাতায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন চাকরিপ্রার্থীরা। বিরোধীরাও দুর্নীতি ও শিক্ষক পদে নিয়োগের দাবি জানিয়ে আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। আগামী লোকসভা নির্বাচনে শাসকদলের বিরুদ্ধে শিক্ষক পদে নিয়োগ ও দুর্নীতি বিজেপির অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভোল বদল ব্রাত্যর

এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, উচ্চমাধ্যমিকে ১৩টি, মাধ্যমিকে ২৮টি, প্রাথমিকে ২৬৭টি ও উচ্চপ্রাথমিকে ৪৭৩টি শূন্যপদ আছে। সবমিলিয়ে সংখ্যাটি ৭৮১। বুধবার ব্রাত্য তাঁর আগের বক্তব্য থেকে সম্পূর্ণ সরে আসেন। এদিন বিধানসভায় তিনি জানান, বর্তমানে প্রাথমিকে শূন্যপদ ১১,৭৬৫ এবং উচ্চপ্রাথমিকে শূন্যপদের সংখ্যা ১৪,৩৩৯। এই দুই ক্ষেত্রেই আদালতের নির্দেশে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মাধ্যমিকে খালি পদের সংখ্যা ১৩,৫০০-র বেশি। উচ্চমাধ্যমিকে এই সংখ্যা সাড়ে ৫ হাজারের বেশি। আদালতের নির্দেশ পেলে এই সমস্ত পদেও নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে। এছাড়াও কিছু পদ খালি পড়ে আছে। তাঁর বক্তব্য, ‘মঙ্গলবার বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে আমি বলেছিলাম শিক্ষকের শূন্যপদ কত তা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। কারণ, প্রতিনিয়তই কেউ না কেউ অবসর নিচ্ছেন। কিন্তু আমার কথা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। আমি এই বিতর্কের অবসান চাই।এজন্যই আজকের এই পরিসংখ্যান দেওয়া হল।’ বিরোধীরা ব্রাত্যর বক্তব্য নিয়ে কটাক্ষ করা শুরু করেছেন। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, ‘আসলে তথ্য গোপন করছেন শিক্ষামন্ত্রী। এই সরকারের কাজই হল তথ্য গোপন করা। হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থী আজ রাস্তায় আন্দোলন করছেন। সেই লজ্জা ঢাকতেই মিথ্যা বলছেন শিক্ষামন্ত্রী।’

চাকরি বাতিলের যুক্তি জানতে চাইল ডিভিশন বেঞ্চ

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর: প্রাথমিকের ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি কোন যুক্তিতে বাতিল হয়েছিল, জানতে চাইল ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে মামলার বাদী-বিবাদী সব পক্ষকে তা লিখিত আকারে জমা দিতে হবে।

২০১৪ সালের টেট পরীক্ষায় প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার চাকরিপ্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ২০১৬ সালে তাঁদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে পর্ষদ। ৪২ হাজার ৯৪৯ জন প্রার্থীকে চাকরি দেওয়া হয়েছিল। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ত্রুটি রয়েছে বলে হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন ১৪০ জন চাকরিপ্রার্থী। চাকরি পাওয়া ৩২ হাজার প্রার্থী অপ্রশিক্ষিত বলেও অভিযোগ ওঠে। এই মামলায় গত ১২ মে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, পরের চারমাস ওই ৩২ হাজার শিক্ষক প্যারাটিচারের মতো বেতন পাবেন। তিন মাসের মধ্যে পর্ষদকে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। গত ১৯ মে বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয়। ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, আপাতত ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হবে না। তবে নতুন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশ নিতে হবে। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে পালটা সুপ্রিম কোর্টে যায় পর্ষদ ও শিক্ষকদের একাংশ। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, যাদের চাকরি বাতিল হয়েছিল তাদের কিছু অংশকে মামলায় যুক্ত করে বক্তব্য শোনা উচিত ছিল হাইকোর্টের একক ও ডিভিশন বেঞ্চের। তা তাঁরা করেননি। নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ হবে। তাই নতুন করে নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা নেই।

এরপর ডিভিশন বেঞ্চের অন্তর্বর্তী নির্দেশ খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত। ডিভিশন বেঞ্চকে ক্ষতিগ্রস্তদের বক্তব্য শোনার পরামর্শ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। তবে একক বেঞ্চের নির্দেশ নিয়ে কোনও রায় দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট।

অবশেষে প্রধানমন্ত্রী ও উপাচার্যর নাম সংবলিত বিশ্ব হেরিটেজের স্বীকৃতি প্রাপ্তির ফলক গুঁড়িয়ে দেওয়া হল শান্তিনিকেতনে। বুধবার সন্ধ্যায় অভিযানে নেমে শান্তিনিকেতনের তিনটি ঐতিহ্যবাহী স্থানে বসানো তিনটি ফলক ভেঙে দিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন অধ্যাপক,পড়ুয়া, আশ্রমিক এবং প্রাক্তনীরা। *তথ্য ও ছবি : আশিস মণ্ডল*

নিযুক্তদের নোটিশ

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : ২০১৬ সালে এসএসসিতে যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেককে নোটিশ পাঠাতে বলল কলকাতা হাইকোর্ট। শিক্ষক-অশিক্ষক মিলিয়ে ২৩,৫৪৯ জন চাকরি পেয়েছিলেন। তাঁদেরই নোটিশ পাঠাতে বলল বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। এই নোটিশ পেয়ে স্বাক্ষর না করলে তাঁরা চলতি মাসে বেতন পাবেন না বলে জানিয়ে দিল আদালত।

২০১৬ সালে এসএসসির মাধ্যমে যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। খালি খাতা ও ফাঁকা ওএমআর শিট জমা দিয়ে চাকরি পাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের অযোগ্য বলে চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন চাকরিপ্রাপকরা। তাঁদের দাবি, তাঁদের কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই চাকরি বাতিল করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের একক বেঞ্চের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল। ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, নোটিশ পাওয়ার পর তাঁদের দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নিতে হবে। তা না করলে ডিসেম্বর মাসের বেতন পাবেন না। আদালতের নির্দেশ ঠিকমতো পালন হয়েছে কিনা দেখার জন্য একজন নোডাল অফিসার নিয়োগের কথাও বলা হয়েছে আদালতে।

শুভেন্দুর স্বস্তি

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর: শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে মানহানি মামলায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ওই মামলায় নিম্ন আদালতে আপাতত বিচারপ্রক্রিয়া স্থগিত থাকবে বলে নির্দেশ দেয় বিচারপতি শম্পা সরকারের বেঞ্চ।

কেন্দ্রের ‘জল জীবন মিশন’ প্রকল্পে একাধিক বিষয়ে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়ের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করেছিলেন, খোলা বাজারে ফেরুলের দাম ২১৩ টাকা। অথচ তা কেনা হয়েছে ৫৭০ টাকায়। ১,০৮৬ কোটি টাকার প্রকল্পে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার দুর্নীতি করা হয়েছে। এরপরই মানহানির মামলার বিষয়ে শুভেন্দুকে নোটিশ পাঠান মন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, শুভেন্দু তাঁর পাঠানো নোটিশের কোনও জবাব দেননি। গত ৩ জানুয়ারি বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে উলুবেড়িয়ার মহকুমা আদালতের দেওয়ানি বিভাগে মানহানির মামলা দায়ের করেন মন্ত্রী। মামলাটি নিম্ন আদালতেই বিচারাধীন ছিল। মন্ত্রীর দায়ের করা মামলাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শুভেন্দু। বুধবার শুভেন্দুর মামলার শুনানিতে বিচারপতি নির্দেশ দেন, হাইকোর্টে মামলার বিষয়টি মন্ত্রী পুলক রায়কে জানিয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে নোটিশ দিতে হবে। এরপরই হাইকোর্টে আবার মামলাটি উঠবে। নিম্ন আদালতে আপাতত এই মামলায় বিচারপ্রক্রিয়া স্থগিত থাকবে। ১১ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

সমাবর্তন বাতিল

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : বাতিল হয়ে গেল কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের এপিজে আব্দুল কালাম অডিটোরিয়ামে ওই সমাবর্তন অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মঙ্গলবার কলেজের এক শিক্ষক ও কয়েকজন শিক্ষাকর্মী সমাবর্তন অনুষ্ঠান বাতিল করার দাবিতে উপাচার্য অমলেন্দু ভুঁইয়া ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের রাত পৌনে ১০টা পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখেন। এদিন কলেজের রেজিস্ট্রার দেবাংশু রায় অনুষ্ঠান বাতিলের নোটিশ জারি করেছেন। সেখানে অবশ্য বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি যে ঘটনা ঘটেছে, সেই ঘটনার প্রেক্ষিতেই সমাবর্তন অনুষ্ঠান বাতিল করা হল। এইভাবে সমাবর্তন অনুষ্ঠান বাতিল হওয়ায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষকমহলে।

৪২ আসনে প্রার্থী হিন্দু মহাসভার

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি। তার মধ্যেই বাংলা থেকে ৪২টি আসনেই ভোটে লড়াইয়ে কথা ঘোষণা করল মহাসভা।

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি চন্দ্রচূড় গোস্বামী জানিয়েছেন, লোকসভা নির্বাচনে এরাজ্যের ৪২টি কেন্দ্রে তাঁরা লড়াই করতে চলেছেন। তাঁর দাবি, শুধু লড়াই নয়, তাঁরা হতে চলেছেন আগামী লোকসভার নির্ধারক শক্তি। ইতিমধ্যেই মতুয়া সম্প্রদায়ের একাংশ তাঁদের সমর্থন করবে বলে জানিয়েছে। এজন্য ঠাকুরনগরে মতুয়াদের নিয়ে দলের আঞ্চলিক কমিটিও গঠন করা হয়েছে। অতীতে বিজেপির মঞ্চে দেখা গেলেও বর্তমানে রাজ্যের শাসক দলের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা লক্ষ করা গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন, বাংলার রাজ্য সংগীত নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা সর্বদল বৈঠকেও উপস্থিত ছিলেন তিনি। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, এদের পিছনে রয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। জেতার জন্য তিনি জাতীয় সংগীত, চণ্ডীপাঠের পর হিন্দু মহাসভাকে ধরেছেন। তবে মানুষ স্থির করে নিয়েছে এবার গঙ্গার আরতির ঘাটে তৃণমূলকে ডুবিয়ে দেবে।

আধ ডজনের বেশি মন্ত্রী-বিধায়ক ভোটদানে বঞ্চিত

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : টানা দু’দিন আলোচনা শেষে বিধানসভায় ভোটাভুটিতে পাশ হল ক্রিমিনাল জাস্টিস ডেলিভারি সিস্টেম। আর এই নিয়ে বুধবার বিধানসভায় ঘটল প্রায় নজিরবিহীন ঘটনা। ভোটাভুটি চেয়েছিল বিজেপি পরিষদীয় দল। আর মূলত তাঁদের আপত্তিতেই ভোটাভুটিতে এদিন অংশ নিতে পারলেন না রাজ্যের আধডজন মন্ত্রী ও শাসক দলের দুই বিধায়ক। ঘটনাটি নজিরবিহীন। কারণ, বিজেপি পরিষদীয় দলের আপত্তিতে এঁদের ভোট দিতে না দেওয়ার ব্যাপারে এদিন খোদ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মতি জানান। তাঁর নির্দেশেই এঁরা ভোট দিতে পারলেন না।

বুধবার অধিবেশনে ভোটাভুটির সময় অধ্যক্ষ বিধানসভাকক্ষের দরজা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। শুরু হয় সভায় শাসক ও বিরোধী দলের বিধায়কদের মধ্যে ভোটাভুটির জন্য স্লিপ বিতরণ। সেই সময় দরজা ঠেলে সভায় প্রবেশ করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। তাঁদের সঙ্গে সভায় ঢোকেন তৃণমূলের বিধায়ক নির্মল মাজি। আর তাঁদের সভায় ঢুকতে দেখেই বিজেপি বিধায়করা প্রতিবাদ করে ওঠেন। তাঁদের দাবি, এঁদেরকে সভায় ভোট দিতে দেওয়া চলবে না। অধ্যক্ষ তাঁদের ভোট দিতে দিলে প্রতিবাদে তাঁরা সভা থেকে ওয়াকআউট করবেন। এই সময় আরও দুই মন্ত্রী সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন সভায় ঢোকেন। তৃণমূল বিধায়ক বিবেক গুপ্তও এইসময় সভায় আসেন। এঁদের সবাইকে দেরিতে সভায় আসতে দেখে অধ্যক্ষ বিজেপি বিধায়কদের প্রতিবাদকে পরোক্ষে সমর্থন করে নির্দেশ দেন, যেসব মন্ত্রী ও বিধায়ক স্লিপ দেওয়ার সময় সভার ভিতরে ঢুকেছেন, তাঁরা ভোট দিতে পারবেন না।

বিজেপি’র আপত্তি মানলেন অধ্যক্ষ

বিজেপি বিধায়করা দাবি তোলেন, এঁরা কক্ষে থাকলেও তাঁরা সভা থেকে ওয়াকআউট করবেন। এরপর অধ্যক্ষ বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক মনোজ টিগ্গাকে বলেন, ‘আপনারা ওয়াকআউট করবেন না। ওঁরা কেউ ভোটে অংশ নেবেন না।’

এরপর শুরু হয় ভোটপর্ব। ভোটে প্রস্তাবটি পাশ হয় ১০১-৪২ ভোটে। ন্যায় সংহিতা বিলের বিরোধিতা করে শাসক দলের আনা প্রস্তাব এদিন পাস হয় এই বিতর্কের মধ্যেই। তৃণমূলের বিধায়কদের বক্তব্য, ‘এই বিলে একাধিক অমানবিক ধারা যুক্ত হয়েছে। যা মোটেই জনস্বার্থ রক্ষা করে না। যদিও বিরোধী দল বিজেপি বিধায়কদের দাবি, দেশের স্বার্থেই কেন্দ্র এই বিল এনেছে। দেশের স্বার্থরক্ষায় এই বিল স্বাভাবিকভাবেই সমর্থনযোগ্য।’

চলচ্চিত্র উৎসবে আজ বাঁকুড়ার সিনেমা প্রদর্শন

দীপেন ঢাং

বাঁকুড়া, ৬ ডিসেম্বর : কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এবার সবার নজরে বাঁকুড়া। ক্লাইমেট ক্রাইসিস-নিয়ে ৫ ছবি প্রদর্শিত হবে। তার মধ্যে একমাত্র বাংলা ছবি ‘কলমকাঠি’ বানিয়েছেন লালমাটির দেশের ছেলে বিপ্লব দাস। দেশীয় প্রজাতির কলমকাঠি ধান কীভাবে পরিবেশ রক্ষার হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে, রুপোলি পর্দায় সেটাই তুলে ধরেছেন তিনি। বাঁকুড়ার অনেকেই বলছেন, কলকাতার বাইরেও যে এত ভালো সিনেমা তৈরি হয় সেটা বাঁকুড়া দেখিয়ে দিল।

৭ ডিসেম্বর বিকাল ৩.৩০ মিনিটে ভবানীপুর বিজলি সিনেমাহলে প্রদর্শিত হবে এই সিনেমা। ইতিমধ্যে দেশ-বিদেশের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে একাধিক বিভাগে পুরস্কার জিতেছে রাঢ়বঙ্গের হারিয়ে যাওয়া কলমকাঠি ধান নিয়ে তৈরি সিনেমা। বাঁকুড়ার পটভূমিতে চিত্রনাট্য ও সংলাপ লেখা থেকে শুরু করে পরিচালনা করেছেন ১ ঘণ্টা ২০ মিনিটের এই কাহিনীচিত্র কলমকাঠি।

পরিচালক বিপ্লব দাস তাঁর কলমকাঠি-তে তুলে ধরেছেন, চাষবাসে রাসায়নিক সারের প্রয়োগ কীভাবে পরিবেশ, বাস্তুতন্ত্র ও মাটির সর্বনাশ ডেকে আনছে। কলমকাঠি একটি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ধানের প্রজাতি। আগেও রাঢ়বঙ্গ ও মানভূমের মাটিতে কলমকাঠি ধান চাষ করে গোলা ভরে থাকত ঘরে ঘরে। সেই সুমিষ্ট ধান গবেষণাগারে ঠাঁই নিয়েছে। বিপ্লব দাস ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির বাঁকুড়া জেলা সংগঠনের অন্যতম কর্মকর্তা। জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনি গ্রামবাংলার মানুষের মনে গেঁথে থাকা কুসংস্কার দূর করতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

কথায় কথায় জানালেন, বন্ধুদের সঙ্গে চায়ের আড্ডায় বসে কলমকাঠি ধান নিয়ে সিনেমা তৈরির বিষয়টি মাথায় আসে। কলমকাঠি ধানকে বাঁচাতে এবং দেশীয় ধানের চাষ ফিরিয়ে আনতে বাঁকুড়ার মানুষকে কাজে লাগিয়েছি এই সিনেমায়। ছাতনার শুশুনিয়া পাহাড় কোলের চাঁদড়া কল্যাণ সংঘের একটি আলোচনা সভার পরই চিত্রনাট্যও লিখে ফেলি। ছাতনার শুশুনিয়া পাহাড় কোলের অমরকানন শময়িতা মঠের আদর্শ গ্রাম শিউলিবোনা, সোনামুখীর পাঁচাল, বাঁকুড়া শহর, রাজগ্রাম, খাতড়ার সোনামণি পাহাড়ে ২০ দিন ধরে শুটিং করেছি।

বিপ্লবের কথায়, কলমকাঠি সহ অনেক দেশীয় ধান খরা অঞ্চলে অত্যন্ত উপযোগী। ছবিটি নির্মাণ করেই দেশ-বিদেশের বহু চলচ্চিত্র উৎসবে সিডি পাঠিয়েছিলাম। ইউক্রেন, সুইডেন, আমেরিকা, তুর্কি, মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার জিতেছি। এর আগে ইন্দো-ফ্রান্স ফিল্ম ফেস্টিভাল থেকেও একাধিক বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছে কলমকাঠি। সিনেমার সংগীত পরিচালনা করেছেন পূর্বাশা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত বিভাগেও আগে এই সিনেমা পুরস্কার জিতেছে।

পরিচালক বলেন, আমরা ফিল্মমেকার নই। কলমকাঠিও সেই অর্থে ফিল্ম নয়। অভিনয়, মেকআপ, ক্যামেরা, লাইট, সাউন্ড-কোনওটাই এখানে ফিল্মের মতো করে করা হয়নি। আমাদের চেষ্টা ছিল, দুই দশক আগের এই সুমিষ্ট ধানের চালকে ফিরিয়ে আনা। পরিবেশ রক্ষার বার্তা দেওয়া।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বিপন্ন কোনও পশুকে বাঁচাতে পেরে আনন্দ। নতুন চাকরিতে যোগ দিতে পারেন। বৃষ : অলসতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। মিথুন : ব্যবসার কাজে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। কর্কট : হঠাৎ নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা। অন্যায়কারীকে আজ চিনতে পারবেন।

সিংহ : ভ্রমণে আনন্দ লাভ। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। কন্যা : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তা পেয়ে ব্যবসায় উন্নতি। সংসারে আত্মীয়রা আসায় আনন্দ। তুলা : নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সুযোগ পেয়ে খুশি। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। বৃশ্চিক : ভাইয়ের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। ধনু : শরীর নিয়ে এক ধরনের দুশ্চিন্তা থাকবে। ব্যবসার জন্যে ধার করতে হতে পারে। মকর : খুব কাছের লোকের দ্বারা প্রতারিত হতে পারেন। নতুন অফিসে যোগ দিতে পারেন। কুম্ভ : রাজনীতির ব্যক্তি হলে আজ নতুন কোনও দায়িত্ব নিতে হতে পারে। কোমরের ব্যথায় দুর্ভোগ। মীন : বিদেশে যাওয়ার পথ খুলে যাবে। চোখের সমস্যা। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতভেদ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ভাঃ ১৬ অগ্রহায়ণ, ৭ ডিসেম্বর ২০২৩, ২০ অঘোন, সংবৎ ১০ মার্গশীর্ষ বদি, ২২ জমাঃ অউঃ। সূঃ উঃ ৬।৯ অঃ ৪।৪৯। বৃহস্পতিবার, দশমী রাত্রি ২।৫৩। হস্তানক্ষত্র অহোরাত্র। আয়ুষ্মানযোগ রাত্রি ১১।৪০। বণিজকরণ দিবা ১।৫৯ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ২।৫৩ গতে ববকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ২।৫৩ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ২।৯ গতে ৪।৪৯ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২৯ গতে ১।৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ২।৫৩ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- রাত্রি ২।৫৩ গতে শেষরাত্রি ৪।৩৪ মধ্যে গর্ভাধান। বিবাহ- রাত্রি ২।৫৩ গতে শেষরাত্রি ৪।৩১ মধ্যে তুলালগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ২।৫৩ মধ্যে মাসদগ্ধা। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৭ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ২। ৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৮ গতে ৯।২৩ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ৩।৩৯ মধ্যে ও ৪।৩৩ গতে ৬।১০ মধ্যে।

১৯৩৩ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক মণিশংকর মুখোপাধ্যায়।

বিখ্যাত বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৭৯ সালে আজকের দিনে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
বৃহস্পতিবার, ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
■ ৪৪ বর্ষ ■ ১৯৮ সংখ্যা

শরিকি বিবাদে জট

মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানের বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের ভরাডুবিতে 'ইন্ডিয়া' জোটের ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিলেশ যাদবরা সরাসরি এজন্য কংগ্রেসকেই দোষারোপ করেছেন। আলতো সমালোচনা করেছে আপ এবং জেডিইউ। 'ইন্ডিয়া'র এই রথী-মহারথীদের স্পষ্ট বার্তা, কংগ্রেস হেরেছে নিজের দোষে। তাতে বাকি শরিকদের দায় নেই। হারের জন্য জোটের ঘাড়ে দায় চাপানোর বক্তব্য অবশ্য কংগ্রেসের তরফে এখনও শোনা যায়নি।

লোকসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে, বিরোধীদের ছন্নছাড়া দশা তত প্রকট হচ্ছে। জোট হলেও যেন জোটধর্ম পালনে মতি নেই বিরোধীদের। কংগ্রেসের নেই, অন্য শরিকদেরও নেই। ডিএমকে, আরজেডির মতো ইউপিএ'র পুরোনো সঙ্গীরা ছাড়া বাকিরা প্রায় সকলেই ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেসের বড়দাদাসুলভ মানসিকতার বিরোধী। তিন রাজ্যে হারের পর সেই বিরোধিতার সুর আরও চড়ছে। কংগ্রেস মাথা নীচু করে কাদায় পড়া হাতির মতো এসব সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও রাজস্থানে বিধানসভা ভোটের আগে জোট শরিকরা বিজেপির বিরুদ্ধে একসঙ্গে ভোটে লড়াই করার কথা বললেও ওই রাজ্যগুলির কংগ্রেস নেতৃত্ব সরাসরি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এমনকি ভোপালের বৈঠক শেষমুহূর্তে বাতিল করতে হয় প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের একগুঁয়েমির কারণে। কংগ্রেস ধরে নিয়েছিল, পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটে পাঁচটিতেই তারা জয়ী হবে এবং জোটের বড় শরিক হিসেবে ছড়ি ঘোরানোর সুযোগ তাদের হাতে চলে আসবে।

কিন্তু বিজেপি নামক দোর্দণ্ডপ্রতাপ দলটিকে হারানোর ক্ষমতা এবং রণকৌশল যে ওই তিন রাজ্যে কংগ্রেসের কাছে নেই, তা সম্ভবত মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধিরা বিস্মৃত হয়েছিলেন। তিন রাজ্যে সেই ভুলেরই মাশুল দিতে হল। এই অবস্থায় 'ইন্ডিয়া' জোট শেষপর্যন্ত টিকে থাকবে কি না, তা নিয়ে এখন ভোটারদের মধ্যেও প্রশ্ন উঠছে।

২০২৪ সালে কেন্দ্র থেকে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে বিরোধী দলগুলি কয়েকমাস আগে 'ইন্ডিয়া' জোট গঠন করার পর কয়েকদফা বৈঠকই শুধু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত জোটের অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি তৈরি হয়নি। জোটবদ্ধ আন্দোলন বা কর্মসূচি কোনওটিই গ্রহণ করা হয়নি। বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে সরানোর কাজটি কোন পথে হবে, কী তার উপায় ইত্যাদি বিষয়ে কার্যত দিশাহীন বিরোধীরা।

তিন রাজ্যের ফলাফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, মানুষ হারেননি, হেরেছে কংগ্রেস। তিনি যা বলেননি সেটা হল, 'মানুষকে জেতাতে' বিরোধীরা এমন কোনও বিকল্প তুলে ধরতে পারেনি যাতে মানুষ আস্থা রাখতে পারে। দেশে সমস্যার কমতি নেই। মানুষ অজস্র সমস্যায় জর্জরিত। কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্ম নিয়ে বিস্তর অভিযোগ। কিন্তু আগামী ৫ বছর দেশের ৮১ কোটিরও বেশি মানুষকে কেন্দ্র বিনামূল্যে র‍্যাশন দেওয়ার মতো একাধিক পদক্ষেপ করেছে। এই কৃতিত্বের সুফল ভোগ করছে সরকার।

অন্যদিকে, বিরোধী জোটের অভ্যন্তরে মুষলযুদ্ধ শুরুর ইঙ্গিত মিলছে। তাতে মানুষের কল্যাণে কারও নজর থাকা নিয়ে সংশয় তৈরি হচ্ছে। এই আস্থা তৈরি করতে না পারাটা 'ইন্ডিয়া' জোটের সবথেকে বড় ব্যর্থতা। কংগ্রেসকে একা ক্ষীর খেতে দিতে চায় না তৃণমূল, সপা, আপের মতো দলগুলি। সেটা না হয় হল। কিন্তু ঢাকঢোল পিটিয়ে জোটের নাম ঠিক করলেও বিরোধীদের একজোট হতে না পারা 'ইন্ডিয়া'র আরেক ব্যর্থতা।

সদ্য সমাপ্ত পাঁচ রাজ্যের বিধানসভার এই ভোটের ফলাফলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি আপাতত অদম্য, অপ্রতিরোধ্য, অজেয় বলে মনে হচ্ছে। জোটধর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে জোট শরিকরা একে অন্যের পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাঁধিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎকে আরও সমস্যাসংকুল করে তুলছে ক্রমশ।

অমৃতধারা

যারা সদগুরু সেবার অধিকার পেয়েছে, জানবে আধ্যাত্মিক জগতে তাদের প্রত্যেকের উন্নতি ধরাই রয়েছে। তাদের জন্য সমস্তই সাজানো রয়েছে, শুধু সময়ের সাপেক্ষ। চিত্তশুদ্ধি হলেই তাদের দৃষ্টি খুলে যাবে। ভগবানকে দেখতে চাওয়াও একটা কামনা। দেখতে চাইলেই তিনি দেখা দেবেন না, কারণ কামনা থাকতে কখনও ভগবানকে পাওয়া যায় না। একমাত্র তাঁর উপর নির্ভর ছাড়া– তাঁর কৃপা ছাড়া কেউ ভগবানের দর্শন পায় না। নিষ্কাম হলে, চিত্তশুদ্ধি হলে তিনি আপনা হতেই দর্শন দেন। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া চোখের পলক পড়ে না — গাছের পাতা নড়ে না– অন্য কাজ তো দূরের কথা। এ কথা খুবই সত্য, কিন্তু এটা উপলব্ধির বিষয়। সাধারণ জীবকে এ কথা শোনালে চলবে না। অহংনাশ না হলে এ সত্য কেউ বুঝতে পারবে না।

–স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব

শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৯৯

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। আগ্নেয়াস্ত্র ৩। অল্প সময়ের জন্য দায়িত্ব ৪। ঢাকা দেওয়ার বস্ত্র ৫। লাজুক প্রকৃতির ৭। জননী, মা ১০। হালকা ১২। কুলীন নন ১৪। খুব নরম ও মোলায়েম ১৫। ছিপছিপে পাতলা ১৬। রাক্ষস।

উপর–নীচ : ১। বিক্রির দলিল ২। অনাবশ্যক বিবাদ ৩। দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি ৬। চিবুকের হাড় বা হনু ৮। হুঁকোর সঙ্গে সম্পর্কিত ৯। একেবারে নতুন ১১। ঘুম কাটেনি ১৩। খিল বা গোঁজ।

সমাধান ■ ৩৬৯৮

পাশাপাশি : ২। বালাসন ৫। কুলুঙ্গি ৬। বকবকম ৮। শালি ৯। মার ১১। মানিকজোড় ১৩। মাদল ১৪। ফিনফিন।

উপর–নীচ : ১। অকুস্থল ২। বাঙ্গি ৩। সড়ক ৪। মলম ৬। বলি ৭। বহর ৮। শালিক ৯। মাড় ১০। কিশলয় ১১। মার্জনা ১২। জোগান ১৩। মান।

নতুন প্রজন্মের মনের মধ্যে আবেগের জায়গা ক্রমেই যেন হারিয়ে যাচ্ছে

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

অর্ঘ্য বিশ্বাস

দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরে পঁয়ত্রিশরকম ভাজা বা ভজার গল্প। ছায়া ছায়া গাছ আর সজনে পাতার ঝিরঝির হাওয়ায় মাটির বারান্দার লেখাপড়ার আভাস এখন আর চর্মচক্ষে দেখবেন না কেউ। শুধু পুরোনো ফিল্মের চমৎকার ইলাস্ট্রেশন কিংবা অদ্ভুত অতীত ভাবনায় 'মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে... স্মৃতি যেন আমার এ হৃদয়ে বেদনার রঙে রঙে ছবি আঁকে...' এই জাতীয় কিংবা 'ভেবে দেখেছ কি... তারারাও যত আলোকবর্ষ দূরে'র গান মাথায় নিয়ে সেই মুদির দোকানের ভিটেয় ব্যবসা আর পাঠশালা সামলানো গুরু ঠাকুরের ছবি, গল্প, উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্রের আঙ্গিকে লক্ষ করেছি। পথের পাঁচালীর অপুর বগলে আসন স্লেট-চকখড়ি নিয়ে চাদর গায়ে পাঠশালার এক পরিষ্কার চিত্র মনের মধ্যে যখন-তখন নাড়া দেয়। বৃদ্ধ ঠাকুমা গান্ধি চশমার ঝাপসা কাচের ভিতর থেকে ঠিক দেখে নেন পড়াশোনার পরিবেশ ঠিকঠাক আছে কি না।

বাড়ির ভেতর বাহির কোনওটাই বুঝি তখন এত দেখার বোঝার সুযোগ হয়ে উঠত না। নিজেদের খেলাধুলো, পড়াশোনার ফাঁকে। আর বড়দের কথার মধ্যে উটকো মন্তব্য করতে গেলে বড় বেমানান অভদ্র ডেঁপো এসব ভেবে নেওয়া হত। ফলত 'শ্রুতি' কে, 'হৃদয়'কে অর্থাৎ মনকে প্রশস্ত রাখতে হত অনেকখানি।

একটু বোকাটে মনে হতে পারে অনেকেরই আজকের নিরিখে। কিন্তু মস্তিষ্কের চলন, কাজকর্ম কখনও নিষ্ক্রিয় হত না। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় এক বন্ধুত্বের জায়গা ছিল। আর বিকেল না হতেই একদল স্কুলফেরত ছাত্রছাত্রী পাগলের মতো খেলার মাঠ, জঙ্গল আদাড় বাদাড়ে ছুটে বেড়াত। ফলত মাথা শুধু নয়, মনের ভিতর আবেগেরও বিস্তর জায়গা ছিল। এখন কী হয় সেটা পরের আলোচনা।

একটা কথা না বললেই নয়। এখন ছোট থেকেই হিসেবি কায়দায় মন দেওয়া-নেওয়া পর্ব চলে। কোএড ইস্কুলের কল্যাণে অনেক সময় অনেক ঘটনাই মিডিয়া মারফত জানা যায়, তাই নিয়ে বিরাট শোরগোল ওঠে। এসব জানাজানি পর্ব অতীতেও হত স্বাভাবিক মনের চলনে। তা ছিল অত্যন্ত গোপন, নিঃশব্দ চরণপাতে। নিজের মতো প্রেম এসেছে, দু'দিনের মন দেওয়া-নেওয়া। ভয় ভয়। ছাত্রছাত্রী, কিশোর-কিশোরীর বই ভাঁজে মিষ্টি আঁকাবাঁকা হাতের লেখার কয়েক লাইন। তারপরই মা বাবা অভিভাবকদের কড়কে দেওয়া আবার পাহাড় নদী জল গাছের মতো পাশাপাশি বন্ধু হয়ে থাকা বা জীবনেও কথা না বলা... এই তো ছিল। কখনও চরম পর্বে গড়ানোর প্রশ্ন ছিল না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে।

এখন পাঠরত ছাত্রছাত্রীর সামনে বিপুল জগৎ। তারা এগিয়ে আছে মনে হচ্ছে কয়েক ধাপ। মেধার বিচ্ছুরণ সুযোগও ঘটছে অনেকসময়। মেধা সবক্ষেত্রে সমমানের না হলেও বর্তমানের প্রচারসর্বস্ব দুনিয়ায় বেশিরভাগ শিক্ষার্থী শিল্পী বা কবি, সাহিত্যিক তকমা পাবার সুযোগ পাচ্ছে সহজেই। কতটা মেধা, কতটা দক্ষতা তা ভাবার সুযোগ নেই তাদের কাছে। ফলে ইচ্ছে বা শিক্ষায় পরিশ্রমে কিছু ক্ষেত্রে ঘাটতি এসেছে। অন্যদিকে, অনেকেই নিজেকে যন্ত্রসর্বস্ব প্রতিযোগিতায় মেলে রাখতে না পেরে গুটিয়ে নিচ্ছে। হয়তো সে প্রতিভার সন্ধান হওয়া উচিত ছিল স্কুল থেকেই।

মোটকথা পড়াশোনা-বিদ্যাচর্চা ছাড়াও ছাত্রছাত্রীর সামনে এখন খোলা দুনিয়া। আমরা যাকে জেনেছি নিষিদ্ধ, পরের প্রজন্মের কাছে তা প্রয়োজন।

করোনাকালের বিরাট ঝড় পেরিয়ে এসেছে ওরা। ছোটদের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে সবচেয়ে বেশি। নানা সাবধানতার মাঝখানেই অনলাইন ক্লাস চলেছে, কোনও কোনও উৎসাহী মা-বাবা বাড়িতেই স্নানটান করিয়ে স্কুলড্রেস পরিয়ে বসিয়ে দিয়েছেন ক্যামেরার সামনে বা হ্যান্ডসেট বা নিজস্ব ল্যাপটপে যতটুকু দেখা যায় সন্তানকে, স্কুলের একটু গন্ধ যেন শিক্ষক-শিক্ষিকা মারফত ওদের এসে ছুঁয়ে দিচ্ছে। শিখেছে অনেক পরিচ্ছন্নতা। কিন্তু ক'জন? এ প্রশ্ন উঠবেই।

যাদের স্কুলমুখী হওয়ার কারণই ছিল বিদ্যালয়ে ভাত, ডাল, ভাজা অথবা ডিম-ভাতের জন্য, তারা উৎসাহ হারিয়েছে লকডাউন পরবর্তী সময়ে। এক বিরাট শূন্যতা তৈরি হয়েছে নানা অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে শুরু করে শহরের মাঝখানেও। নামী স্কুলের ছাত্রী ও ট্যাবের টাকা কিংবা স্কলারশিপের টাকায় বিয়েতে বসেছে। বাবা-মায়ের কথা শোনেনি। বহুক্ষেত্রে বাবাও দায় মেটাতে বিয়ে দিয়েছেন। সমস্যা আর পচন ধরেছে তলে তলে। কমছে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা।

প্রতিদিন খবর দেখছি, শুনছি, পরীক্ষার ঘরে হাতেগোনা ছাত্রছাত্রী বসে আছে। তারা কি লেখাপড়া, ডিগ্রি, অ্যাকাডেমিক ভবিষ্যৎ নিয়ে অন্ধকারে? আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে বইয়ের পৃষ্ঠা খোলার? এর চেয়ে অর্থসংগ্রহের অন্য পথ তারা দেখে নিয়েছে কোভিডকালেই। বাবার সঙ্গে কেউ সবজি বিক্রি করেছে, কেউ খেতে কাজ শিখেছে, কেউ শিখেছে হাতেকলমে কারিগরি বিদ্যা। আর বহু মধ্যবিত্ত পরিবার দেখেছে অনলাইনে কিছু নিজস্বতা দিয়ে ইনকাম হচ্ছে প্রচুর, লেগে থাকলে। ফলে স্কুলে যাওয়ার ইচ্ছেটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেছে অনেকে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠই বা নেবে কেন! যদি মাথায় সূর্য আর বৃষ্টির দেবতাকে নিয়ে ধর্না মঞ্চে স্থায়ী হতে হয়! সেখানেই বাচ্চাকে নিয়ে থাকতে হয়!

শিক্ষার মূল্যবোধে বদল ঘটেছে। স্বাধীন ব্যবসায় বাঙালির বিশেষ নাম না থাকলেও এখন চিত্র অন্য। আমারই ছাত্রী সহ ছাত্রসমদের মধ্যে দেখছি বিপণনে অতি আগ্রহ। ঘরে বসেই ইঞ্জিনিয়ার ছাত্রী চাকরি ছেড়ে দিয়ে শাড়ির ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি ও প্রাচুর্যে ভরপুর একমাত্র অনলাইন ব্যবসায়। ডাক্তার ছাত্রী নিজের ভালোবাসার টানে ছবি আঁকা, হাতের কাজ কাজে লাগিয়ে গয়না তৈরি করে লাভের মুখ দেখছে। পাশাপাশি অন্য কাজও সামলাচ্ছে। ফলে ছাত্রছাত্রী মহলে এক বিপরীত বার্তা হাওয়ায় হাওয়ায়।

অতীত, বর্তমান, তুল্যমূল্য বিচার ঝামেলার। রাজনৈতিক চাপানউতোর প্রজন্মের পর প্রজন্মের চোখ খুলে দিলেও খানিকটা সমঝে চলতে হয় বরাবরই। স্কিল ডেভেলপমেন্টের বদলে নির্ধারিত পাঠক্রমে ঢুকে থাকতে হয়েছে বহু বছর। ছাত্রছাত্রী রেজাল্ট ভালো করছে মানেই দুটো রাস্তা খোলা, ডাক্তারি আর ইঞ্জিনিয়ারিং। ২০০৫ থেকে ২০২০ কী তারও পর কিছুদিন এইভাবে চলেছে। আর জয়েন্টে পিছনে র‍্যাংক করেও ছাত্রছাত্রী বিদেশ বিভুঁইয়ে বিরাট অঙ্কের টাকায় ডিগ্রি নিতে গিয়ে বা স্কলারশিপেও ওখানেই থেকে গিয়েছে। স্থায়ী বাসিন্দাও হয়েছে কেউ কেউ। ফলে পরে যারাই আসছে সামনে উদাহরণ দেখছে, মেলাতে পারছে না নিজেদের সঙ্গে।

সাধারণের দৃষ্টির বিচারই আসল। এই যে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী পাশ করছে, বিষয়গত সাম্মানিক, স্নাতকোত্তর পেরিয়ে চোখে স্বপ্ন নিয়ে গবেষণায় গিয়েছিল। গত দশ বছরে এই স্কলাররা যোগ্যতা অনুযায়ী, মান অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র পায়নি। অধ্যাপনার কাজের সুখস্বপ্ন থেকে অনেকেই বিরত এখন। স্কুলগুলোও শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে, ছাত্রছাত্রী পূর্ণ পরিষেবা পাচ্ছে না।

অভ্যন্তরীণ এই সমস্ত সমস্যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকট হতে হতেই বহির্জগতের একাধিক রুপোলি হাতছানিতে তলিয়ে যাচ্ছে কিশোর-কিশোরী মন থেকে যুবক-যুবতী। হায়ার সেকেন্ডারি শেষ করেই ফেসবুকের কল্যাণে বন্ধুকে বিয়ে করে এক ছাত্রী ঘর ছেড়েছিল। এক মাস না যেতেই প্রতারক চিনে নিতে পেরে ফিরে গিয়েছে বাবা-মা'র কাছে। পূর্ণ উদ্যমে অনার্সের ক্লাস করছে। সে সফল হবে তো! ভয় হয় ছোটদের এখন পরামর্শ, উপদেশ দিতে। তৃতীয় নয়নের মতো যন্ত্রের কাছে সমর্পিত হতে চলেছে বুদ্ধাঙ্ক। সাধারণ মানের ছাত্রছাত্রীকে পথ দেখাবে কে!

রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন আগেই বলেছিলেন শিক্ষাকে দানপানের উপযুক্ত করে তোলা চাই। ফুটো কলসিতে জল ভরা হল, তা পানের উপযুক্ত হল না, সে শিক্ষা কেবল বোঝা। বহন করেই চলতে হবে, বাহন করা যাবে না।

বাতাসে আরও এক ফিশফিশ স্কুলগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে। অশনিসংকেত কি ঘনিয়ে আসছে? কীসের সাক্ষী থাকব জানি না, তাকিয়ে আছি নতুনের দিকে। একঝাঁক ছোট মানুষ আমাদের স্বপ্ন জাগায় ভবিষ্যৎ আলোর কথা বলে। উৎসব আসে রমরম শব্দে। মুহূর্ত দুঃখ আতিশয্য ভূত ভবিষ্যৎ ভুলে 'একটাই জীবনের' আনন্দ ভাগ করে নেয়। সেখানে ধনী, দরিদ্র বা সব ধর্মের মানুষ এক এবং অনায়াস। সমস্ত জানলা খুলে দেওয়া যায় ভালোবাসা থাকলে। ইচ্ছেনদীটা ঠিকঠাক বাইতে পারলে। সমস্ত সুস্থ-অসুস্থতার ঊর্ধ্বে তরুণ চোখগুলোই নতুন কথা বলতে পারে। ওরা চাইলে ক্ষয়ে যাওয়া মূল্যবোধ উঠে দাঁড়াবেই একদিন। পৃথিবীও সবুজে ভরবে।

(লেখক সাহিত্যিক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

বোল্লার যাদের খবর রাখেন না মানেকা গান্ধিরা

ঋষি ঘোষ

বলি চালু না বলি বন্ধ-এই দুই ভাবনার মধ্য দিয়ে যে সংকীর্ণ পথ, তাই এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে মা বোল্লাকালীর মন্দিরের দিকে। ভক্ত আর বিশ্বাসীর দুটি পথ দুটি দিকে বেঁকে যাওয়ার মতোই মেলায় রাস্তার ধারের ঢালু অংশে বসত ভৈরবীচক্র। ত্রিতাপজ্বালা ভুলতে সেখানে ভৈরবের সামনে এক আসনে বসতেন কুশমণ্ডির রামপ্রকাশ, বালুরঘাটের রমজান আর পুরাতন মালদার শুভদীপ।

সমাজতত্ত্ববিদ আশিস নন্দী তাঁর একটি লেখায় বলেছিলেন, যখন সমগ্রের সঙ্গে মিশে মানুষ ধর্মীয় আচারে প্রবৃত্ত হয় তখন সেই সমূহের মনোবৃত্তি তার আচরণে প্রকট হয়ে ওঠে আর যখন এককভাবে সে কোনও আচার পালন করে, তখন তার সামনে কোনও সমগ্রের ধারণা তৈরি হয় না। তার সামনে ভিড় করতে থাকে ছোট ছোট ব্যক্তিগত প্রত্যাশা।

তাদের প্রার্থনা থাকে-এই বছর ধান বিক্রির সময় ধলতার কেটে নেওয়া পারসেন্টেজ যেন একটু কম হয়। লাভের টাকা যেন একটু বেশি তোলা যায় ঘরে। চাকরি হবে বলে সেই চার বছর আগে দু'লক্ষ টাকা এক নেতার আত্মীয়কে দিয়ে রেখেছিলেন রামপ্রকাশ। বাকিটা ফিরে এলে অন্তত একটা ছোট মুদিখানার দোকান দেওয়া যাবে রাজ্য সড়কের ধারে। বাবা যদি বাতলে দেন এমন কোনও পথ! বিয়ের পরও নববিবাহিতাকে ঘরে তুলছে না শ্বশুরবাড়ি থেকে। ভৈরবীচক্রের ধুনির আগুনের দিকে জলেভরা টকটকে লাল দুই চোখ মেলে তাকিয়ে থাকেন প্রৌঢ় পিতা...মাঝেমধ্যে আড়চোখে দেখে নেন মেলার রাস্তায় চাদর জড়ানো জবুথবু দুই মহিলাকে। লম্বা দাড়িওয়ালা যে তরুণ পরমার্থতত্ত্ব জানার জন্য ঘোরাঘুরি করছিল, জানা গেল সে এসেছে এই অঞ্চলের লোকশিল্পীদের হাতে বানানো খমকের সন্ধানে।

রাত বাড়ে...বাবার প্রসাদের সঙ্গে সিক্সটি আপ আর পেচ্ছাপের গন্ধ মিলেমিশে আখড়ার বাতাস ভারী হয়ে উঠতে থাকে। দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে পাটকাঠির আগুন খুঁচিয়ে বৃদ্ধ আখড়াধারী জড়ানো গলায় বলে ওঠেন সেই মহাবাক্য-সবকুছ রাখ হ্যায়, রাখ হি সবকুছ হ্যায়। কতটা পথ পেরোলে পথিক চেনা যায়, বব ডিলানের হাত ধরে তা জানতেন বাঙালি গানওয়ালা, কিন্তু কতটা পথ পেরোলে লোকবিশ্বাস শেষপর্যন্ত বিশ্বাসের মর্যাদা পায়; তা জানা নেই কারও।

বোল্লাকালীর ইতিহাস নিয়ে সুনয়কান্তি মণ্ডলের চটি বইটি মেলার ছবির দোকানে ঝুলত। তাতে উত্তরবঙ্গ সংবাদ থেকে শুরু করে কালীক্ষেত্র ফেসবুক পেজ পর্যন্ত সবার তথ্যঋণ উল্লেখ থাকে, থাকে না শুধু বোল্লামেলার আখড়াগুলির বিবরণ। স্থানীয়দের ফিশফাশে জানা যায়-এখন আখড়ার সংখ্যা অনেক কম। তা সত্ত্বেও আরোগ্যপ্রত্যাশী মানুষ ভিড় করেন। তাঁদের জীবনে বৃহৎ কোনও লক্ষ্য নেই। প্রাপ্তি আর প্রত্যাশাকে এক নীচু তারে বাঁধতে শিখেছেন তাঁরা। কাঞ্চনমূল্যের বিনিময়ে মোটা দর্শনী দিয়ে 'স্পেশাল লাইন'-এ দাঁড়িয়ে মায়ের পা ছোঁয়ার সামর্থ্য যাঁদের নেই, তাঁদের জন্য রয়েছে রাস্তার ধারের খড় বিছানো মাঠ। বেটা, যাওয়ার আগে কিছু রেখে যাস! বড়জোর এই আহ্বানটুকু আসে পিছন থেকে।

তন্ত্রসিদ্ধ মার্গশীর্ষ অগ্রহায়ণের নির্মেঘ আকাশ বাঘের চোখের মতো ঝকঝক করতে থাকে। এই নীল আকাশের নীচে দুখি মানুষের ছোট ব্যক্তিগত পৃথিবী...আর পৃথিবীর পরে ওই নীলাকাশ! মানেকা গান্ধিরা তার কোনও খবরই রাখেন না।

(লেখক মালদার বাসিন্দা। অধ্যাপক)

বিন্দু বিসর্গ

কে কোনটা শুনতে চাও? একটু দাঁড়াও, টস করে নিই। –অভি

আলোচিত

সুহানাজি, তোমার পরিবার যখন জানল, তুমি কেবিসিতে আসবে, তখন তোমার বাবা শাহরুখ খান তোমায় কী বলেছিল আমার সম্পর্কে?

–অমিতাভ বচ্চন

আমি শুধু আপনাকে একটা কথা মনে করাতে চাই। আপনি আমার বাবার অনেক সিনেমায় তাঁর বাবার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তাই দয়া করে আমাকে সহজ প্রশ্ন করুন।

–সুহানা খান

আজ

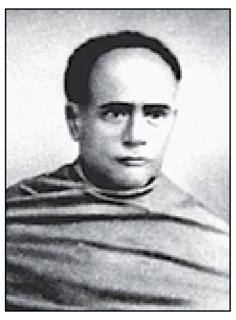

১৮৫৬ সালে আজকের দিনে কলকাতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে প্রথমবার বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কালীমতি দেবীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের। ১৮৫৬ সালে ২৬ জুলাই পাশ হয়েছিল বিধবাবিবাহ আইন। ১৮৭২ সালে আজকের দিনে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় দিয়ে পথ চলা শুরু করেছিল ন্যাশনাল থিয়েটার।

ভাইরাল

একেই বলে তিল কে তাল করা। গভীর রাতে মত্ত অবস্থায় মুম্বইয়ের রাস্তায় ঘুরছেন অভিনেতা সানি দেওল। এক অটোচালক তাঁকে অটোয় তুলছেন। 'মাতাল' অভিনেতার ভিডিও ভাইরাল হতেই বিতর্ক। প্রযোজক বিশাল রানা জানিয়েছেন, ভিডিওটি সানির আগামী ছবি 'সফর'-এর শুটিংয়ের একটি দৃশ্য।

জনমত

মার্কসবাদকে পরিত্যক্ত বলা অনুচিত

২২ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদের সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'দুটি বিষম ভুল এবং সেই ভুলের বেয়াড়া মাশুল' শীর্ষক নিবন্ধে 'শ্যাওলার মতো ভেসে চলা জীবন'-এর কথা পড়ে বেশ ভালো লাগল।

তিনি নকশাল আন্দোলনের দিশাহীনতার কথাও উল্লেখ করেছেন। তবে মার্কসিজম বিষয়টাই আজকের পৃথিবীতে প্রায় দুয়োরানি, পরিত্যক্ত নীতি বলে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। তিনি বলেছেন, কমিউনিজম বা সাম্যবাদের মার্কসীয় দর্শন স্বপ্ন হিসেবে খুব ভালো, কিন্তু বাস্তবসম্মত নয়। প্রথিতযশা সাহিত্যিকের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান রেখে সবিনয়ে দুটি কথা বলতে চাই।

নকশাল আন্দোলনে যতই ত্যাগ ও বীরত্বের দৃষ্টান্ত থাকুক না কেন, তা ছিল মার্কসবাদের নামে ব্যক্তিহত্যার সম্পূর্ণ ভ্রান্তনীতি। মোটেই মার্কসবাদ সম্মত নয়। ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সমাজ আজও দুনিয়ায় শক্তিশালী হলে তা যে চিরস্থায়ী নয়, সেই বৈজ্ঞানিক সমাজ দর্শনই মার্কস এঙ্গেলস ইতিহাসের বস্তুবাদী বিচারধারায় উদ্ভাবন করে গিয়েছেন। কিন্তু কোথাও তার ভুল প্রয়োগ হলে মার্কসীয় দর্শনটাই ভুল প্রমাণিত হয় না। রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনকে পরাস্ত করে সমগ্র বিশ্বকে রক্ষা করেছে, নিজ দেশে সমাজতন্ত্র গঠনে বিপুল সাফল্যলাভ করেছে, সারা বিশ্বকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে, দেশে দেশে মুক্তিসংগ্রামের পাশে দাঁড়িয়েছে। একথা কে না জানে। কিন্তু প্রায় ৭০ বছর ধরে সাম্যবাদে উত্তরণের কর্মকাণ্ডের পর নেতৃত্বের কিছু গুরুতর ভুল বিচ্যুতির জন্যই ব্যর্থ হল। পৃথিবীর কমিউনিস্ট আন্দোলন তার থেকে শিক্ষা নিয়েছে।

পৃথিবীর বুকে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের উদয় হয়েছে তিনশত বছর আগে। সাম্রাজ্যবাদ আর ধনতন্ত্র মানবসমাজে চিরস্থায়ী হতে পারে না। কমিউনিজম বা সাম্যবাদ দূরের লক্ষ্য হতে পারে। তবে তা শুধু স্বপ্ন নয়, সমাজ বদলের ধারায় এক ঐতিহাসিক বাস্তব। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মতোই সমাজতন্ত্র অর্জনের জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম চলতে থাকবে যতদিন না তা বাস্তবে রূপ পায়।

স্বাধীনতার আট বছর আগে জন্মগ্রহণ করে দেশবিভাগের অনেক যন্ত্রণা ভোগ করেছি। তবু শুধু স্বপ্ন নয়, ভারতেও একদিন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এটাই বাস্তববাদী বিশ্বাস। আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী মহান নেতাদেরও লক্ষ্য ছিল সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র ছাড়া ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার আর কোনও বিকল্প হতে পারে কি?

প্রশান্ত বকসি
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

পতিরামে স্থায়ী বাসস্ট্যান্ড হোক

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার এক পরিচিত নাম পতিরাম। পতিরামের পরিচিতি কখনও সংস্কৃতি-শিক্ষার মেলবন্ধনে, কখনও বা পার-পতিরামের সেই ঐতিহ্যবাহী হাটে অসংখ্য মানুষের সমাগমে। সময়ের সঙ্গে আজ পতিরামের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। জনসংখ্যাও আগের তুলনায় বেড়েছে। চতুর্ভুজ আকারে পতিরাম যেন প্রাণকেন্দ্র, যার একদিকে গঙ্গারামপুর, অন্যদিকে কুমারগঞ্জ, আবার একদিকে ত্রিমোহিনী অন্যদিকে বালুরঘাট। পাইকারি ও খুচরো ব্যবসার প্রায় প্রাণকেন্দ্র পতিরাম।

তবে দীর্ঘদিনের এক সমস্যার আজও সমাধান পাননি পতিরামবাসী। পতিরামে আজও কোনও স্থায়ী বাসস্ট্যান্ড নেই। ফলে যানজটে ভোগান্তি নিত্যদিনের ঘটনা। বিশেষ করে হাটবার রবিবার ও বৃহস্পতিবারে অসংখ্য গাড়ির ভিড়ে চলাচলে সমস্যায় পড়তে হয় যাত্রীদের। পতিরাম চৌরঙ্গি মোড়ে অনেক সময়ে যানজট এমনই পর্যায়ে পড়ে যে অনেককেই সমস্যায় ফেলে। এই অবস্থায় পতিরামে স্থায়ী বাসস্ট্যান্ডের দাবিটাই জোরালো হয়েছে সকলের কাছে। এই বিষয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শংকর সাহা
পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।

স্কুলছুট সমস্যা প্রসঙ্গে কিছু কথা

গ্রামাঞ্চলে দশম ও দ্বাদশের টেস্টে ছাত্রছাত্রীদের অনুপস্থিতির বিষয়টি সমাজ তথা দেশের ক্ষেত্রে একটি ভয়ংকর দিককে ইঙ্গিত করে। কারণ, একটি দেশ তখনই সম্পূর্ণভাবে উন্নত হতে পারে যখন গ্রাম ও শহরের শিক্ষার অনুপাত, কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্যের পরিসংখ্যান সমান হয়। এ সমস্যা সমাধানের জন্য অষ্টম শ্রেণি থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সে বড় হয়ে কী বিষয় নিয়ে পড়তে চায় বা কী হতে চায়, সে বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা জরুরি। এখানে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বন্ধুর মতো ছাত্রছাত্রীদের মনের ইচ্ছা শুনবেন ও সেভাবে তাকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য পূরণের জন্য পড়াশোনার বিকল্প আর কিছু নেই সে সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের জানাবেন। এতে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার প্রসার বাড়বে এবং আমরা বহু প্রতিভার মুখ দেখতে পাব।

ছাত্রীদের স্কুলমুখী করার জন্য এবং কিশোরী অবস্থায় তাদের বিয়ে রোধ করার জন্য অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা কার্যকরী হতে পারে। তাঁদের বোঝাতে হবে, সরকারি প্রকল্পের সুবিধার মাধ্যমে ছাত্রীটি লেখাপড়া শিখে তার ভবিষ্যৎ জীবনকে উজ্জ্বল করতে পারে। সেও অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে নিজের রোজগারের পথ সুনিশ্চিত করে পরিবারে সচ্ছলতা আনতে পারে এবং স্বাধীনভাবে নিজে জীবনযাপন করতে পারে। মেয়েটিকে স্বাবলম্বী করার জন্য শিক্ষাই যে একমাত্র পথ তা অভিভাবকদের বুঝিয়ে বলতে হবে।

প্রধানত স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা গ্রামাঞ্চলে স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা কমানোর ক্ষেত্রে দারুণভাবে সহযোগী হতে পারে। কারণ, শিক্ষকতা শুধুমাত্র পেশা নয়, এটি একটি ব্রত, একজন শিক্ষক সমাজসংস্কারক এবং পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা আন্তরিকভাবে আগ্রহী হলে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। এসব পদ্ধতি অবলম্বন করলে অবশ্যই গ্রামাঞ্চলের মানুষ শিক্ষার উপযোগিতা বুঝবেন, ফলে স্কুলছুট শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমবে। বোঝাতে হবে দারিদ্র্য কখনোই শিক্ষাক্ষেত্রে বাধা হতে পারে না। বরং সব বাধা সরিয়ে শিক্ষার অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে হবে। কারণ, শিক্ষাই মানুষকে সর্বতোভাবে আলোময় জীবনের সন্ধান দিতে পারে।

বীণা বল , শক্তিগড় শ্রীপল্লি, শিলিগুড়ি।

দুটি বিল পাশ করিয়ে নেহরুর নীতিকে শা'র কটাক্ষ

'পাক অধিকৃত কাশ্মীর আমাদের'

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : বছর ঘুরলেই লোকসভা ভোট। তার আগে জম্মু-কাশ্মীর ইস্যুতে বড় পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। বুধবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে ২টি বিল পাশ করিয়ে নিল সরকার পক্ষ। একটি জম্মু-কাশ্মীর রিজার্ভেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৩। অন্যটি জম্মু-কাশ্মীর রিঅর্গানাইজেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৩। প্রতিবাদে কক্ষত্যাগ করে কংগ্রেস সহ বিরোধীরা। তার আগে অবশ্য বিলের ওপর হওয়া বিতর্ককে কেন্দ্র করে একপ্রস্থ বাগযুদ্ধের সাক্ষী হয় সংসদের নিম্নকক্ষ।

জম্মু-কাশ্মীর বিল-বিতর্কে অংশ নিয়ে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে নিশানা করেন অমিত শা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমি সংসদে দাঁড়িয়ে বলছি, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর আমলে ২টি ভুল নীতির কারণে কাশ্মীরকে বেশ কয়েকবছর ভুগতে হয়েছে। সবচেয়ে বড় ভুল ছিল আমাদের বাহিনী যখন জিতছিল তখন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়েছিল। এর ফলে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জন্ম হয়। যুদ্ধবিরতি ৩ দিন পরে হলে ওই এলাকাটি ভারতের অংশ হত। দ্বিতীয় ভুল ছিল আমাদের বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘকে জড়িয়ে ফেলা।'

শা জানান, পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) ভারতের অংশ। সেই নীতি মেনেই জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভার আসন পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকার পাশাপাশি পাক অধিকৃত কাশ্মীরকেও বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে ভাগ করা হয়েছে। এদিন সেই আসন সংখ্যাও প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'জম্মুতে আগে ৩৭টি বিধানসভা কেন্দ্র ছিল। এবার তা বেড়ে ৪৩ হয়েছে। কাশ্মীরের আসন সংখ্যা ৪৬ থেকে হয়েছে ৪৭টি। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জন্য আমরা ২৪টি আসন সংরক্ষিত রেখেছি। কারণ, ওটা আমাদের এলাকা।' তিনি আরও বলেন, 'মনোনীত সদস্যদের মধ্যে পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে একজন প্রতিনিধিকে রাখা হয়েছে।' অর্থাৎ, সব মিলিয়ে মোট ২৫ জন সদস্য ওই এলাকা থেকে জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় জায়গা পাবেন। আর বিধানসভার আসন সংখ্যা ১০৭ থেকে বেড়ে হয়েছে ১১৪।

২০১৯-এর ৫ অগাস্ট সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ করে জম্মু-কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করার আগে সেখানকার বিধানসভায় মনোনীত সদস্যদের সংখ্যা ২ জন ছিল। তা বৃদ্ধি করে ৫ জন করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ২ জন হবেন কাশ্মীর উপত্যকার বাসিন্দা। ওই মনোনীত সদস্যদের একজন মহিলা হবেন বলে শা জানিয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য টেবিল চাপড়ে সমর্থন করেন শাসক শিবিরের সাংসদরা। বিধানসভার আসন পুনর্বিন্যাসের ব্যাখ্যা দিলেও কবে জম্মু-কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচন হবে বিরোধীদের সেই প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি।

এদিন সংসদে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের প্রসঙ্গেও সরব হন শা। কাশ্মীর উপত্যকা থেকে পণ্ডিতদের অভিবাসনের জন্য নাম না করে কংগ্রেসকে দায়ী করেন। তাঁর কথায়, 'যাঁরা সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের জন্য কাশ্মীর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন এই বিল তাঁদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে আনা হয়েছে। কাশ্মীর ছেড়ে যাওয়া সম্প্রদায়ের ২ জন প্রতিনিধিকে রাখা হবে। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা।'

> "প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর আমলে ২টি ভুল নীতির কারণে কাশ্মীরকে বেশ কয়েকবছর ভুগতে হয়েছে। সবচেয়ে বড় ভুল ছিল আমাদের বাহিনী যখন জিতছিল তখন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়েছিল। এর ফলে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জন্ম হয়। যুদ্ধবিরতি ৩ দিন পরে হলে ওই এলাকাটি ভারতের অংশ হত।
> –অমিত শা, *কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী*

একনজরে

- লোকসভায় পাশ জম্মু-কাশ্মীর রিজার্ভেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, জম্মু-কাশ্মীর রিঅর্গানাইজেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল
- বিধানসভা আসন বেড়ে হবে ১১৪
- পিওকে-র জন্য মোট ২৫টি আসন সংরক্ষিত
- কাশ্মীর ছেড়ে যাওয়া সম্প্রদায়ের ২ জন প্রতিনিধি থাকবেন বিধানসভায়

গিরিরাজের বিদ্রুপে তৃণমূল নেত্রীর 'ঠুমকা'

পরে 'জশন' বলে ডিগবাজি

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : ১০০ দিনের কাজের বকেয়া এবং ভুয়ো জবকার্ড বাতিল ইস্যুতে কেন্দ্রের সঙ্গে চাপানউতোর চলছেই। তারই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে সুর চড়াল তৃণমূল কংগ্রেস।

মঙ্গলবার কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাচের ব্যাপারে গিরিরাজ বলেন, 'গোটা বাংলা দুর্নীতিতে জর্জরিত। গরিব মানুষ তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অথচ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সলমন খানের সঙ্গে নাচছেন, ঠুমকা লাগাচ্ছেন। এটা তাঁকে শোভা পায় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য জগতে রয়েছেন।' তাঁর ওই মন্তব্য সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে বাগডোগরা বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া, 'কে? ছাড়ুন তো ওদের কথা।' তিনি বলেন, 'আমি নাচ জানি না। আমি আদিবাসীদের সঙ্গে নাচি। ওঁদের সমর্থন করার জন্য। চলচ্চিত্র উৎসবে সেসব হয়নি। আমরা বলিউডকে সম্মান করি। এটা ছিল সম্মান প্রদর্শন। আর কিছু নয়।'

পরেও অবশ্য গিরিরাজ তাঁর মন্তব্য পালটে ফেলেন। তিনি বলেন, 'ঠুমকা আমি বলিনি। অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। আমি বলেছিলাম, বাংলা দুর্নীতিতে ডুবে আছে, আর মমতাদিদি জশন (আনন্দ উৎসব) মনাচ্ছেন। তৃণমূল আমার কথাকে বিকৃত করে বাড়িয়ে চড়িয়ে বলছে।'

যদিও তার আগেই তৃণমূল নেতারা কড়া বার্তা দেন গিরিরাজকে। দলের সাংসদ মহুয়া মৈত্র এক ভিডিওবার্তায় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীস্বরূপা। এহেন কদর্য ভাষা ও মানসিকতা নারীবিদ্বেষী মনোভাবের প্রতীক। বাংলার মহিলারা এর জবাব দেবে। কী উচিত কোনটা অনুচিত, তা বলার আপনি কে?'

> "গোটা বাংলা দুর্নীতিতে জর্জরিত। গরিব মানুষ তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অথচ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সলমন খানের সঙ্গে নাচছেন। এটা তাঁকে শোভা পায় না।
> –গিরিরাজ সিং

গিরিরাজের মন্তব্যের নিন্দা করেন তৃণমূল সাংসদ ড. শান্তনু সেনও। তিনি বলেন, 'দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে এমন ভাষায় আক্রমণ করার সাহস পান কী করে গিরিরাজ? এই নিয়ে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া উচিত।' বৃহস্পতিবার সংসদে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে ধর্নায় বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সাংসদরা।

বিধানসভায় এক সাংবাদিক বৈঠকে গিরিরাজের সমালোচনা করেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও শশী পাঁজা। চন্দ্রিমা বলেন, 'চলচ্চিত্র উৎসবে সলমন খান অতিথি হিসেবে রাজ্যে এসেছিলেন। অতিথিকে সম্মান জানানো বাংলার সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী যদি নেচে থাকেন, তাতে অন্যায়ের কিছু নেই। একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা বারবার অপমান করে যাচ্ছেন। বাংলার মানুষ এর জবাব এর আগেও দিয়েছেন, আবারও দেবেন।' তৃণমূলের মন্ত্রীরা বলেন, 'বিধানসভা নির্বাচনের সময় মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে দিদি ও দিদি ডাক দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পেরেছিলেন বাংলার মানুষ এই ধরনের অপসংস্কৃতি পছন্দ করেন না। তা সত্ত্বেও বিজেপি নেতাদের সংশোধন হয় না।'

> "একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা বারবার অপমান করে যাচ্ছেন। বাংলার মানুষ এর জবাব এর আগেও দিয়েছেন, আবারও দেবেন।
> –চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

টুকরো খবর

প্রথম মহিলা এইড-ডি-ক্যাম্প মনীষা পাধি

আইজল, ৬ ডিসেম্বর : মিজোরামের রাজ্যপাল হরিবাবু কম্ভমপতির এইড-ডি-ক্যাম্প বা ব্যক্তিগত সচিব পদে নিয়োগ করা

হল ভারতীয় বায়ুসেনার স্কোয়াড্রন লিডার মণীষা পাধিকে। মণীষাই ভারতীয় বায়ুসেনার প্রথম মহিলা আধিকারিক যিনি এইড-ডি-ক্যাম্প (এডিসি) পদে নিযুক্ত হলেন। ২৯ নভেম্বর আইজলের রাজভবনে বায়ুসেনার মহিলা আধিকারিককে আনুষ্ঠানিকভাবে এডিসি-র দায়িত্ব দেওয়া হয়। নতুন পদ পাওয়ার আগে মণীষা বিদার, পুনে এবং ভাতিন্ডায় বায়ুসেনার দপ্তরে কাজ করেছেন।

....

ইউনেসকো সম্মান গুজরাটের গরবা'র

প্যারিস, ৬ ডিসেম্বর : গুজরাটি লোকনৃত্য গরবাকে 'অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' বলে স্বীকৃতি দিল ইউনেসকো। গরবার সম্মানে গর্বিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বুধবার এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, গরবার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষিত রাখতে ও আরও ছড়িয়ে দিতে আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।' গরবাকে পুরস্কৃত করার জন্য ইউনেস্কোকে অভিনন্দনও জানান মোদি। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল বলেন, 'গরবা আমাদের গর্বিত করেছে। শুধু গুজরাট নয়, গোটা ভারতের কাছেও এটা গর্বের মুহূর্ত।' সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় এমন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেই অধরা সংস্কৃতি হিসাবে নির্দিষ্ট তালিকায় জায়গা দেয় রাষ্ট্রসংঘের এই সংস্থা।

....

১০০ ওয়েবসাইট নিষিদ্ধ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : 'ঘরে বসে আয় করুন'। আংশিক বা পুরো সময় কাজ করে হাজার হাজার টাকা আয়ের হাতছানি। দৈনিক পত্রপত্রিকা থেকে শুরু করে সমাজমাধ্যমে এই ধরনের ভুয়ো বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে লোভনীয় টোপে বিপুল টাকা খোয়াচ্ছেন সাধারণ মানুষ। ঘরে বসে উপার্জনের আশায় বিজ্ঞাপনের ডাকে সাড়া দিয়ে সঞ্চয়ের সবটুকু খুইয়ে তাঁরা দ্বারস্থ হচ্ছেন পুলিশের। এই ধরনের আর্থিক প্রতারণায় অভিযুক্ত একশোর বেশি ওয়েবসাইট 'ব্লক' করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এমন বিজ্ঞাপনী প্রচারে ভুলে যাতে সর্বস্ব খোয়াতে না হয়, তার জন্য আমজনতাকে সাবধানও করেছে অমিত শা'র মন্ত্রক।

মধ্যপ্রদেশে সম্ভবত ফের দায়িত্বে মামা

১০ বিজেপি সাংসদের ইস্তফায় মন্ত্রিত্বের জল্পনা

নয়াদিল্লি ও ভোপাল, ৬ ডিসেম্বর : লোকসভা ভোটের আগে তিনটি রাজ্যের বিধানসভা ভোটে জিতেও স্বস্তি নেই বিজেপির। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানে কাদের শেষপর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী করা হবে তা নিয়ে জোর জল্পনা চলছে গেরুয়া শিবিরের অন্দরে। এরই মধ্যে বিধানসভা ভোটে জেতা ১০ বিজেপি সাংসদ বুধবার সাংসদ পদে ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং, প্রহ্লাদ প্যাটেলও রয়েছেন। প্রহ্লাদ প্যাটেল জানিয়েছেন, শীঘ্রই তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকেও পদত্যাগ করবেন। এবার মোট ২০ জন সাংসদকে ভোটে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। তাঁদের মধ্যে ১২ জন সাংসদ জয়ী হন। এদিন যে ১০ জন সাংসদ পদত্যাগ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ কিরোরীলাল মিনাও।

ভোটে জয়ী সাংসদদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে একটি বৈঠক বসেছিল। তাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা হাজির ছিলেন। পরে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে ওই সাংসদদের নিয়ে দেখা করেন নাড্ডা। বিজেপির জয়ী সাংসদদের মধ্যে নরেন্দ্র সিং তোমর, প্রহ্লাদ প্যাটেল, রাকেশ সিং, উদয় প্রতাপ এবং রীতি পাঠক মধ্যপ্রদেশে জয়ী হয়েছেন। অপরদিকে ছত্তিশগড়ে জিতেছেন অরুণ সাও এবং গোমতী সাই। রাজস্থান থেকে নির্বাচিত হয়েছেন রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর, দিয়া কুমারী এবং কিরোরীলাল মিনা। তবে এই ১০ জন এদিন পদত্যাগ করলেও ওই তালিকায় নাম ছিল না বাবা বালকনাথ এবং রেণুকা সিংয়ের।

মধ্যপ্রদেশে এবারও শিবরাজ সিং চৌহানকে মুখ্যমন্ত্রী করা হবে কিনা তা নিয়ে জল্পনা চলছে। বিজেপির একটি সূত্র জানিয়েছে, শিবরাজকে পঞ্চমবার মুখ্যমন্ত্রী করা নাও হতে পারে। সেই কারণেই নরেন্দ্র সিং তোমর, প্রহ্লাদ প্যাটেলদের মতো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বিধানসভায় প্রার্থী করা হয়েছে। কিন্তু আগামী বছর লোকসভা ভোটে শিবরাজকে সরিয়ে নেওয়াটা বিজেপির পক্ষে ঝুঁকির হতে পারে। কারণ, বিজেপির মধ্যপ্রদেশ জয়ে মোদি ম্যাজিকের পাশাপাশি 'লাডলি বহেনা'র মতো শিবরাজের একাধিক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প অন্যতম অনুঘটকের কাজ করেছিল। তিনি এদিন বলেন, 'বিজেপি সরকার বিআর আম্বেদকারের দেখানো পথে চলছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে আমরা সমাজের একেবারে প্রান্তিক মানুষটির কল্যাণে কাজ করছি।' শিবরাজ মঙ্গলবার বলেছিলেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রিত্বের দৌড়ে নেই। লোকসভা ভোটে মধ্যপ্রদেশের ২৯টি আসনে বিজেপিকে জেতানোই তাঁর লক্ষ্য। শিবরাজকে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদে ফেরানো হোক বা না হোক, রাজস্থান-ছত্তিশগড়ে নতুন মুখ তুলে আনার পক্ষপাতী বিজেপি নেতৃত্ব।

যাঁরা ইস্তফা দিলেন

- ১০ বিজেপি সাংসদ বুধবার সাংসদ পদে ইস্তফা দিয়েছেন
- মধ্যপ্রদেশ থেকে জয়ী নরেন্দ্র সিং তোমর, প্রহ্লাদ প্যাটেল, রাকেশ সিং, উদয় প্রতাপ এবং রীতি পাঠক
- ছত্তিশগড়ে জিতেছেন অরুণ সাও এবং গোমতী সাই
- রাজস্থান থেকে নির্বাচিত রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর, দিয়া কুমারী এবং কিরোরীলাল মিনা

পদত্যাগের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, জেপি নাড্ডার সঙ্গে ১০ জন।

রেবন্তের শপথে সোনিয়া

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বৃহস্পতিবার শপথ নেবেন রেবন্ত রেড্ডি। হায়দরাবাদে ওই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি। বুধবার একথা জানিয়েছেন খোদ সোনিয়া। এদিন সংসদের বাইরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। সেখানে রেবন্ত রেড্ডির শপথে উপস্থিত থাকার কথা জিজ্ঞাসা করা হলে সোনিয়ার জবাব, 'সম্ভবত'। মঙ্গলবার রেবন্তকে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী করার কথা জানিয়েছিল কংগ্রেস। তারপরেই দিল্লিতে এসে সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সোনিয়া গান্ধি ও রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করেন তিনি। সদ্য শেষ হওয়া বিধানসভা নির্বাচনে কেসিআরের নেতৃত্বাধীন বিআরএসের বিরুদ্ধে বিপুল জয় পেয়েছে কংগ্রেস। এই জয়ের কারিগর মনে করা হচ্ছে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রেবন্ত রেড্ডিকে।

করণী সেনাপ্রধান খুনে বনধ রাজস্থানে

জয়পুর, ৬ ডিসেম্বর : করণি সেনার একটি গোষ্ঠীর প্রধান সুখদেব সিং গোগামেডি মঙ্গলবার আততায়ীদের হাতে খুন হওয়ায় উত্তপ্ত রাজস্থান। রাজপুত সম্প্রদায় এই হত্যাকাণ্ডের বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি করেছে। খুনের প্রতিবাদে, অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে বুধবার রাষ্ট্রীয় রাজপুত করণি সেনার ডাকা বনধে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখা গিয়েছে। জয়পুরে বিক্ষোভ হয়েছে। প্রতিবাদীরা ভিলওয়াড়ায় ট্রেন থামিয়ে দিয়েছেন। রাজস্থানের রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্র রাজ্যপুলিশের অধিকর্তা উমেশ মিশ্রর কাছ থেকে হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ব্যাপারে সামগ্রিক রিপোর্ট চেয়েছেন। সুখদেব সিং হত্যার তদন্তে পুলিশ বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছে। এই ঘটনায় তিন অভিযুক্তের মধ্যে নীতিন ফৌজি সেনাবাহিনীতে কর্মরত। জানা গিয়েছে, নীতিন দু'দিনের ছুটিতে বাড়িতে এসেছিলেন। তখন এই ঘটনা।

ডিজিপি জানিয়েছেন, দুষ্কৃতীদের সন্ধানে তল্লাশি চলছে। একটি সূত্রের খবর, তিন আততায়ী রোহিত রাঠোর, নবীন শেখাওয়াত, নীতিন ফৌজি বিয়ের কার্ড দেওয়ার ভান করে সুখদেব সিংয়ের বাড়িতে ঢুকেছিলেন। তিনি কিছু বোঝার আগেই চলেছে গুলির বন্যা। নীতিনের সেনাবাহিনীতে থাকা নিয়ে পুলিশ রা কাড়েনি।

রেডিও জকি থেকে বিধায়ক

আইজল, ৬ ডিসেম্বর : মিজোরামের প্রথমসারির রেডিও জকি বেরিল ভান্নাইসঙ্গী বিধায়ক নির্বাচিত হলেন। এতদিন মুখর থাকতেন রেডিওতে। এবার সরব হবেন বিধানসভায়। ৩২ বছর বয়সি বেরিল মিজোরামের সর্বকনিষ্ঠ বিধায়ক হিসেবে আইজল দক্ষিণ-৩ আসনে জোরাম পিপলস মুভমেন্ট (জেডপিএম)-এর হয়ে জিতেছেন। ইনস্টাগ্রামে বেরিলের অনুগামী সংখ্যা ২ লক্ষ ৫২ হাজার। রেডিও জকির জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে নির্বাচনি লড়াইয়ে নেমেছিলেন। উতরেছেন সসম্মানে। শিলংয়ের নর্থ-ইস্টার্ন হিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তরে উত্তীর্ণ বেরিল আইজল পুর কর্পোরেশনে কর্পোরেটরও ছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে বেরিল বলেছেন, 'আমি একটা কথা মেয়েদের বলব, আপনাদের লিঙ্গপরিচয় কখনও আপনাদের ইচ্ছাকে বাধা দিতে পারে না। আপনি কোন সমাজে আছেন সেটা বড় কথা নয়। যদি মনে করেন কাজ করবেন তাহলে তাতে মনোনিবেশ করুন।'

জব কার্ড ও মনরেগায় সাধ্বী-গিরিরাজের দুই সুর

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : উত্তরপ্রদেশে ভুয়ো জব কার্ড বাতিলে শীর্ষ বলে যে রিপোর্ট সামনে এসেছে তা মানতে অস্বীকার করলেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি। তিনি বলেন, 'এই রিপোর্ট ভ্রান্তিপূর্ণ। এই বিষয়ে কিছুই জানি না। পশ্চিমবঙ্গেই ভুয়ো জব কার্ডের সংখ্যা সর্বাধিক, উত্তরপ্রদেশে নয়।' বিষয়টি খতিয়ে দেখতে আপ্তসহায়কদের নির্দেশও দেন তিনি। এই প্রসঙ্গে অবশ্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের মন্তব্য, 'এটা মূলত একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাতে অসুবিধার কিছুই নেই।' সাধ্বীর এহেন ডিগবাজিতে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এইভাবে রিপোর্ট কখনও পালটানো যায় নাকি? রিপোর্ট উনিই তো দিয়েছেন। সেটা এখন সংসদেরই সম্পত্তি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা নিজেদেরই কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। এখন বিপদে পড়ে সুর পালটানোর চেষ্টা, হাস্যকর!'

এদিকে মঙ্গলবার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন, রাজ্যের ১০০ দিনের কাজে বকেয়া জটিলতা কাটাতে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। আজ সেই দাবি নস্যাৎ করে বলেন, 'এই দাবি সম্পূর্ণ অসত্য। সুদীপ মিথ্যা বলেছেন। আমি কখনই এমন পরামর্শ দিইনি। উনি বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। তৃণমূলের নেতারা তাতে যথেষ্ট পারদর্শী।' তিনি বলেন, 'সুদীপবাবুর মতো একজন বর্ষীয়ান নেতার কাছে এহেন আচরণ কাম্য নয়।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এহেন মন্তব্যে সুদীপের দাবি, 'এই বিষয়ে গিরিরাজজির দোষ দেখছি না। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর এই প্রস্তাবে কোনও অন্যায় ছিল না। হতে পারে দলগত কোনও অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখে পড়েছেন তিনি। রাজ্যের কোনও বিজেপি নেতা হয়তো নালিশ ঠুকেছেন।'

ক্ষমা চাইলেন ডিএমকে সাংসদ

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : বিজেপি শুধুমাত্র গোমূত্র রাজ্যগুলিতেই জয়ী হয়। ডিএমকে সাংসদ এস সেন্থিলকুমারের এই মন্তব্যে নিন্দা করে বিজেপি। বুধবার শেষপর্যন্ত ক্ষমা চেয়ে নিলেন ডিএমকে সাংসদ এস সেন্থিলকুমার বলেন, 'আমার গতকালের অসাবধানতাবশত করা মন্তব্যে যদি কোনও সাংসদ, জনতার একাংশের আবেগে আঘাত লেগে থাকে তাহলে আমি তা প্রত্যাহার করে নিতে রাজি।' লোকসভার বিবরণী থেকে তা মুছে দেওয়ার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, কিন্তু তিনি মন্তব্য প্রত্যাহার করে নিলেও বিজেপি বিতর্কের রেশ থিতু হতে দিতে রাজি নয়। এদিন লোকসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, অর্জুনরাম মেঘওয়াল, অনুরাগ ঠাকুররা ডিএমকে সাংসদের মন্তব্যকে সামনে রেখে কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোটকে নিশানা করেন। রাহুল গান্ধি ওই মন্তব্যকে সমর্থন করেন কিনা তাও জানতে চান তাঁরা।

মিচাংয়ের জেরে হাবুডুবু চেন্নাই, আঁচ ওডিশাতেও

ভরাডুবির খাঁড়া ১২টি শহরের মাথায়

চেন্নাই, ৬ ডিসেম্বর : ঘূর্ণিঝড় মিচাংয়ের জেরে বুধবার প্রবল বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণ ওডিশার জেলাগুলিতে। অন্যদিকে ঝড়ে এখনও বিধ্বস্ত অবস্থা চেন্নাইয়ের। বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরেও শহরের একাধিক রাস্তায় জল জমে আছে। নৌকা চলছে জলমগ্ন রাস্তায়। ঝড়বৃষ্টির কারণে শহরে ইতিমধ্যে ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। শহরের বহু এলাকা বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন, অভাব পানীয় জলেরও। এখনও জলবন্দি কয়েক হাজার মানুষ। বন্ধ দোকানপাট। বিপন্নদের ত্রাণবিলি চলছে।

দুর্যোগের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সব স্কুল-কলেজ ও পরীক্ষা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে এমকে স্ট্যালিন সরকার। 'গত ৪০ বছরে কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে এতটা ক্ষতি হয়নি রাজ্যের', জানিয়েছেন এআইএডিএমকে সাংসদ পি রবীন্দ্রনাথ। ডিএমকে সাংসদ টিআর বালুর দাবি, 'মিচাংয়ের জেরে ক্ষয়ক্ষতিকে 'জাতীয় বিপর্যয়' বলে ঘোষণা করা উচিত কেন্দ্রের।'

ঘূর্ণিঝড় ও বৃষ্টিতে মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। মোদি বলেন, 'বিপর্যস্ত এলাকাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরাতে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন দিন-রাত এক করে খাটছে।'

এদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে তৈরি ঘূর্ণিঝড় ভারতের শহরগুলিকে কতটা বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে তা আরও একবার দেখিয়ে দিল মিচাংয়ের তাণ্ডব। চেন্নাইয়ে মাত্র ৪৮ ঘণ্টায় ৪০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে বিমানবন্দর, রেলপথ, হাইওয়ে সহ গোটা শহর। পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে নিকাশি ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং অপরিকল্পিত নগরায়নের জেরে। অন্ধ্রপ্রদেশেও ভয়ংকর প্রভাব পড়ে মিচাংয়ের।

২০২১ সালেই জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাব নিয়ে ভারতকে সতর্ক করেছিল জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তর্সরকারি প্যানেল (আইপিসিসি)। তারা বলেছিল, সমুদ্রের জলস্তর বাড়তে থাকায় ভারতের অন্তত ১২টি উপকূলীয় শহর জলের তলায় চলে যেতে পারে। একই কথা সম্প্রতি বলেছে বিশ্ব ব্যাংক নিয়ন্ত্রিত সংস্থা পটসড্যাম ইনস্টিটিউট ফর ক্লাইমেট ইমপ্যাক্ট রিসার্চ অ্যান্ড ক্লাইমেট অ্যানালিটিক্স। তাদের বক্তব্য, ভারত বিষুবরেখার কাছাকাছি থাকায় এই অঞ্চলে সমুদ্রের জলস্তর বাড়ার সম্ভাবনা বেশি। ফলে ভারতের উপকূলীয় শহরগুলির বন্যাকবলিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। একটানা প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে চেন্নাইয়ের মতো দশা হতে পারে চেন্নাই, মুম্বই, কোচি, বিশাখাপত্তনম, কলকাতা সহ দেশের অন্তত এক ডজন উপকূলবর্তী শহরের। শহরগুলি যে জলে ডুবে যাবে শুধু তা-ই নয়, একইসঙ্গে নোনা জল ঢুকে পড়ায় ক্ষতি হবে চাষাবাদ ও পানীয় জলের। উষ্ণায়নের জেরে উপকূলীয় শহর ছাড়াও বানভাসির আশঙ্কা রয়েছে বিহার, উত্তরাখণ্ড এবং হিমাচল প্রদেশের শহরগুলিতেও। জলাভূমি দখল হয়ে যাওয়ায় প্রবল বৃষ্টিতে ডুবে যেতে পারে রাজধানী দিল্লি সহ দেশের একাধিক শহর। ভারতের ৪০ শতাংশ জেলাই খরার পাশাপাশি বন্যাপ্রবণ বলে জানিয়েছে বিশ্ব ব্যাংকের গবেষণা সংস্থা।

ভারী বৃষ্টিতে ডুবেছে গোটা চেন্নাই শহর। বুধবার আকাশ থেকে তোলা ছবি।

ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদ

এ বছর যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের জন্য ভারতের প্রাকৃতিক অধ্যায়ের ভারতের ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, জলবায়ু অধ্যায়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই অধ্যায়গুলি থেকে ৫ মার্কস, ৩ মার্কস এবং ২ মার্কসের কোয়েসচন থাকবেই। তাই অধ্যায়গুলি ভালো করে আগে থেকেই প্রস্তুত করবে এবং সঙ্গে কিছু ছবি প্র্যাকটিস করে রাখবে যেমন, মৃত্তিকার শ্রেণিবিন্যাস বা স্বাভাবিক উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস চাইলে পাশে এদের অবস্থান অবশ্যই দেখাবে মানচিত্রে।

মাধ্যমিক ভূগোল

***প্রশ্ন 1. ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদের ওপর জলবায়ুর প্রভাব ব্যাখ্যা করো।**

উত্তর : মানুষের কোনওরকম প্রচেষ্টা ছাড়াই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে অভিযোজন করে যেসব উদ্ভিদ স্বাভাবিকভাবে জন্মায় ও বৃদ্ধি পায় তাদের স্বাভাবিক উদ্ভিদ বলে।

স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য ও ভৌগোলিক বণ্টন জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদানগুলির দ্বারা যথা– উষ্ণতা, অধঃক্ষেপণ ও আর্দ্রতা এবং আলোকশক্তি ও বায়ুপ্রবাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

জলবায়ুর প্রধান নিয়ন্ত্রক সমূহ

(a) উষ্ণতার প্রভাব ঃ

উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতার প্রয়োজন হয় যাকে কাম্য উষ্ণতা বলে। প্রতিটি উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য উষ্ণতার সক্রিয় এককের প্রয়োজন হয়, যাকে তাপ ধ্রুবক বলে। যার উপর নির্ভর করে উদ্ভিদের শ্বসন, বাষ্পমোচন, অঙ্কুরোদগম, সালোকসংশ্লেষ প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়।

বিজ্ঞানী রনকিয়ার ১৯৩৪ সালে উষ্ণতার চাহিদা অনুযায়ী উদ্ভিদ গোষ্ঠীকে চার ভাগে ভাগ করেন–

মেগাথার্মস:– এই শ্রেণির উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য সারা বছরই অধিক উষ্ণতার প্রয়োজন হয় গড়ে ২৫ ডিগ্রি থেকে ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যেমন নিরক্ষীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ।

মেসোথার্মস :– এই শ্রেণির উদ্ভিদের সারা বছর মাঝারি উষ্ণতার প্রয়োজন হয় গড়ে ১৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ২৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যেমন ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের শাল, সেগুন, নিম, অর্জুন প্রভৃতি।

মাইক্রোথার্মস:– এই শ্রেণির উদ্ভিদের সারা বছর স্বল্প উষ্ণতার প্রয়োজন হয় গড়ে ১২ ডিগ্রি থেকে ১৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যেমন নাতিশীতোষ্ণ ও পার্বত্য অঞ্চলের পাইন, ফার, বার্চ প্রকৃতি বৃক্ষ।

হেকিস্টোথার্মস :– এই শ্রেণির উদ্ভিদ দীর্ঘ শীত সহ্য করতে পারে গড়ে ১০ ডিগ্রি থেকে –৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যেমন তুন্দ্রা জলবায়ু ও উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের প্রভৃতি বৃক্ষ।

(b) অধঃক্ষেপণ ও আর্দ্রতার প্রভাব ঃ

ইহা উদ্ভিদের আকৃতি ও গঠনকে প্রভাবিত করে। বিজ্ঞানী ওয়ারমিং, হ্যানসন ও চার্চিল জলের প্রয়োজন অনুসারে উদ্ভিদ গোষ্ঠীকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করেছেন যথা–

জলজ উদ্ভিদ–কচুরিপানা

সাধারণ উদ্ভিদ–আম, জাম কাঁঠাল।

জাঙ্গল উদ্ভিদ–ক্যাকটাস, ফণীমনসা, বাবলা।

লবণাম্বু উদ্ভিদ–সুন্দরী, গরান, গেউয়া

বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে উদ্ভিদের বণ্টন প্রভাবিত হয় যথা–

গড় বৃষ্টিপাত – উদ্ভিদ – অঞ্চল

25 cm –মরু উদ্ভিদ – ক্রান্তীয়

25–75 cm – ক্রান্তীয় – ক্রান্তীয় সাভানা তৃণভূমি

75–100 cm – পর্ণমোচী, জাঙ্গল, গুল্ম উদ্ভিদ

100–250 cm – চিরহরিৎ – নিরক্ষীয় অরণ্য

(c) আলোর প্রভাব ঃ

সালোকসংশ্লেষ, অঙ্কুরোদগম, বাষ্পমোচন, উদ্ভিদের বৃদ্ধি প্রভৃতি কাজে আলোকশক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। আলোর চাহিদা অনুযায়ী উদ্ভিদ গোষ্ঠীকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় যথা–

I) হেলিওফাইট বা আলোকপ্রিয় উদ্ভিদ–

এই শ্রেণির উদ্ভিদেরা পূর্ণ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সর্বাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

যেমন সূর্যমুখী, নয়নতারা, জবা প্রভৃতি।

II) স্কিও ফাইট বা ছায়াপ্রিয় উদ্ভিদ–

এই শ্রেণির উদ্ভিদ মৃদু সূর্যালোকে সর্বাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

যেমন পান, অর্কিড।

এছাড়াও বায়ুপ্রবাহ উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় ও অঙ্গস্থানিক কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে যেমন বায়ুর মাধ্যমে বীজ, পরাগরেণু প্রভৃতি স্থানান্তরিত হয়।

***প্রশ্ন 2. ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদকে প্রধানত কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় এবং যে কোনও তিনটি সম্পর্কে চিত্র সহ ব্যাখ্যা কর।**

টিঙ্কু বড়াইক
শিক্ষক
সলসলাবাড়ি মডেল হাইস্কুল (উচ্চমাধ্যমিক)
উদয়ন বিতান
আলিপুরদুয়ার

উত্তর : যে সমস্ত উদ্ভিদ কোনও স্থানের জলবায়ু ও মৃত্তিকা সহ প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের পরিচর্যা ছাড়াই জন্মায় ও বিকাশলাভ করে তাদের স্বাভাবিক উদ্ভিদ বলে। ভারতের মোট ভূমিভাগের ১৯.২৭ শতাংশ বনভূমি দ্বারা আবৃত। বিজ্ঞানী চ্যাম্পিয়ন ও পুরি ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু এবং মৃত্তিকা প্রভৃতি উপাদানের উপর নির্ভর করে স্বাভাবিক উদ্ভিদকে প্রধানত নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ভাগ করেছেন।

1. পার্বত্য অঞ্চলের অরণ্য
2. আর্দ্র পর্ণমোচী অরণ্য
3. শুষ্ক পর্ণমোচী অরণ্য
4. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য
5. ম্যানগ্রোভ অরণ্য
6. মরু অঞ্চলের উদ্ভিদ

নিম্নে তিন প্রকার উদ্ভিদের ব্যাখ্যা করা হল–

(a) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য ঃ

1. অবস্থান ঃ

উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চল, পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিমঢাল, আন্দামান-নিকোবর ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রায় ১২ শতাংশ অঞ্চলজুড়ে এই অরণ্য দেখা যায়।

2. জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য ঃ

I. এই বনভূমি অধ্যুষিত অঞ্চলে গড়ে প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়।

II. এই অঞ্চলের বার্ষিক গড় উষ্ণতা ২৫ ডিগ্রি থেকে ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়।

III. অত্যাধিক বৃষ্টিতে ও স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে জন্মায় বলে গাছগুলো সারা বছর চিরসবুজ থাকে।

3. অরণ্যের বৈশিষ্ট্য ঃ

I. এই অরণ্যের গাছের পাতাগুলি বড় হওয়ায় চাঁদোয়ার স্তর তৈরি করে। ফলে সূর্যের আলো মাটিতে প্রবেশ করতে পারে না।

II. গাছগুলি হয় শাখা-প্রশাখা যুক্ত হয় এবং সংঘবদ্ধভাবে অবস্থান করে।

III. এই অরণ্যের তলদেশ লতাগুল্ম, আগাছা ও অর্কিড জাতীয় পরগাছা উদ্ভিদে পূর্ণ থাকে।

4. প্রধান উদ্ভিদ ঃ

শিশু রোজউড, আয়রন উড মেহগনি, রাবার প্রভৃতি।

5. ব্যবহার ঃ

I. এখানকার ভারী কাঠ আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহার করা হয়।

II. রাবার গাছ থেকে প্রাপ্ত কাঁচামাল টায়ার ও টিউব তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(b) ক্রান্তীয় মরু উদ্ভিদ ঃ

1. অবস্থান ঃ

রাজস্থানের থর মরুভূমি গুজরাট ও কাথিয়াবার অঞ্চল এবং দাক্ষিণাত্যের মালভূমির বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল ও পঞ্জাবে এই অরণ্য দেখা যায়।

2. জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য ঃ

I. এই অঞ্চলের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২৫ সেন্টিমিটারের কম হয় এবং উষ্ণতা ৩০ ডিগ্রি থেকে ৩৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট থাকে।

II. এখানে বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবন বেশি হয় ফলে মাটি স্বল্প আর্দ্রতা যুক্ত হয়।

3. অরণ্যের বৈশিষ্ট্য ঃ

I. স্বল্প বৃষ্টিপাতের কারণে উদ্ভিদগুলির পাতা খুবই ক্ষুদ্র ও কম হয় এবং বহু ক্ষেত্রে পাতাগুলি কাঁটায় পরিণত হয়।

II. মাটিতে জলের পরিমাণ কম থাকায় উদ্ভিদের শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে।

III. উদ্ভিদগুলির পাতা ও কাণ্ড মোম জাতীয় পদার্থে ঢাকা থাকে ফলে বাষ্পীভবন রোধ হয়।

4. প্রধান উদ্ভিদ ঃ

ফণীমনসা, খেজুর, আকন্দ।

5. ব্যবহার ঃ

এই অরণ্যের ব্যবহারিক গুরুত্ব নেই বললেই চলে। তবে ঘাসের ওপর নির্ভর করে কিছু চারণ ভূমি গড়ে উঠেছে।

(c) ম্যানগ্রোভ অরণ্য ঃ

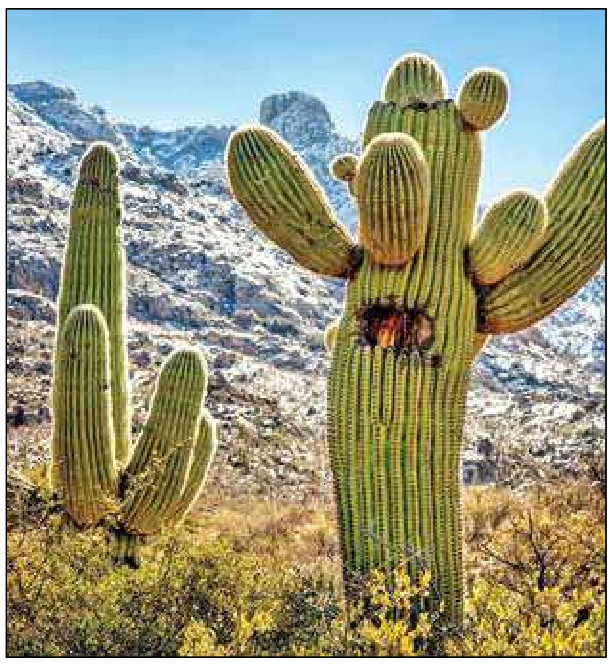

1.অবস্থান ঃ

গঙ্গা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, মহানদী অঞ্চল এবং আন্দামান নিকোবর রাজ্যের প্রায় ৭ শতাংশ অঞ্চলজুড়ে এই অরণ্য দেখা যায়। সুন্দরবন ভারতের তথা পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য।

2.জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য ঃ

I. এই অঞ্চলের উষ্ণতা ২৫ থেকে ২৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং গড় বৃষ্টিপাত ১০০ থেকে ১৫০ সেন্টিমিটার হয়।

II. উপকূল ও বদ্বীপ অঞ্চলের উষ্ণতা ও আর্দ্র জলবায়ুযুক্ত আবহাওয়া এই বনভূমি সৃষ্টির পক্ষে আদর্শ।

III. প্রতিদিন দু'বার করে জোয়ারের জলে প্লাবিত অঞ্চল, কর্দমাক্ত ও লবণাক্ত মাটি এই অরণ্য সৃষ্টির পক্ষে আদর্শ।

3. অরণ্যের বৈশিষ্ট্য ঃ

I. জোয়ারভাটার প্রভাবে মাটি সবসময় স্যাঁতসেঁতে থাকায় উদ্ভিদগুলি চিরসবুজ প্রকৃতির হয়। তাই এদের চিরসবুজ উপকূলীয় বনভূমি বলা হয়।

II. নরম মাটিতে জন্মায় বলে গাছগুলিতে ঠেসমূল এবং জোয়ারের সময় শ্বাসপ্রশ্বাস নেবার জন্য উদ্ভিদগুলির শ্বাসমূল দেখা যায়।

III. লবণাক্ত মাটিতে চারাগাছ জন্মাতে পারে না বলে গাছের ফলের মধ্যেই বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটে একে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম বলে।

4. প্রধান উদ্ভিদ ঃ

সুন্দরী, গরান, নারকেল, তাল।

5. ব্যবহার ঃ

I. সুন্দরী গাছের কাঠ বাড়িঘর ও নৌকা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

II. এই বনভূমি থেকে প্রচুর পরিমাণে বনজ সম্পদ সংগ্রহ করা হয় যেমন– মোম, মধু।

প্রস্তুতির সঙ্গে আস্থা রেখো আত্মবিশ্বাসে

উচ্চমাধ্যমিক পদার্থবিদ্যা

রাজ্যের স্কুলগুলোতে শেষ হয়েছে টেস্ট। উচ্চমাধ্যমিকের ফিজিক্স প্রশ্ন কেমন হতে পারে স্কুলে টেস্ট দিয়ে সে সম্বন্ধে একটা ধারণা নিশ্চয় তোমাদের তৈরি হয়েছে। এবার লক্ষ্য উচ্চমাধ্যমিক।

উচ্চমাধ্যমিকের ফিজিক্স পরীক্ষা শুরু হতে আর মাস দুয়েক বাকি। স্কুল জীবনের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। এই পরীক্ষা ভবিষ্যতের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। উচ্চমাধ্যমিক ফিজিক্স পরীক্ষা নিয়ে কিছুটা চিন্তা থাকেই পড়ুয়াদের মধ্যে। এতগুলো টপিক, বিভিন্ন ভৌতরাশির সংজ্ঞা, সূত্র, প্রমাণ, ফর্মুলা এবং তার সঙ্গে Numericals ও বিভিন্ন ভৌতরাশির একক, এছাড়াও শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির একটা বাড়তি চাপ তো রয়েছেই। তবে ফিজিক্স পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে হলে মানসিক চাপ কাটিয়ে উঠতে হবে। এখনই লেগে পড়তে হবে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে। যেটুকু সময় হাতে রয়েছে সেই সময়টুকু পরিকল্পনামাফিক কাজে লাগিয়ে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খুব ভালোভাবে নিলে ফিজিক্স পরীক্ষায় অবশ্যই ভালো ফল করা সম্ভব।

WBCHSE কর্তৃক প্রদত্ত সিলেবাস অনুযায়ী এবছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ধরন অনুযায়ী পরীক্ষার আগে পর্যন্ত অনবরত অভ্যাস করে যাবে। ফিজিক্সের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার আগে মানসিক প্রস্তুতি যেমন প্রয়োজন, তেমনই দরকার বিশেষ কিছু পদ্ধতি মেনে প্রস্তুতি নেওয়া। ফিজিক্সে Theory এবং Numericals – এই দুটো অংশ থাকে। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী বছরভর গাণিতিক সমস্যাগুলোর সমাধান ভালো করে প্র্যাকটিস করেছ তারা আরও বেশি করে পরীক্ষার দিন পর্যন্ত অনবরত প্র্যাকটিস করে যাবে। বিশেষ করে যে সব অধ্যায়গুলোতে গাণিতিক সমস্যা বেশি করে আছে, যেমন – স্থির তড়িৎক্ষেত্র ও তড়িৎবিভব, ধারক ও ধারকত্ব, ওহম-এর সূত্র ও রোধ, প্রবাহীর চৌম্বক প্রভাব এবং চুম্বকত্ব, তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ, পরিবর্তী প্রবাহ, জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞানের মতো অধ্যায়গুলোর গাণিতিক সমস্যাগুলো বেশি করে সমাধান করবে। গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করার পর শেষে একক লিখতে ভুলবে না। অনেক সময় দেখা যায় তোমরা গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করে ফেলেছ কিন্তু একক ভুল লেখার কারণে পুরো নম্বর পেতে ব্যর্থ হও। তাই অবশ্যই মনে করে নির্ধারিত ভৌতরাশির জন্য নির্ধারিত একক লিখতে হবে। ফিজিক্স মানে কিন্তু শুধুই গাণিতিক সমস্যা নয়। এখানে অনেক Theoretical অধ্যায় আছে যেখান থেকে উচ্চমাধ্যমিকে অনেক নম্বর থাকে। যদি গাণিতিক সমস্যাগুলোতে একটু খামতি থাকে তাহলে এই Theoretical অধ্যায়গুলোতে আরও বেশি জোর দিতে হবে। অন্য অধ্যায়গুলোর Theoretical অংশেও ফোকাস দিতে হবে। তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বস্তুর দ্বৈত প্রকৃতি এবং বিকিরণ, পরমাণুর গঠন, পারমাণবিক ও নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞান, তরঙ্গ আলোকবিজ্ঞানের মতো অধ্যায়গুলো পুরোপুরি Theoretical এবং মন দিয়ে এই অধ্যায়গুলো পড়লে এখান থেকে ভালো নম্বর তুলতে সমর্থ হবে।

এছাড়াও সিলেবাসের অন্তর্গত বিভিন্ন যন্ত্রসমূহ, যেমন– গ্যালভানোমিটার, পোটেনশিওমিটার, মিটার ব্রিজ, AC জেনারেটর, সাইক্লোট্রন, ডায়োড, অর্ধতরঙ্গ ও পূর্ণতরঙ্গ একমুখীকারক, ট্রানজিস্টার Theoretical অংশের অন্তর্গত। এগুলোও ভালোমতো পড়ে নিতে হবে। Theory-র Concept ক্লিয়ার থাকলে গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করা অনেক সহজ হয়ে যায়। তাই Theory অংশটা খুব ভালো করে পড়তে হবে। লেখচিত্রের অংশটুকুও খুব ভালো মতো দেখে নিতে হবে। এছাড়া আলো ইউনিটের অন্তর্গত বিভিন্ন রেখাচিত্র খাতায় যত বেশি করে সম্ভব আঁকবে। যখন যে টপিক পড়ছ তা খাতায় নিজের ভাষায় লিখবে। যদি তুমি টপিকগুলো বুঝে যাও এবং নিজে সেগুলো খাতায় লেখো তাহলে সেই টপিকগুলো তোমার বেশি সময় ধরে মনে থাকবে। সমগ্র পাঠ্যবিষয়গুলোকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আরও একবার ভালো করে পড়ে নাও। পড়ার সময় সঙ্গে রেখো রিভিশন শিট। পড়ার সময় আমরা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় অনেক তথ্য পড়ি। রিভিশন শিট তোমায় এই প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় তথ্য আলাদা করতে সাহায্য করবে। পড়ার সময় যে তথ্যগুলো পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং একই সঙ্গে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, সেই তথ্যগুলোকেই আলাদা করে তুলে রেখো একটা রিভিশন শিটে।

পুরো পাঠ্যবইটি যতবার সম্ভব খুঁটিয়ে পড়তে হবে কারণ MCQ সহ অনেক ছোট প্রশ্ন আসে ফিজিক্স পরীক্ষায়। তাই এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর করতে হলে অবশ্যই পাঠ্যবই আরও খুঁটিয়ে পড়তে হবে। প্রশ্নপত্রে Section I -এ থাকবে MCQ। এই সেকশনে ১৪টি MCQ থাকবে। VSA- 1 mark-এর চারটি প্রশ্ন থাকবে। এছাড়াও 2 marks, 3 marks ও 5 marks-এর প্রশ্ন থাকবে। 2 marks -এর প্রশ্নগুলো (1+1), 3 marks-এর প্রশ্নগুলো (2+1) এবং 5 marks -এর প্রশ্নগুলো (3+2) অথবা (4+1) হিসেবে থাকতে পারে। পরীক্ষায় সব ধরনের প্রশ্নের উত্তর লিখে ভালো নম্বর পেতে হলে বিভিন্ন কোয়েশ্চন ব্যাংক ও টেস্ট পেপারে থাকা বিগত বছরের প্রশ্নগুলো ও বিভিন্ন Sample paper- এর প্রশ্নগুলোর উত্তর সময় ধরে লেখার অভ্যাস করবে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রায় সময়ই দেখা যায় বিগত বছরের প্রশ্নগুলো থেকে কিছু প্রশ্ন দেওয়া হয়। এছাড়াও এমন কিছু বিশেষ টপিক থাকে যেগুলো থেকে কোনও না কোনও প্রশ্ন পরীক্ষায় চলেই আসে। এ ধরনের টপিকগুলো ভালো করে জানতে হবে ও পড়তে হবে। পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়ার পর যেসব প্রশ্নের উত্তর একেবারে জানা সেগুলো দিয়ে শুরু করে পরের প্রশ্নে যাবে। হাতের লেখা যথাসম্ভব ভালো করবে, তাহলে পরীক্ষকের মনে ভালো ছাপ পড়ে যায় উত্তরপত্র দেখার সময়। এটাকে খুব সাধারণ পরীক্ষার মতো করেই নিতে হবে। স্কুলে যেভাবে প্রতিবছর পরীক্ষা দিয়ে এসেছ তেমনই মনে করতে হবে। নার্ভাস না হয়ে স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষা দিতে হবে। নার্ভাস হলেই বিপদ।

ফিজিক্স পরীক্ষায় কোনও প্রশ্ন যদি একটু জটিলও লাগে তাহলেও মাথা ঠান্ডা রেখে পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষার হলে একটা-দুটো প্রশ্নের উত্তর লিখতে শুরু করলেই স্বাভাবিক হতে শুরু করবে। ভয় না পেয়ে আনন্দের সঙ্গে পরীক্ষা দাও। পরীক্ষার আগের দিন বেশি রাত পর্যন্ত জেগে পড়বে না। বরং একেবারে মাথা ঠান্ডা রেখে পরীক্ষার আগের রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বে। পরীক্ষার দিন সাতসকালে উঠে আগের দিনের পড়াগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে নেবে। সবশেষে বলব, নিজস্ব প্রস্তুতি ও আত্মবিশ্বাসের উপর আস্থা রাখবে। ফলাফল নিয়েও কোনও দুশ্চিন্তা করবে না। মনে রাখবে পরিশ্রমের কোনও বিকল্প হয় না,বছরভর নিরলস পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল অবশ্যই পাবে।

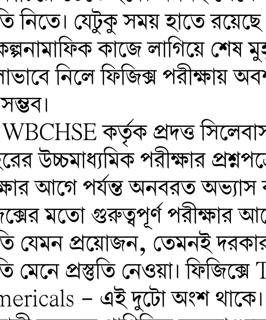

পার্থপ্রতিম ঘোষ
শিক্ষক
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল (উচ্চমাধ্যমিক)
আলিপুরদুয়ার

বয়স্ক শিক্ষা

প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবিজ্ঞানে বয়স্ক শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তোমাদের সুবিধার জন্য এই বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য আলোচনা করলাম। আশা করি, পুরো বিষয় মনোযোগ দিয়ে পড়লে তোমরা বয়স্ক শিক্ষা সর্ম্পকিত যে কোনও প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

অমরজিৎ সিংহ রায়
শিক্ষক
বড়ম গোকুলপুর জুনিয়ার হাইস্কুল
দক্ষিণ দিনাজপুর

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবিজ্ঞান

বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সে নিয়মিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তাদের জন্য শিক্ষামূলক যেসব সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়, সাধারণভাবে তাকেই বয়স্ক শিক্ষা বলা হয়। অর্থাৎ বয়স্ক শিক্ষা হল প্রথাগত শিক্ষাক্রমের বাইরে বয়স্ক মানুষের জন্য সংগঠিত সেই শিক্ষা ব্যবস্থা, যা তাদের জীবনধারা বিকাশে সাহায্য করে। শিখন, পঠন, গণিতের দক্ষতা দান, নাগরিকদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা ইত্যাদি হল বয়স্ক শিক্ষার মূল কথা।

বয়স্ক শিক্ষা মূলত দুই প্রকৃতির– বয়স্ক সাক্ষরতা এবং প্রবহমান শিক্ষা। বয়স্ক সাক্ষরতা হল যেসব বয়স্ক ব্যক্তি আগে কোনওদিন বিদ্যালয়ে যাননি তাঁদের শিক্ষা এবং প্রবহমান শিক্ষা হল সেই ধরনের বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষা যাঁরা কোনও না কোনও সময় কিছু সময়ের জন্য হলেও বিদ্যালয়ের শিক্ষা অর্জন করেছেন।

বয়স্ক শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষকে সময়োপযোগী করে গড়ে তোলা। সে কারণে সকল নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষরতা ও শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৭৮ সালের ২ অক্টোবর জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা হয়। বিশেষত পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্কদের এই কর্মসূচিকে কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

তবে বয়স্ক শিক্ষা বলতে ঠিক কী বোঝায়, তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১৯৪৯ সালে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বয়স্ক শিক্ষাকে সামাজিক শিক্ষা হিসেবে অভিহিত করেন। তাঁর মতে, শুধু সাক্ষর করে তোলাই বয়স্ক শিক্ষা নয়। গণতান্ত্রিক সমাজ জীবনে প্রতিটি নাগরিক যাতে তার যোগ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয় সেই শিক্ষাও বয়স্ক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবে।

Earnest Barker বলেছেন– বয়স্ক নিরক্ষর মানুষের জীবনদর্শন ও কাজকর্মের সঙ্গে সংগতি রেখে আংশিক সময় ভিত্তিতে যে শিক্ষা, তাকে বয়স্ক শিক্ষা বলে।

Brystu বলেছেন, দৈনন্দিন জীবনে মানুষ তার প্রয়োজনে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যা কিছু শেখে ও বুদ্ধিবৃত্তির উন্নয়নে তাদের শক্তির যতটুকু অংশ ব্যয় হয় তার সবটুকুই বয়স্ক শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত।

তবে বয়স্ক শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাচীনকালে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেমন রামায়ণ, ভাগবত পাঠের আসর, কীর্তনের আয়োজন ইত্যাদি বিনোদনমূলক সম্পর্কে ভারতীয় মূল্যবোধ, নীতিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় থেকে শিক্ষালাভ করা যেত। এই প্রক্রিয়া ছিল জীবনব্যাপী, যা মানুষকে উন্নতির পথে ধাবিত হতে সাহায্য করত, জ্ঞানের আলোক প্রসারিত করতে সাহায্য করত।

পরবর্তীকালে ব্রিটিশ যুগে পাশ্চাত্য ধাঁচে শিক্ষা কাঠামো প্রতিষ্ঠার যুগে বয়স্ক শিক্ষা একটি পৃথক বিষয় হিসেবে ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং সরকারি নীতির মধ্যে ধীরে ধীরে স্থান করে নিয়েছিল।

১৯৩৮ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিষয়ক পরামর্শদাতা পর্ষদ কর্তৃক আয়োজিত মিটিংয়ে একটি বয়স্ক শিক্ষা কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষামন্ত্রক একটি নির্দেশনা প্রকল্প রচনা করেন। ১৯৩৮ সালে দিল্লিতে প্রথম সর্বভারতীয় বয়স্ক শিক্ষা সম্মেলন বসে এবং ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর যে কমিশন বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে তা হল কোঠারি কমিশন। কমিশনের মতে, বয়স্কদের দ্রুত পরিবর্তনশীল জগৎ এবং জটিলতর হয়ে ওঠা সমাজকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। বয়স্ক ব্যক্তিরা যেসব কাজে যুক্ত সেইসব কাজকে কেন্দ্র করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে।

পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে জাতীয় শিক্ষানীতিতেও বয়স্ক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালে বয়স্ক শিক্ষা সম্মেলনে বিধিমুক্ত বয়স্ক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের নিজেদের সম্পর্কে ও তাদের চারপাশের সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে চেতনার বিকাশ। নাগরিকতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, সাংস্কৃতিক কাজকর্ম, দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি ছিল শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে বয়স্ক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও সঠিক পরিকল্পনার অভাব, জনসচেতনতার অভাব প্রভৃতি নানা কারণে বয়স্ক শিক্ষার আশানুরূপ অগ্রগতি ঘটেনি।

সবশেষে বলা যায়, গণশিক্ষার প্রসার ছাড়া আমাদের দেশের প্রকৃত উন্নতি কখনোই সম্ভব নয়। নিরক্ষরতার সংখ্যা যেখানে জনসংখ্যার একটা বৃহৎ অংশ সেখানে গণতন্ত্র সার্থকভাবে রূপায়িত হতে পারে না। তাই বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও তার সঙ্গে স্বাস্থ্যশিক্ষা, মূল্যবোধের শিক্ষা, মার্জিত রুচি অনুযায়ী অবসর বিনোদনের শিক্ষা দিতে হবে। এটি শুধুমাত্র সরকারি চেষ্টায় সম্ভব হবে না। এই জাতীয় সমস্যা সমাধান হবে তখনই যখন সব শিক্ষিত দেশবাসী সমবেতভাবে নিরক্ষর প্রতিবেশীকে উৎসাহ দেবেন শিক্ষার আলোয় আলোকিত হবার জন্য।

জেনে রেখো

১) বয়স্ক শিক্ষাকে সামাজিক শিক্ষা বলে অভিহিত করেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।

২) Dr. Laubach পঞ্জাবে একটি সাক্ষরতা আন্দোলন গড়ে তোলেন যার স্লোগান ছিল– 'প্রত্যেকে একজন ব্যক্তিকে শেখাও'।

৩) ১৯৪৯ সালে মোহনলাল সাক্সেনার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়, যার কাজ ছিল বয়স্ক শিক্ষার বিস্তারের বিষয়টি পর্যালোচনা করা।

৪) জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি কার্যকর হয় ১৯৭৮ সালে।

৫) পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বয়স্ক শিক্ষা বা সামাজিক শিক্ষার পরিবর্তে বয়স্ক সাক্ষরতা শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

৬) স্বাধীনতার পরে বয়স্ক শিক্ষার প্রসারে, বয়স্ক শিক্ষা জাতীয় পর্ষদ (National Board of Adult Education) গঠিত হয়।

৭) NAEP-এর সম্পূর্ণ নাম- National Adult Education Programme।

৮) বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা–

ক) বয়স্ক নিরক্ষরদের মধ্যে সাক্ষরতার প্রসার ঘটানো।

খ) সামাজিক উন্নতিতে সহায়তা করা।

৯) বয়স্ক শিক্ষার দুটি সমস্যা লেখো।

(ক) শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে বয়স্কদের আগ্রহের অভাব।

(খ) সঠিক পরিকল্পনার অভাব।

১০) জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল?

(ক) নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বয়স্ক ব্যক্তিগণকে সচেতন করে তোলা।

(খ) পড়া, লেখা ও গণিত– এই 3R এর জ্ঞান প্রদান করা।

কটন ক্যান্ডি ডে

কখনও গোলাপি, কখনও নীল রংয়ের এই 'বুড়ির চুল' বা 'হাওয়াই মিঠাই' মেলা, রাস্তার পাশে কিংবা শপিং মলে দেখতে পাওয়া যায়। খেতে সুস্বাদু এই তুলোর মতো দেখতে মিষ্টি জিনিসটি বিশেষত ছোটদের খুব প্রিয়। ৭ ডিসেম্বর কটন ক্যান্ডি ডে পালন করা হয়।

পর্যটনের পালে রাসের হাওয়া

রাসমেলার বাঁশিওয়ালা। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

মেলায় কেনাকাটা। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৬ ডিসেম্বর : রাসমেলায় আসা ব্যবসায়ী এবং পর্যটকদের মাধ্যমে কোচবিহারে পর্যটনের পালেও হাওয়া লেগেছে। মেলায় দোকান করবার পাশাপাশি সুযোগ পেলেই তাঁরা কোচবিহারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি ঘুরছেন। কথা হচ্ছিল বাংলাদেশের এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে। তিনি জানান, ব্যবসা করতে দীর্ঘবছর ধরে তিনি এখানে আসেন। সম্প্রতি জেনেছেন কোচবিহার শহর হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা হতে চলেছে। তাই ব্যবসার পাশাপাশি সুযোগ পেলে শহরের দর্শনীয় স্থানগুলিও ঘোরা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'মেলাকে কেন্দ্র করে কোচবিহারে বহু পর্যটক আসেন। কিছু ব্যবসায়ীও মেলার সময় তাঁদের পরিবার পরিজনদের নিয়ে আসেন। সুযোগ পেলে তাঁরাও শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি ঘুরে নিচ্ছেন। কেউ কেউ আবার বাড়ি ফিরে পরিবার নিয়ে কোচবিহার ঘুরতে আসবেন। সবমিলিয়ে পর্যটনের প্রসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা।'

দেশ-বিদেশের ব্যবসায়ীদের মেলবন্ধনে জমে উঠেছে কোচবিহার রাসমেলা। বাংলাদেশ, কাশ্মীর, ভুটান, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, কলকাতা, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার সহ বিভিন্ন জায়গার ব্যবসায়ীরা এই মেলায় নিজেদের পসরা সাজান। ভিনরাজ্য এবং দেশ-বিদেশের জিনিসপত্র কিনতে মেলায় ভিড় জমান ক্রেতারাও। পক্ষকালব্যাপী চলা এই মেলায় কোচবিহারের মানুষের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের মধ্যে গড়ে ওঠে আলাদা সম্পর্ক। ভিনরাজ্যের, ভিনদেশের এবং আলাদা ভাষাভাষীর মানুষের সমাগমে পরিপূর্ণ থাকে এই মেলা। তবে লোকমুখে রাজার শহরের খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন জেলাতেও। তাই মেলা ঘুরতে এসে শহর দর্শন করছেন অনেকেই। সবমিলিয়ে পর্যটনের প্রসারে কোচবিহার আলাদা গুরুত্ব পাচ্ছে বলে আশাবাদী সকলেই।

কলকাতার ব্যবসায়ী এমডি জাভেদ বলেন, '১০ বছর ধরে কোচবিহারে আসি। খুব সাজানো শহর। সারাবছর মেলা করায় আমরা সেভাবে ঘুরতে যেতে পারি না। তবে বাড়িতে গিয়ে রাসমেলার বিষয়ে আমরাও আলোচনা করি। এখানের বিভিন্ন পর্যটনস্থল আমাদেরও মুগ্ধ করে। সুযোগ পেলে পরিবার নিয়ে কোচবিহারে ঘুরতে আসবার ইচ্ছে রয়েছে।'

এবছর মেলা ২০ দিনের। উত্তর-পূর্ব ভারতের বৃহত্তম এই মেলায় বাঁশের বাঁশি থেকে শুরু করে বাঁশের আচার, সত্যিকারের বন্দুক থেকে শুরু করে খেলনা বন্দুক, খেলনা গাড়ি থেকে সত্যিকারের গাড়ি, কাশ্মীরের উলের সোয়েটার বা গুজরাটের ব্যাগ কী নেই! নাগরদোলা থেকে বোটিং, বাংলাদেশের পদ্মার ইলিশ ও শাড়ি, উত্তরপ্রদেশের কাঠের আসবাবের বিভিন্ন শিল্পকর্ম সবই পাওয়া যায় এখানে। কাশ্মীর থেকে শালের দোকান নিয়ে মেলায় ৪০ বছর ধরে আসেন জাভেদ ভাই।

তিনি বলেন, 'এখনও সেভাবে ব্যবসা জমেনি। অগত্যা স্থানীয় দোকানদারদের থেকে রাস্তা জেনে নিয়ে শহরের ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়ি ঘুরতেও গিয়েছিলাম। দীর্ঘদিন ধরে কোচবিহারে আসবার সুবাদে এই শহরটি আমাদের অত্যন্ত ভালোলাগার একটি শহর।'

উত্তরপ্রদেশ থেকে মেলায় আসবাবপত্রের দোকান নিয়ে এসেছেন সাদাব খান। তিনি বলেন, 'ভিন জায়গার মানুষ হয়েও বছরের এই সময় আমরা এক। সকালে উঠে জমিয়ে আড্ডা দিই। দীর্ঘদিন ধরে দোকান দেবার সুবাদে প্রত্যেকের মধ্যেই গড়ে উঠেছে বন্ধুত্বের সম্পর্ক।' ৪৮ বছর ধরে কোচবিহারের রাস উৎসবে আসেন সিদ্ধগুরু গোস্বামী। তিনি বলেন, 'ব্যবসার পাশাপাশি মদনমোহন মন্দির, বাজার, রাজবাড়ি সহ বিভিন্ন জায়গা আমরা ঘুরেছি। দীর্ঘদিন ধরে আসবার সুবাদে কোচবিহার এখন আমাদের অত্যন্ত পরিচিত শহর।'

শহরের খ্যাতি

- পর্যটনের প্রসারে এখন রাসমেলা বড় ভূমিকা নিচ্ছে
- বাংলাদেশ, কাশ্মীর, ভুটান থেকে আসা ব্যবসায়ীরা শহর সম্পর্কে খুবই কৌতূহলী
- উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, কলকাতার ব্যবসায়ীরা দিনে সময় করে শহর ঘুরে দেখে নিচ্ছেন
- তাঁদের মুখে শহরের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন জায়গায়

রাসমেলার টুকিটাকি

শিব-পার্বতীর সাজে বহুরূপী। ছবি : জয়দেব দাস

শাড়ি ২০০

কলকাতার বড়বাজার থেকে গড়িয়াহাট- অনেক দোকান রয়েছে ছাপা শাড়ির। এখানে পাইকারি দরে শাড়ি পাওয়া যায়। এক একটি শাড়ির দাম পড়ে ৭০ টাকা থেকে এক-দেড়শো টাকার মধ্যে। সবচেয়ে ভালো এবং সস্তায় ছাপা শাড়ি পেতে চলে যান শান্তিপুরে। সেখানকার শান্তিগড় কলোনিতে প্রচুর শাড়ির কারখানা আছে। আর সস্তায় সুতির ছাপা শাড়ি মেলে সেখানেই। এইসব জায়গা থেকে শাড়ি কিনে তা রাসমেলায় বিক্রি হচ্ছে ২০০ টাকা করে। সেই শাড়ি কিনতে ভিড় জমিয়েছেন অনেকেই। জেনকিন্স স্কুল মোড়ে বেশ কয়েকটি দোকানে ডালায় করে এই শাড়ি বিক্রি করছেন কিছু বিক্রেতারা।

শিব-পার্বতী

মদনমোহনবাড়ির সামনে গেলেই দেখা মিলবে জীবন্ত শিব-পার্বতীর বেশধারী দুই বহুরূপীর। রাসযাত্রা উপলক্ষ্যে গত ১২ বছর ধরে অসম থেকে কোচবিহারে আসেন তাঁরা। শিববেশে রবি অধিকারী ঠাকুর এবং পার্বতীবেশে লক্ষ্মী অধিকারী ঠাকুর দর্শনার্থীদের নজর কাড়ছেন। অনেকেই মেলা ঘোরবার পাশাপাশি তাঁদের উদ্দেশে প্রণাম করে ঘরে ফিরছেন।

কচুর চিপস

বাড়িতে তো প্রত্যেকেই আলুর চিপস খেয়েছেন। কচুর চিপস খেয়েছেন ক'জন? কোচবিহারের রাসমেলায় গেলে চেখে দেখতে পারবেন কচুর চিপসও। রকমারি মশলা দিয়ে তৈরি এই চিপস বিক্রি হচ্ছে মাত্র ২০ টাকায়। মেলা ঘোরবার পাশাপাশি অনেকেই সেই চিপস খাচ্ছেন।

খেলনা তরোয়াল

সত্যিকারের নয়। শিশুদের জন্য খেলনা তরোয়াল বিক্রি হচ্ছে মেলায়। যা পেটে ছোঁয়ালেই একেবারে ছোট হয়ে হাতে চলে যায়। প্লাস্টিকের তৈরি এই খেলনা তরোয়াল ৮০ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করছেন কিছু বিক্রেতা।

গামলায় স্টিমার

যে কোনও মেলাতেই একসময় বিশেষ আকর্ষণ ছিল স্টিমার। এখন স্টিমারের কদর কমতে বসলেও দু'-একজন দোকানি স্টিমার বিক্রি করছেন। দেখা গিয়েছে, স্টিমারের ভেতরে মোমবাতি জ্বালিয়ে তা এক গামলা জলে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। যা দিব্য জলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছোটরাও এতে বেশ উৎসাহিত। প্রতি পিস ৫০ টাকা দরে মেলায় পাওয়া যাচ্ছে।

সংকলন : দেবদর্শন চন্দ

সন্ধ্যা আরতি দেখার জন্য মদনমোহন মন্দিরে ভক্তদের প্রতীক্ষা। ছবি : জয়দেব দাস

তুফানগঞ্জে টোটোয় বেড়ি

রুজির সংকটে চালকরা

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : জাতীয় সড়কে টোটো চলাচল বন্ধ হওয়াতে খুশি বাস মালিকরা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর প্রায় টোটোশূন্য তুফানগঞ্জের জাতীয় সড়ক। আর খরা কাটিয়ে যাত্রীবোঝাই বাস পাড়ি দিচ্ছে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে।

অন্যদিকে রুজি নিয়ে সংকটে পড়েছেন টোটোচালকরা।

একদিকে জাতীয় সড়কে ওঠা বন্ধ অন্যদিকে, মেইন রোডেও ট্রাফিকের বিভিন্ন বাধা। সবমিলিয়ে যাত্রীর অভাবে বিপাকে শহরের টোটোচালকরা। টোটোচালক জাভেদ আলির কথায়, 'আগে সারাদিনে ৬০০-৮০০ টাকা পর্যন্ত আয় হত। এখন দিনের শেষে ২০০ থেকে ৩০০ টাকা নিয়ে ঘরে ফিরতে হচ্ছে।' আরেক টোটোচালক মোহন পালের গলাতেও একই সুর, 'দিনে ১৫০ টাকা মালিককে দেওয়ার পর হাতে কিছুই অবশিষ্ট থাকছে না। এরকমটা বেশিদিন চললে অন্য পেশা বেছে নেওয়া ছাড়া রাস্তা নেই।' বুধবার জেলা পরিবহণ টোটোচালক ইউনিয়নের তরফে জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারকে এই সমস্যার দিকে নজর দিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত বেসরকারি যাত্রী পরিবহণের সভাপতি আলিজার রহমানের বক্তব্য, 'কর্মসংস্থানের অভাবে প্রচুর বেকার যুবক এই পেশার উপর নির্ভরশীল। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের রুজিরোজগারে টান পড়লে সমাজে অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের দাবি, বিকল্প পথ ভাবা হোক।'

টোটো-অটোর সঙ্গে বাসের দ্বন্দ্বে নাজেহাল হয়ে পড়েছেন সাধারণ মানুষও। জাতীয় সড়কে টোটোর দৌরাত্ম্য কমলেও ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন অনেকেই। কামাত ফুলবাড়ির বাসিন্দা পরিমল সরকার বলেন, বাড়ি থেকে বেরোলেই জাতীয় সড়ক। আগে টোটোতে চেপে এক কিমি দূরে মেয়েকে স্কুলে নিয়ে যেতাম। কিন্তু এখন হাঁটাই একমাত্র ভরসা।

তবে জাতীয় সড়কে অটো ও টোটো চলাচলকে ভালো চোখে দেখেনি বাস সংগঠনগুলি। তুফানগঞ্জ মহকুমা মোটর মালিক সমিতির চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা বলেন, 'বিনা অনুমতিতে অসংখ্য অটো ও টোটো জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে চলছে। বিষয়টি পরিবহণ দপ্তরকে জানানোর পরেও কাজ হয়নি। এতে একদিকে যানজটের সমস্যা বাড়ছে অন্যদিকে দুর্ঘটনার ভয় থাকে।'

স্থানীয় পরিবহণ ব্যবস্থায় টোটোর চল হওয়ার পর যাত্রীরা চান বিনা স্টপে সরাসরি গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে টোটোচালকরা দূরের যাত্রীকেও সওয়ারি করছেন। এতে রাস্তায় খালি বাস নিয়েই চলতে হচ্ছে মালিকদের। বাস কনডাক্টর থপিদুল মিয়াঁর কথায়, 'বাসের যাত্রীদের অবৈধভাবে টোটো নিয়ে যাওয়ার কারণে আয়ের একটা বিশাল অংশ কমে গিয়েছে। যার ফলে কর্মচারীদের বেতন দিতেও সমস্যা হয় বাস মালিকদের।' যদিও বাস সংগঠনের দাবি, জাতীয় সড়ক ছাড়া পাড়ার রাস্তায় টোটো ও অটো চলাচল করলে তাদের কোনও আপত্তি নেই।

চালকদের কথা

আগে সারাদিনে ৬০০-৮০০ টাকা পর্যন্ত আয় হত। এখন দিনের শেষে ২০০ থেকে ৩০০ টাকা নিয়ে ঘরে ফিরতে হচ্ছে।

দিনে ১৫০ টাকা মালিককে দেওয়ার পর হাতে কিছুই অবশিষ্ট থাকছে না। এরকমটা বেশিদিন চললে অন্য পেশা বেছে নেওয়া ছাড়া রাস্তা নেই।

কী সমস্যা

- জাতীয় সড়কে টোটো চলাচল বন্ধ
- মেইন রোডেও রয়েছে ট্রাফিকের বিভিন্ন বাধা

দুর্ঘটনায় বাঁচল পেট্রোল পাম্প

তুফানগঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : বড় অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেল তুফানগঞ্জ ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বীণাপাণি ক্লাব সংলগ্ন পেট্রোল পাম্প। বুধবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ নির্মীয়মাণ দশ হাজার লিটার ট্যাংকের থেকে বিকট শব্দের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। গোটা বিষয় খতিয়ে দেখে দমকলকর্মীরা এলাকা বিপদমুক্ত ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে তুফানগঞ্জ দমকলকন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিনয় সরকার বলেন, 'ভালব কিট খুলতে গিয়ে ট্যাংকের ভিতর জমে থাকা গ্যাস প্রবল চাপে বেরিয়ে যায় ও শব্দের সৃষ্টি হয়।' ঘটনায় বড় ক্ষতি না হলেও ধীরাজ কুমার ও নবীন কুমার নামে দুই কর্মী আহত হয়েছেন। স্থানীয় হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

শাশ্বত ভারত রথযাত্রা

তুফানগঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : রামকৃষ্ণ মিশনের ১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে তুফানগঞ্জ শহরে শাশ্বত ভারত রথযাত্রা হল। বুধবার শোভাযাত্রাটি তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বলরামপুর চৌপথি থেকে শুরু হয়ে থানা মোড় কসমিক ক্লাবে আসে। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে মালা পড়ান তুফানগঞ্জ পুরসভার চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ঈশোর এবং এসডিপিও জ্যাম ইয়ং জিম্বা। অনুষ্ঠানের পর রথটি শহর পরিক্রমা করে। তুফানগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের সহ সভাপতি স্বপনকুমার আইচ বলেন, 'মহারাজ প্রবরানন্দের উপস্থিতিতে শোভাযাত্রাটি কিছু জায়গায় সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনভর শহর পরিক্রমা করে। রথটি বৃহস্পতিবার অসমে যাবে।'

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

তুফানগঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার তুফানগঞ্জ এসএসএ ময়দানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে। তুফানগঞ্জ মিউজিক লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ সারেগামাপা খ্যাত গায়ক স্নিগ্ধজিৎ ভৌমিক। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, প্রস্তুতির কাজ প্রায় শেষ। মাঠে এক হাজার চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিরাপত্তাবেষ্টনীর মধ্যেই পুরো অনুষ্ঠান হবে।

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বহির্বিভাগে ভিড়। - জয়দেব দাস

আরও সিসিটিভি বসছে মেডিকেলে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৬ ডিসেম্বর : এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বহির্বিভাগ ভবনে আরও আটটি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ নিল কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যেই এর অনুমোদনের জন্য স্বাস্থ্য ভবনে চিঠি পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন মিললেই কাজ শুরু হবে। ওই ভবনে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকলেও তা পর্যাপ্ত নয়। কারণ ভিড়ের সুযোগে পকেটমারি সহ নানা অভিযোগ ওঠে সেখানে।

এ প্রসঙ্গে এমএসভিপি ডাঃ রাজীব প্রসাদ বলেছেন, 'আরও সিসিটিভির প্রয়োজন রয়েছে। অনুমোদন পেলেই সেগুলি বসানো হবে।'

বহির্বিভাগ ভবনটি তুলনামূলকভাবে ছোট। তার ভিতরেই ডট সেন্টার, ইনজেকশন রুম, সেন্ট্রালপ্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরি, ব্লাড ব্যাংক, রেকর্ড রুম, থ্যালাসিমিয়া ইউনিট, অনুসন্ধান রুম, বিভিন্ন রোগের পৃথক বহির্বিভাগ, ওষুধ দেওয়ার কাউন্টার, স্টোর রুম সহ নানা বিভাগ রয়েছে। প্রতিদিন সেখানে অন্তত তিন হাজার রোগী ও তাঁদের পরিজন মিলিয়ে প্রচুর মানুষের ভিড় হয়। সেই ভিড়ের সুযোগে মাঝেমধ্যেই সেখানে পকেটমারের দাপট দেখা যায়। সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে সেখানে এক মহিলার ব্যাগ থেকে প্রায় হাজারখানেক টাকা চুরি হয়ে যায় বলে অভিযোগ। তারও কয়েকমাস আগে এক ব্যক্তির পকেট ব্লেড দিয়ে কেটে মানিব্যাগ চুরির অভিযোগ উঠেছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিষয়গুলি পুলিশ পর্যন্ত গড়ায় না। গোটা মেডিকেল কলেজ চত্বরে প্রায় ১৫০টি সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। বহির্বিভাগে সবচেয়ে কম সিসিটিভি ক্যামেরা থাকায় সেখানে আরও ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেন্ট্রাল প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরিতেও ক্যামেরা বসানো হবে।

বহির্বিভাগে চিকিৎসা করাতে আসা এক রোগী কল্যাণ দাস বললেন, 'এখানে মারাত্মক ভিড় হয়। সেই ভিড়ে পকেটমারির মতো ঘটনা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এখানে সিভিক ভলান্টিয়ার থাকে ঠিকই তবে আরও বেশি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো প্রয়োজন।'

আরেক রোগীর পরিজন দীপক সরকারের কথায়, 'শুধু সিসিটিভি বসালেই তো সমস্যা মিটবে না। সেগুলি নিয়মিত মনিটরিংও করতে হবে। এখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আসেন। তাঁদের নিরাপত্তার জন্য সব ব্যবস্থাই নিতে হবে।'

শুধু নিরাপত্তারই নয়। মাঝেমধ্যেই চিকিৎসক ও কর্মীদের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে রোগীর পরিজনরা ভাঙচুর পর্যন্ত করেন হাসপাতাল চত্বরে। যা নিয়ে উত্তেজনাও ছড়ায়। এমন পরিস্থিতিতেও সিসিটিভি ক্যামেরা সহায়ক হবে বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ।

অনুমোদন পেলে

- মেডিকেল কলেজ চত্বরে এখন ১৫০টি সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে
- সবচেয়ে কম সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে বহির্বিভাগে
- সেখানে ভিড়ের সুযোগে পকেটমারির ঘটনা ঘটে
- স্বাস্থ্য ভবনের অনুমোদন মিললেই কাজ শুরু হবে

পানীয় জলের সমস্যা মিটল মাথাভাঙ্গায়

মাথাভাঙ্গা, ৬ ডিসেম্বর : অবশেষে বুধবার সকাল থেকে পানীয় জলের সমস্যা মিটল মাথাভাঙ্গা শহরে। শহরের পানীয় জল সরবরাহের জন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) একমাত্র ওভারহেড রিজার্ভারের সুইচ ভালভে সমস্যার কারণে শহরের ৩, ৫ এবং ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা নলবাহিত পানীয় জল পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিলেন রবিবার থেকে। ১, ২, ৪, ৭, ৮ ও ১২ নম্বর ওয়ার্ডেও পানীয় জল পরিষেবায় কমবেশি সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছিল। এদিনই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ এনিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এদিন সকাল ৭টা থেকেই শহরের রাস্তার স্ট্যান্ড স্ট্রিট পোস্ট এবং হাউস কানেকশনগুলিতে নলবাহিত পানীয় জল পরিষেবা স্বাভাবিক হতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে বাসিন্দাদের।

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবস

শিবশংকর সূত্রধর ও বাবাই দাস

কোচবিহার, ৬ ডিসেম্বর : সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ও কালাদিবস পালন করল এসইউসিআই(সি)। বুধবার দলের তরফে কোচবিহার শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল করা হয় এবং সাগরদিঘি চত্বরে একটি পথসভাও হয়। সেখান থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন নেতৃত্ব। সংগঠনের শহর লোকাল কমিটির সদস্য মানিক বর্মন বলেন, 'মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বিজেপি ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ বাবরি মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। সেখান থেকেই দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ায়। তাই মানুষের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ৬ ডিসেম্বর দিনটিকে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ও কালাদিবস হিসেবে পালন করা হয়।'

অন্যদিকে, তুফানগঞ্জে বামফ্রন্ট কমিটির ডাকে একটি বিক্ষোভ মিছিল হয়। সিপিআইএম পূর্ব এরিয়া কমিটি কার্যালয় থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহর পরিক্রমা করে আবার সেখানে এসে শেষ হয়। এদিনের মিছিলে অতুল দাস সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পূর্ণেশ্বর অধিকারী বলেন, 'ধর্মীয় বিভাজনের বিরুদ্ধে আজকের এই প্রতিবাদ মিছিল।'

ব্রাহ্ম মন্দির পরিদর্শন

কোচবিহার, ৬ ডিসেম্বর : কোচবিহার ব্রাহ্ম মন্দির পরিদর্শন করলেন সদর মহকুমা শাসক তথা দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সদস্য কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার দুপুরে তিনি ব্রাহ্ম মন্দির ঘুরে দেখেন এবং কোথায় কোথায় কী ধরনের সংস্কার প্রয়োজন তা পর্যালোচনা করেন। তিনি জানিয়েছেন, মন্দিরের সংস্কারের জন্য পরিকল্পনা করা দরকার। শীঘ্রই বিষয়টি নিয়ে তাঁরা বৈঠক করবেন।

পথের কাটাকুটি

পাকদণ্ডি বেয়ে পাহাড় থেকে নামছে পর্যটকবোঝাই টয়ট্রেন। সমতল থেকে তখন পাহাড়ের পথে অন্য পর্যটকরা। রংটংয়ের কাছে ক্রসিংয়ে। ছবি : সূত্রধর

মিচাংয়ের রিটার্ন গিফটে শীত উত্তরে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর : ঘড়ির কাঁটা দুপুরের ঘরে পৌঁছানোর আগেই মেঘে ঢাকা সূর্য। 'সূর্যাস্তেও' দু-ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসি ধুনুরি রাম যাদবের। বললেন, 'তাহলে ঠান্ডা পড়ছে।' সম্মতি জানালেন পাশের রামসুন্দর রজক। শীতের কামড় যত বাড়বে, ততই বাড়বে লেপতোষকের চাহিদা। ওঁদের মুখের হাসিও চওড়া হবে।

আবহাওয়ার যা গতিপ্রকৃতি, তাতে বেশি দূরে নয় শীত। দিনের তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে মিচাংয়ের 'রিটার্ন গিফটে'। সাগরে নিম্নচাপ বা ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির সময় প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে আশপাশের এলাকার মেঘ টেনে নেয় শক্তিশালী হওয়ার জন্য। এই ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। ফলে গত কয়েকদিন ধরেই তপ্ত ছিল উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া। কিন্তু অন্ধ্র উপকূলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছড়ে পড়তেই শুরু হয়েছে মেঘ ফিরিয়ে দেওয়ার পর্ব। আবহবিদদের ভাষায় 'রিটার্ন গিফট'। ফলে যথারীতি উত্তরের আকাশেও মেঘ ঢুকতে শুরু করেছে। একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা হিমালয়ে ধাক্কা খাওয়ায়, মেঘ-ঝঞ্ঝার যোগফলে হালকা বৃষ্টির পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়েছে। সিকিম পাহাড়ের উঁচু অংশে নতুন করে তুষারপাতের পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছে।

বঙ্গোপসাগরে একের পর এক নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ায় বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল উত্তুরে হাওয়া। কিন্তু পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রবেশে উত্তুরে হাওয়া বৃহস্পতিবার থেকে হুহু করে ঢুকবে বলে মনে করছেন আবহবিদরা। ফলে পারদপতন অনিবার্য। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'যে পশ্চিমী ঝঞ্ঝাটি প্রবেশ করেছে, তা তেমন শক্তিশালী নয়। কিন্তু উত্তরের হাওয়া পাওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা নেই। এরপর যত শক্তিশালী ঝঞ্ঝা ঢুকবে, ততই শীতের কামড় পাওয়া যাবে। বৃষ্টি পাওয়ার সম্ভাবনাও তৈরি হবে।' বৃহস্পতিবার মূলত পাহাড়ি অঞ্চলে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও সমতলের কয়েকটি এলাকাতেও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। তার প্রভাবে ঠান্ডা বাড়বে।

> "উত্তরের হাওয়া পাওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা নেই। এরপর যত শক্তিশালী ঝঞ্ঝা ঢুকবে, ততই শীতের কামড় পাওয়া যাবে।
>
> –গোপীনাথ রাহা
> *কেন্দ্রীয় অধিকর্তা, সিকিম, আবহাওয়া দপ্তর*

হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গ তো বটেই, শীতের আমেজ পাওয়া যেতে পারে গৌড়বঙ্গের তিনটি জেলাতেও। একদিন পর অর্থাৎ শুক্রবার থেকে দিনের তাপমাত্রা যেমন বাড়বে, তেমনই হুহু করে রাতের তাপমাত্রা কমবে, এমন পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর থেকে।

কিন্তু তা কতটা হ্রাস পেতে পারে? আবহবিদদের বক্তব্য, উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই আগামী তিনদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি হ্রাস পেতে পারে। পরবর্তী দিনগুলিতে তা আরও কমবে। বুধবার দার্জিলিংয়ের সেন্ট জোশেফ কলেজ সংলগ্ন এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭.৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কালিম্পংয়ে আবার তা ১২.৫। শিলিগুড়ির (১৭.১) থেকে অনেকটাই কম জলপাইগুড়ি (১৫.৯) এবং কোচবিহারে (১৪.৬)। তবে মালদা এবং বালুরঘাটে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৬ এবং ১৯.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। গতিপ্রকৃতি যে দিকে গড়াচ্ছে, তাতে আবহবিদদের ধারণা, বড়দিনের আগেই বরফ পড়ার পরিস্থিতি হতে পারে দার্জিলিংয়ে, যার কিছুটা হলেও আমেজ পাবে সমতল।

গৃহবধূকে বাঁচালেন সিভিক ভলান্টিয়ার

কোচবিহার, ৬ ডিসেম্বর : অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠানে মাছ কম পড়ায় ঝামেলা। আর তার জেরে এক গৃহবধূ আত্মহত্যা করতে হাজির কোচবিহার শহরের ব্যস্ততম সুনীতি রোডে। এই ঘটনায় আলোড়ন পড়ে গিয়েছে শহরজুড়ে। বুধবার বেলা বারোটা নাগাদ সুনীতি রোডের চৌরাস্তার মোড়ে এক হাতে বড় ব্যাগ এবং আরেক হাতে শিশুকন্যাকে সঙ্গে করে এক গৃহবধূকে হেঁটে আসতে দেখেন এক সিভিক ভলান্টিয়ার। তিনি মহিলাকে সাহায্যর জন্য এগিয়ে যান। তখন গৃহবধূ তাঁকে জানান তাঁর এই ব্যাগ এবং শিশুকন্যাকে মাথাভাঙ্গায় তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিতে। এই কথা বলেই তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং আত্মহত্যা করবেন বলে সিভিককে জানান। এই ঘটনায় হতচকিত হয়ে পড়েন সিভিক ভলান্টিয়ার। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে খবর দেন। খবর পেয়ে আসে কোচবিহার মহিলা থানার পুলিশ। তারা ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পরে বধূর বাড়িতে খবর দেওয়া হলে তাঁর বাবা-মা এসে তাঁকে নিয়ে যান।

সম্প্রতি ওই গৃহবধূর একমাত্র শিশুকন্যার অন্নপ্রাশন ছিল। অনুষ্ঠানে মাছ কম পড়ায় বধূর শ্বশুরবাড়ি এবং বাপের বাড়ির মধ্যে ঝামেলা হয় এবং অপমানিত হয়ে গৃহবধূর বাবা, ভাই এবং মা সেখান থেকে চলে যান। গৃহবধূ বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি। তাই কোচবিহার শহরে এসে আত্মহত্যা করতে চান বলে সূত্রের খবর।

হোমের কর্মীদের হাত থেকে পড়ে মৃত্যু সদ্যোজাতর

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : বেসরকারি হোম কর্তৃপক্ষের নজিরবিহীন গাফিলতি। প্রাণ দিয়ে তার প্রমাণ দিল এক মাসের নবজাতক। হোমের কর্মীদের হাত থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে তার। ময়নাতদন্তে তার প্রমাণও মিলেছে। কিন্তু জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে তার কোনও তথ্যই নাকি নেই।

গত ১০ নভেম্বর সদ্যোজাত সন্তানকে ডালখোলা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ফেলে ট্রেনে চেপে পালিয়ে যায় এক কুমারী মা। রেলপুলিশ ওই সদ্যোজাতকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেলের এসএনসিইউ বিভাগে ভর্তি করে। পুলিশের তরফে বিষয়টি জানানো হয় রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ও রায়গঞ্জের একটি হোম কর্তৃপক্ষকে। সদ্যোজাতকে সুস্থ করে ২২ নভেম্বর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি ও জেলা প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরপর তাকে রাখা হয়েছিল রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় অবস্থিত এসএএ হোমে কর্তৃপক্ষের কাছে। হোম কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, মঙ্গলবার ওই নবজাতকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। শ্বাসকষ্টজনিত কারণে গতকাল তাকে রায়গঞ্জ মেডিকেলের এসএনসিইউ বিভাগে ভর্তি করা হয়। বুধবার সকাল আটটা নাগাদ মারা যায় সে। ময়নাতদন্তের পর বিকেলে তার মৃতদেহ হোম কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয় মেডিকেল কর্তৃপক্ষ।

যদিও পুলিশ ও মেডিকেল সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল হোমের এক কর্মীর হাত থেকে মাটিতে পড়ে গুরুতর জখম হয় ওই নবজাতক। সঙ্গে সঙ্গে তাকে মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়। এসএনসিইউ বিভাগে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু হয় তার। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ওই নবজাতককে বাঁচানো যায়নি। ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক পরিষ্কার জানিয়েছেন, 'বাচ্চাটির মাথায় গুরুতর চোট রয়েছে। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের জন্যই তার মৃত্যু হয়েছে।' ময়নাতদন্তের রিপোর্টেও তিনি একথা উল্লেখ করেছেন।

গতকাল ওই হোমের তরফে নৃপেন রায় নামে একজন বাচ্চাটিকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। মেডিকেলের ভারপ্রাপ্ত সুপার বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'অনেক চেষ্টা করেও বাচ্চাটিকে বাঁচানো যায়নি। হেড ইনজুরিতে তার মৃত্যু হয়েছে।'

নবজাতককে নিয়ে এত ঘটনা ঘটলেও বিষয়টি নাকি জানা নেই জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারপার্সন দীপান্বিতা দে আগরওয়ালার। প্রশ্ন করা হলে তাঁর উত্তর, 'আমার কাছে কোনও তথ্য নেই।'

পাসপোর্ট হাতে মিতালি ঘিরে বিক্ষোভ

মিতালি এক্সপ্রেসের স্টপের দাবিতে হলদিবাড়ি স্টেশনে বিক্ষোভ ও মিছিল।

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ৬ ডিসেম্বর : কমার্সিয়াল স্টপের দাবিতে আন্তঃদেশীয় মিতালি এক্সপ্রেস ঘিরে বিক্ষোভ ও মিছিল করলেন হলদিবাড়ির পাসপোর্ট হোল্ডাররা। বুধবার বেলা ১২টা নাগাদ এনজেপি ছেড়ে বাংলাদেশ যাওয়ার উদ্দেশ্যে ট্রেনটি হলদিবাড়ি স্টেশনে পৌঁছাতেই নিজেদের পাসপোর্ট ও ফ্লেক্স সহ প্ল্যাটফর্মে মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেন তাঁরা। নিজেদের পাসপোর্ট হাতে শিশুরাও মিছিলে শামিল হয়। যদিও নির্ধারিত সময়েই হলদিবাড়ি স্টেশন ছাড়ে ট্রেনটি। এমন ঘটনায় সাময়িক চাঞ্চল্য ছড়ায় স্টেশন চত্বরে। কর্মসূচি শেষে হলদিবাড়ি পাসপোর্ট হোল্ডার নাগরিক সমিতির তরফে ইমিগ্রেশন, আরপিএফ, কাস্টমস, বিএসএফ ও রেলের জেনারেল ম্যানেজারের উদ্দেশে দাবিপত্র পাঠানো হয়।

সংগঠনের সদস্যদের দাবি, গোড়ার দিকে হলদিবাড়ি স্টেশন থেকে মিতালি এক্সপ্রেস ট্রেনটির পরিষেবা চালু করার কথা ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে এনজেপি স্টেশন থেকে ট্রেনটির পরিষেবা চালু করা হয়। সীমান্তবর্তী প্রাচীন হলদিবাড়ি স্টেশনকে আন্তঃদেশীয় ওই ট্রেনের কমার্সিয়াল স্টপের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সমিতির সম্পাদক সামসের আলি সরকার বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে ভারতের রেলের এই রুটটি হলদিবাড়ি-চিলাহাটি রেল রুট নামে পরিচিত। অথচ হলদিবাড়ি ও বাংলাদেশের চিলাহাটি স্টেশনকে মিতালি এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।'

চাই স্টপ

- হলদিবাড়ি-চিলাহাটি রুট ধরে চলছে মিতালি এক্সপ্রেস
- সীমান্ত পারের দুই স্টেশনের নামে ট্রেনটি পরিচিতি পেলেও স্টপ নেই দুই স্টেশনে
- বাংলাদেশের চিলাহাটিতে স্টপ দেওয়ার ঘোষণা হয়েছে সম্প্রতি
- হলদিবাড়ি কেন বঞ্চিত, সেই প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভ
- পাসপোর্ট হাতে মিছিলে শিশুরাও

সমিতির সভাপতি ধনঞ্জয় সরকারের দাবি, সম্প্রতি বাংলাদেশের রেলপথমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন চলতি মাস থেকে চিলাহাটি স্টেশনে ওই ট্রেনের স্টপ চালুর কথা ঘোষণা করেছেন। একইভাবে হলদিবাড়ি স্টেশনে কমার্সিয়াল স্টপ চালু করতে হবে। এতে হলদিবাড়ি ব্লকের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি সদর ব্লক, ময়নাগুড়ি ও মেখলিগঞ্জ ব্লকের মানুষ উপকৃত হবেন। সমিতির কোষাধ্যক্ষ উত্তম ঘোষ ও হলদিবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি প্রাণেশ্বর মৈত্ররা জানান, দাবি আদায় করতে এলাকার সাংসদ, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কাছেও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

সমিতির সদস্য পরেশ দে জানান, এদিন হলদিবাড়ি পাসপোর্ট হোল্ডার নাগরিক সমিতির তরফে ইমিগ্রেশন, আরপিএফ, কাস্টমস, বিএসএফের হাতে দাবিপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি স্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্টের মাধ্যমে রেলের মালিগাঁওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে দাবিপত্র পাঠানো হয়েছে।

বিশ্বে চতুর্থ এলআইসি

নিউজ ব্যুরো

৬ ডিসেম্বর : দেশের বৃহত্তম বিমা সংস্থা লাইফ ইনসুরেন্স কোম্পানি তথা এলআইসি'র মুকুটে আরও একটি পালক যুক্ত হল। আর্থিক সমৃদ্ধির দিক দিয়ে বিশ্বের সেরা পঞ্চাশটি বিমা সংস্থার তালিকায় চতুর্থ স্থান পেয়েছে ভারতের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ওই সংস্থা। বিশ্বের সেরা বিমা সংস্থাগুলির এই তালিকা প্রকাশ করেছে এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স।

২০২২ সালের জীবন, দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্য বিমার ভিত্তিতে ওই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্বসেরা ৫০টি বিমা সংস্থার মধ্যে এশিয়ার ১৭টি সংস্থা স্থান পেয়েছে। প্রথম হয়েছে জার্মানির একটি সংস্থা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে চিন ও জাপানের একটি করে সংস্থা। এলআইসি চতুর্থ স্থান পাওয়ায় দেশের আর্থিক অগ্রগতির প্রমাণ আরেকবার এল বিশ্বের সামনে। তবে এখানেই থেমে না থেকে প্রথম স্থান দখলের দিকে এলআইসি এগিয়ে যাবে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।

কানপুরের পথে স্পেশাল ট্রেন

আলিপুরদুয়ার, ৬ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে কানপুর পর্যন্ত একটি স্পেশাল ট্রেন চালানোর উদ্যোগ নিল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন। ৯ ডিসেম্বর রাত ১১টা নাগাদ আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে যাত্রা শুরু করবে সেই ট্রেন। ১১ ডিসেম্বর ভোর ৪টা নাগাদ কানপুরে পৌঁছানোর কথা। চাহিদা থাকায় একদিনের জন্য এই স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে রেল সূত্রে খবর।

প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ

প্রথম পাতার পর

তাদের মধ্যে কয়েকজন আমাদের সেই প্রশ্নপত্র মোবাইল ফোনে পাঠিয়েছে।'

স্কুলের এক অভিভাবক সুধাংশু সাহা বলেন, 'মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হতে শুনেছি। তবে এই প্রথম নীচু ক্লাসের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।'

তুফানগঞ্জ মহকুমা অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) মনোজ বর্মা বলেন, 'নীচু ক্লাসের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র একসঙ্গে তৈরি করলে তা ফাঁস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে এরকমটা কখনোই হওয়ার কথা নয়। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

আলোয় কালো কারবার

প্রথম পাতার পর

তারপর এদিক ওদিকের খরচ তো আছেই। তাই সবটা কোটেশনের হিসাবে বিচার করলে হবে না।'

প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি বিনা পয়সায় পুরসভাকে আলোর বন্দোবস্ত করে দিয়ে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতেই রাসমেলা থেকে বাড়তি অর্থ তুলছে ওই সংস্থা আর সব জেনেবুঝেই কি চুপচাপ পুরসভা কর্তৃপক্ষ? পুরসভা ও বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার বোঝাপড়াতেই কি তাহলে আলো কেলেঙ্কারি শুরু হয়েছে? রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অবশ্য কেলেঙ্কারি মানতে নারাজ। তাঁর বক্তব্য, 'এত বড় মেলায় অনেককিছুই বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে হয়। বিদ্যুতের ব্যাপারটার মধ্যে আমরা খুব একটা ঢুকি না। বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করে বিদ্যুৎ মাশুলের ব্যাপারটা ঠিক করে।'

বিনা পয়সায় দুর্গাপুজো, ছট, রাসমেলার মঞ্চে আলোর বন্দোবস্ত করার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। দুর্গাপুজোর অনেক পরে রাসমেলা হয়। রাসে কোন সংস্থা বিদ্যুৎ সরবরাহের বরাত পাবে সেটা কি তাহলে আগে থেকেই ঠিক হয়েছিল? তা না হলে ওই সংস্থা কীভাবে দুর্গাপুজো, ছটের ঘাটে পুরসভার জন্য নিখরচায় আলোর ব্যবস্থা করে দিল। এক্ষেত্রেও দুর্নীতির আভাস পেয়েছেন অনেকেই।

২০ দিনের রাসমেলায় ১৫ দিনের বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য কেন কোটেশন করা হল তার জবাবও মেলেনি। বাকি পাঁচদিনের জন্য পুরসভা তাঁদের কোনওরকম নির্দেশ দেননি বলেই জানিয়েছেন প্রতীক। চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, বিষয়টি তাঁরা ম্যানেজ করে নেবেন। ফাঁকা ওয়ার্ক অর্ডারে স্বাক্ষরের কথাও স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। তাঁর যুক্তি, 'ওয়াট অনুসারে বিদ্যুতের আলাদা মাশুল হয়। সেক্ষেত্রে হিসেব করাও খুব কঠিন। তাই ফাঁকা রেখে দেওয়া হয়। পরে ওটা পূরণ করা হবে।' যদিও পুর আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এভাবে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া যায় না।

আবহাওয়া
বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	২২.০	১৯.০
শিলিগুড়ি	২৭.০	১৫.০
জলপাইগুড়ি	২৬.০	১৬.০
কোচবিহার	২৬.০	১৭.০
আলিপুরদুয়ার	২৬.০	১৭.০
মালদা	২৩.০	১৮.০
রায়গঞ্জ	২৪.০	১৭.০
গ্যাংটক	১৮.০	৯.০

চোখ খোলে মমতার প্রশাসনের

প্রথম পাতার পর

বরং গনতকার মন্ত্রী ভাগ্যের দোহাই দিয়েছেন। এখনও প্রশাসনের ঘুম ভাঙেনি। আসলে চিমটি না কাটলে প্রশাসনের ঘুম ভাঙে না। দীর্ঘদিন ধরে মানুষ দুর্বিষহ জীবন কাটালেও রাস্তা সারাইয়ের ব্যাপারে প্রশাসন উদ্যোগী হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী বেশ ঘটা করে পথশ্রী প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন। গ্রামের সব রাস্তা পাকা হবে বলেছিলেন। এজন্য বেশ কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে বলে দাবিও করেছিলেন। তাহলে বেহাল রাস্তা সারাই করা হচ্ছে না কেন? নাকি এখানেও সেই 'কাটমানি', 'সিন্ডিকেট', 'তোলাবাজি' ইত্যাদি পরিচিত ঘটনাগুলি চলছে? চলতি বছরের গোড়ায় চালকদের দাবিমতো ভাড়া দেওয়ার সামর্থ্য না থাকায় জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ থেকে ক্রান্তি ব্লকের নগরডাঙ্গি এলাকার এক বাসিন্দাকে কাঁধে করে মায়ের মৃতদেহ নিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল।

এই ঘটনাও শোরগোল ফেলেছিল। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সেই নির্দেশ কাজে আসেনি। হাসপাতাল চত্বরে কীসের জোরে এত সাহস দেখাতে পারেন অ্যাম্বুল্যান্সচালকরা? মর্জিমতো তাঁরা দ্বিগুণ-তিনগুণ ভাড়া হাঁকেন। অসহায় রোগীদের কাছ থেকে টাকাপয়সা প্রায় লুটে নেন। আকছার এমন ঘটনা ঘটলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চোখ বন্ধ করে থাকে। চিমটি না কাটলে তাদের ঘুম ভাঙে না।

উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের অসীম দেবশর্মার পাঁচ মাসের ছেলে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে মারা গেলে অভাবী পরিবার বিপাকে পড়ে। অ্যাম্বুল্যান্সে ছেলের দেহ নিয়ে যেতে চাইলে চালকরা ৮ হাজার টাকা দাবি করেন। অত টাকা না থাকায় পরিবারটি মেডিকেল কর্তৃপক্ষকে জানালেও কোনও কাজ হয়নি। শেষমেশ জামাকাপড়ের ব্যাগে সন্তানের দেহ ভরে বাসে বাড়িতে ফেরে পরিবারটি। এই ঘটনার পরেও হইচই হয়েছিল।

সবক্ষেত্রেই এ রকম ঘটনার পর কয়েকদিন হইচই হয়। নানা ধরনের পদক্ষেপের কথা বলা হয়। বিরোধী দলগুলি সংবাদমাধ্যমের সামনে নেচেকুঁদে কার্যত বিপ্লব করে। দু'দিন মিডিয়ায় গরমাগরম আলোচনা চলে। তারপর সবকিছু ঠান্ডা হয়ে যায়। প্রশাসন আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতেই থাকে।

মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একবার শিলিগুড়িতে দলীয় কর্মসূচিতে এসেছিলেন। দিনটি ছিল শনিবার। রবিবার সকালে ফিরে যাবেন জেনে আমরা সাংবাদিকরা শিলিগুড়ি সার্কিট হাউসে অপেক্ষা করছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী বেরোনোর সময় কিছু যদি বলেন। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর জানতে পারলাম বুদ্ধবাবু বেরিয়ে গিয়েছেন। ফ্লাইটের নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই তিনি বেরিয়ে গিয়েছেন।

কেন? পরে জানা গেল, সকালে বুদ্ধবাবু নকশাল নেতা কানু সান্যালের বাড়িতে গিয়েছিলেন। কানুবাবু প্রয়াত হয়েছেন। তখন জানা যায়নি, কানুবাবুর গ্রাম নকশালবাড়ির সেবদোল্লাজোতে পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যার কথা তিনি বুদ্ধবাবুকে বলেছিলেন কি না। সেই গ্রামে এখনও পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছায়নি। শোনা যায়, গ্রামবাসী ঝোরার জল খাচ্ছেন। ২০১৪ সালে দার্জিলিংয়ের তৎকালীন সাংসদ এসএস আলুওয়ালিয়া কানুবাবুর গ্রামটি দত্তক নিয়েছিলেন। এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে তিনিও কিছু করেননি।

শোনা গিয়েছিল, সরকার উদ্যোগী হয়েছিল। ওই পর্যন্তই। শেষমেশ স্থানীয় বাসিন্দারা আদালতে মামলা করেন। ভাবুন একবার, পানীয় জলের জন্য গ্রামবাসীকে আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মাঝেমধ্যে দাবি করেন, নব্বই শতাংশ কাজ তিনি করে দিয়েছেন। রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ পরিষেবা, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন।

গত ১২ বছরে মানুষের জন্য তিনি এত কাজ করেছেন যা আগে কোনও সরকার করতে পারেনি বলে তিনি জোর গলায় চিৎকার করেন। তাহলে সেবদোল্লাজোতের দীপু হালদার, শান্তি নাগেশিয়া, ছোটন মুন্ডাদের সামান্য পানীয় জলের জন্য আদালতে যেতে হয় কেন? কেন বামনগোলার আইগনতারার গৃহবধূকে হাসপাতালে যাওয়ার পথে মরতে হয়? কিংবা কালিয়াগঞ্জের অসীম দেবশর্মাকে মৃত সন্তানের দেহ লুকিয়ে ব্যাগে ভরে বাসে বাড়িতে ফিরতে হয় কেন?

এরপরও কি প্রশাসনের দায়িত্ব নেই? নাকি ওই গনতকার মন্ত্রীর মতো প্রশাসনের কর্তারাও বলবেন ভাগ্যে ছিল তাই ...।

থিম সং

প্রথম পাতার পর

সবাইকে ভালোভাবে দলের কাজ করার আবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় কার্সিয়াং মোটরস্ট্যান্ডে পৌঁছানোর পর অনীত থাপা, জিটিএর ডেপুটি চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহান সহ অন্য নেতারা মুখ্যমন্ত্রীকে খাদা পরিয়ে স্বাগত জানান।

বহু সাধারণ মানুষও মুখ্যমন্ত্রীকে এক ঝলক দেখার জন্য রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের বিয়ে আর তাঁর সফরকে ঘিরে যেন একটা উৎসবের চেহারা নিয়েছিল মোটরস্ট্যান্ড, স্টেশন এলাকা। অনীত খাদা পরানোর পরে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে এক-দেড় মিনিট কথা বলেন। তারপর পাঙ্খাবাড়ি রোডে তাজ টি রিসর্টের উলটো দিকের আমাস্টে রিসর্টে চলে যান। এখানেই আগামী তিনদিন তিনি থাকবেন।

অনীত বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ে এসেছেন। পাহাড়ের জন্য তিনি নিশ্চয়ই কিছু ভালো খবর নিয়েই এসেছেন। আমরা এখানকার উন্নয়নে রাজ্যের তরফে নতুন প্রকল্প ঘোষণার ব্যাপারে আশাবাদী।' মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করতে তিনি রাতে রিসর্টেও যান। মুখ্যমন্ত্রী কার্সিয়াংয়ের বাংলোয় পৌঁছে যাওয়ার পর সব রাস্তা যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

ক্ষতির মুখে হোটেল-রিসর্ট

প্রথম পাতার পর

এবারও ঠিক তাই হয়েছিল। কিন্তু ট্রেন বাতিলের খবরে অনেকেই হোটেল-রিসর্টের বুকিং বাতিল করতে শুরু করেছেন।

কলকাতার ১৬ জনের একটি দল ১৫ ডিসেম্বর থেকে তিনদিনের জন্য মাদারিহাট ও লাটাগুড়িতে বেড়াতে আসবে বলে ঠিক ছিল। সেইমতো টিকিটও করা ছিল কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে। বুক করা ছিল রিসর্টও। কিন্তু ট্রেনটিই বাতিল হয়ে যাওয়ায় তারা পুরো সফর বাতিল করেছে। পর্যটকদলটির তরফে সতীশ শর্মা বলছেন, 'ট্রেন বাতিল হওয়ায় বিকল্প কোনও বুদ্ধি পাইনি। তাই ঘোরার পরিকল্পনাই বাতিল করতে হল।'

কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে চেপে লাটাগুড়িতে ঘুরতে আসার কথা ছিল হাওড়ার ৬০ জনের একটি দলের। ট্রেন বাতিল হওয়ায় শেষমেশ তাঁরা আস্ত বাস ভাড়া করে বেড়াতে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। দলটির তরফে বেসরকারি সংস্থার কর্মী অয়ন কর্মকারের কথায়, 'ট্রেন, রিসর্ট সবকিছুর বুকিং হয়ে গিয়েছিল। তীরে এসে কি আর তরী ডোবানো যায়! তাই বাসে করেই আসব ঠিক করেছি। পকেটে টান পড়ছে ঠিকই, কিন্তু আনন্দ মাটি করতে চাই না।'

অয়নদের মতো সামর্থ্য বা সুযোগ সবার আসে না। তাই বাধ্য হয়েই তাঁরা বেছে নিচ্ছেন বুকিং বাতিলের পথ। পর্যটন ব্যবসায়ীরা যা হিসেব দিচ্ছেন, তাতে বড়দিনে খাঁখাঁ করতে পারে ডুয়ার্সের প্রায় সবক'টি রিসর্টই। ক্ষতির অঙ্কটা কত হতে পারে? জবাব অবশ্য দিতে পারছেন না কেউই। প্রত্যেকেই বলছেন, বুকিং বাতিল হতে হতে কোথায় গিয়ে ঠেকে, আগে সেটা দেখা জরুরি। নইলে হিসেব কষা কঠিন।

ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরাম-এর যুগ্ম সম্পাদক বিপ্লব দে'র কথায়, 'রেলের এই সিদ্ধান্তের জেরে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে আমাদের। ইতিমধ্যেই বহু পর্যটক বুকিং বাতিল করেছেন। শেষে গিয়ে এই সংখ্যাটা কোথায় দাঁড়ায়, সেটাই দেখার।'

বড়সড়ো আর্থিক ক্ষতি থেকে বাঁচতে বৃহস্পতিবার রেলের দ্বারস্থ হয়েছে লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের তরফে এদিন লাটাগুড়ির স্টেশন মাস্টারের মাধ্যমে আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম-কে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলছেন, 'ডুয়ার্সের সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ রক্ষাকারী একমাত্র ট্রেন কাঞ্চনকন্যা। ডুয়ার্সের এই বিপুল পরিমাণ পর্যটন ব্যবসায়ীদের কথা মাথায় রেখে রেল বিকল্প ট্রেনের ব্যবস্থা করুক। আমরা সেই দাবিই জানিয়েছি।'

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে পর্যটন ব্যবসায়ীদের দাবি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন।

এদিকে, এই ট্রেনগুলি বাতিল বা আংশিক বাতিল হওয়ায় তিস্তা-তোর্ষার মতো ট্রেনের উপর চাপ বাড়তে পারে। তবে কুয়াশার মরশুমে প্রতিবারই বাতিল হয়ে যায় তিস্তা-তোর্ষা। এবারও তেমন হলে আলিপুরদুয়ার-কলকাতা যাতায়াতে ভয়ংকর সমস্যা তৈরির আশঙ্কা রয়েছে। সেক্ষেত্রে জরুরি প্রয়োজনে বাগডোগরা হয়ে বিমানে যাতায়াত করা ছাড়া গতি নেই। আলিপুরদুয়ার শহরের বাসিন্দা রজত সাহা বলছেন, 'পরিবারের চিকিৎসা সহ বিভিন্ন কাজে নিয়মিত কলকাতায় যেতে হয়। এ মাসেও কলকাতা যাওয়ার টিকিট করা ছিল। কিন্তু ট্রেন বাতিল হওয়ায় সমস্যা হবে।'

হাতির মস্তি বদলে দিল সাফারির নিয়ম

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর : মস্তিতে রয়েছে হস্তী। আর তাতেই বিপদের আঁচ বনে। অঘটন এড়াতে তাই বদলে ফেলা হল জঙ্গল সাফারির নিয়ম।

এবার থেকে আর যখন খুশি তখন নয়, একসঙ্গে পর্যটকদের নিয়ে গরুমারার জঙ্গলে ঢুকবে সাফারির গাড়ি। সঙ্গে থাকবেন বন্দুকধারী বনকর্মী। দিনের চারটি শিফটে নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মিলবে সাফারির অনুমতি। বন দপ্তরের এই নিয়মে অবশ্য খুশি পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের নর্থ রেঞ্জের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক মন মাসি খালকো বলছেন, 'ডিএফওর নির্দেশেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বুধবার থেকে এই নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে।'

দিনকয়েক ধরে মস্তিতে রয়েছে গরুমারার একটি দাঁতাল। মেজাজ খিটখিটে থাকায় তেড়ে আসছে মাঝেমধ্যেই। গত শনিবার লাটাগুড়ির জঙ্গলের বড়দিঘি বিটের এসএস ফোর কম্পার্টমেন্টে জ্বালানি সংগ্রহ করতে গিয়ে ওই হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয় এক মহিলার। রবিবার একটি বাইক ও যাত্রীবাহী বাসকে তাড়া করে দাঁতালটি। বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। ঘটনায় কেউ আহত না হলেও যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়।

একসঙ্গে সমস্ত গাড়ি পর্যটকদের নিয়ে জঙ্গলে ঢুকছে। গরুমারায় বুধবার।

এখানেই শেষ নয়। প্রায় প্রতিদিনই একাধিকবার মূর্তিমানের মতো জাতীয় সড়কের উপরে উঠে পড়ছে হাতিটি। পর্যটকদের সামনেও চলে আসছে বারবার। আর তার জেরেই পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল।

নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ রবি ও সোমবার মিলে মোট তিনটি শিফটে গরুমারার যাত্রাপ্রসাদ নজরমিনারে পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ করে দিয়েছিল। আগাম নোটিশ ছাড়াই এভাবে জঙ্গলের প্রবেশ বন্ধ করায় ডিএফও-কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ক্ষোভ উগরে দেন পর্যটন ব্যবসায়ী থেকে পর্যটক- সকলেই। তার জেরেই নিয়ম বদলে ফেলল বন দপ্তর।

লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলছেন, 'আমরা দাবি জানিয়েছিলাম, পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ না করে নিরাপত্তা বাড়ানো হোক। সেই পথেই হাঁটল বন দপ্তর।'

বর্তমানে সকাল ছয়টা, নয়টা, দুপুর একটা এবং সাড়ে তিনটা- মোট চারটি শিফটে জঙ্গল সাফারি চালু রয়েছে গরুমারায়। প্রতিটি শিফট ২ ঘণ্টার। কিন্তু শিফট শেষ হওয়ার খানিক আগেও পর্যটকদের নিয়ে ঢুকে পড়ত সাফারির গাড়ি। ফলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জঙ্গলে ঢুকতেন পর্যটকরা। বন দপ্তর ঠিক করেছে, এবার চারটি শিফটেই সাফারি চালু থাকবে। তবে, যখন খুশি তখন ঢোকা যাবে না। শিফট শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যে পর্যটকদের নিয়ে লাইনে দাঁড়াবে সাফারির গাড়ি। সামনের গাড়িতে বন্দুক হাতে থাকবেন একজন বনকর্মী। পথে দাঁতালটি কোনও বেগরবাই করলে শূন্যে গুলি ছুড়ে সেটিকে ফেরত পাঠানো হবে।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, হাতিটির গতিবিধির ওপর আলাদা করে নজরও রাখছেন বনকর্মীরা। পরবর্তী সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত নতুন নিয়মে সাফারি চালু থাকবে।

পর্যটন ব্যবসায়ী উজ্জ্বল শীলের কথায়, 'পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বন দপ্তর যে উদ্যোগ নিয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়।'

কিন্তু দাঁতালের মস্তির জেরে বন দপ্তরের নিয়মে এমন বদল, এটা সম্ভবত নজির হয়ে থাকবে গরুমারার ইতিহাসে।

‘আমাকে কি টি২০ বিশ্বকাপে প্রয়োজন?’

বিসিসিআই-কে প্রশ্ন রোহিতের

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : মিশন দক্ষিণ আফ্রিকার বাজনা বাজছে। টিম ইন্ডিয়া ইতিমধ্যেই জোহানেসবার্গের পথে রওনাও হয়ে গিয়েছে।

এমন অবস্থায় নিয়মিতভাবে সামনে আসছে ভারতীয় ক্রিকেটে দুই সুপারস্টার বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে নিয়ে নানা জল্পনা। আগামীর সংশয়ও। জানা গিয়েছে, দিন কয়েক আগে দিল্লিতে যখন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের জন্য ভারতীয় দল নির্বাচন হয়েছিল, সেই নির্বাচনি বৈঠকে অধিনায়ক হিটম্যান (লন্ডন থেকে জুমের মাধ্যমে বৈঠকে হাজির হয়েছিলেন) ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শীর্ষকর্তা ও জাতীয় নির্বাচকদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তাঁকে আগামী জুন মাসে আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে টি২০ বিশ্বকাপের জন্য প্রয়োজন রয়েছে কিনা। জবাবে বোর্ডের শীর্ষকর্তারা তো বটেই, রোহিতকে আগামী জুনের টি২০ বিশ্বকাপ খেলার জন্য অনুরোধ করেছিলেন অজিত আগরকাররাও। ভারত অধিনায়ক রোহিত নিজে এই ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত

টি২০–র জার্সিতে রোহিত শর্মাকে আর দেখা যাবে কিনা তা নিয়েই চর্চা।

নিয়েছেন, এখনও স্পষ্ট নয়। যদিও বিসিসিআইয়ের অন্দরমহল থেকে বলা হচ্ছে, রোহিত মার্কিন মুলুকে টি২০ বিশ্বকাপে খেলবেন। কিন্তু তারপরও জল্পনা থামেনি। বরং হিটম্যান যেভাবে প্রশ্ন তুলেছেন, তা অনেককেই চমকে দিয়েছে। তিনি কেন এমন প্রশ্ন তুললেন, সেটা নিয়েও বিতর্ক চলছে এখনও।

বিসিসিআইয়ের এক শীর্ষ কর্তার দাবি সত্যি হলে, ঘরের মাঠে গত ১৯ নভেম্বর নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালে হার এখনও মানতে পারেননি হিটম্যান। তিনি নিজে তো বটেই, সমগ্র ক্রিকেটমহলই জানে চার বছর পর ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্ধারিত থাকা একদিনের বিশ্বকাপে ৪০ বছরের রোহিত খেলবেন না। তাহলে কি আমেরিকার মাটিতে আগামী জুনের টি২০ বিশ্বকাপ রোহিতের কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ হতে চলেছে? এমন প্রশ্নেরও জবাব নেই।

তবে রোহিতের আন্তর্জাতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনাটা চলছে প্রবলভাবেই। হয়তো চলবেও।

ব্যাটারদের জন্য কঠিন পরীক্ষা, মানছেন দ্রাবিড়

আগ্রাসী ক্রিকেটের হুমকি প্রোটিয়া কোচের

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : মেয়াদ বাড়ার পর প্রথম সফর।

তিন সিরিজের মিশন দক্ষিণ আফ্রিকা। টি২০ দিয়ে শুরু। শেষে দুই ম্যাচের টেস্ট টক্কর। লাল বলের যে চ্যালেঞ্জকে সবচেয়ে কঠিন মনে করছেন ভারতীয় দলের হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়। দল নিয়ে আত্মবিশ্বাসের মাঝেও তাই বাড়তি সতর্ক ‘দ্য ওয়াল’।

ভারতের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের ইতিহাসে ব্যর্থতাই বেশি। বিশেষত টেস্টে। সিরিজ জয়ের স্বাদ অধরা এখনও পর্যন্ত। গত সফরেও ওডিআই এবং টেস্ট, দুই সিরিজেই হারতে হয়েছে। যে সিরিজে কোচের দায়িত্বে ছিলেন আবার দ্রাবিড়ই।

খেলোয়াড় এবং কোচ হিসেবে পুরোনো অভিজ্ঞতা থেকে ‘মিস্টার ডিপেন্ডেবল’ জানেন, শুধু গেমপ্ল্যান থাকলেই চলবে না। স্বচ্ছ ধারণা প্রয়োজন দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবেশ, পরিস্থিতি সম্পর্কে। গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন।

দ্রাবিড় বলেছেন, ‘ব্যাটারদের জন্য নিঃসন্দেহে কঠিন মঞ্চ। পরিসংখ্যান দেখলে তা বেশ পরিষ্কার। বিশেষত, সেঞ্চুরিয়ান

মাইসুরুর চামুন্ডি হিল মন্দিরে পুজো দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা রওনা হলেন দ্রাবিড়।

ও জোহানেসবার্গে ব্যাটিং কঠিন। উইকেটে মুভমেন্ট রয়েছে। রয়েছে পেস। বাউন্সের হেরফেরও আছে। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের নিজস্ব গেমপ্ল্যান থাকা জরুরি। দরকার পরিকল্পনা নিয়ে স্বচ্ছ ধারণারও। সঙ্গে পরিশ্রম এবং সঠিক প্রস্তুতি।’

ব্যাটারদের কী করা উচিত, সেই রাস্তাও বাতলে দিলেন রোহিত–বিরাটদের হেডস্যার। পরিষ্কার জানালেন, ক্রিজে সেট হয়ে গেলে তার পুরোদস্তুর সুফল তুলে ফিরতে হবে। শুধু ভালো শুরু করলে হবে না, ইনিংসকে টেনে নিয়ে যেতে হবে। দ্রাবিড়ের কথায়, দলগত প্রচেষ্টার পাশাপাশি ব্যক্তিগত নৈপুণ্য সাফল্যের অন্যতম শর্ত মিশন দক্ষিণ আফ্রিকায়।

দ্রাবিড় বলেন, ‘প্রত্যেকেই একইরকম খেলবে, আশা করা ভুল। তবে দল তাদের কাছে কী প্রত্যাশা করছে, সেটা পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। খেলোয়াড়দের দায়িত্ব মাঠে নেমে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করা। চাপ সামলানোর জন্য মানসিক দৃঢ়তা গুরুত্বপূর্ণ। আরও একটা বিষয় হল, কেউ সেট হয়ে গেলে, তাকে চেষ্টা করতে হবে ম্যাচ জেতানো পারফরমেন্স করার।’

শুধু পিচ, পরিস্থিতি নয়, প্রোটিয়া শিবিরের তরফেও উড়ে আসছে গোলাগুলি। দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট দলের হেডকোচ শুকরি কনরাড প্রচ্ছন্ন হুমকিও দিয়ে রেখেছেন। চাপ তৈরি করেছেন সেদেশের মাটিতে ভারতীয় দলের অতীত ব্যর্থতার কথা তুলে। মনে করিয়ে দিয়েছেন, হোম সিরিজে ভারতের বিরুদ্ধে কখনও টেস্ট সিরিজ হারেননি তাঁরা। আসন্ন সিরিজেও সেই গর্বের রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রাখতে তাঁরা বদ্ধপরিকর।

ভারত ভালো দল হলেও, নিজের টিম নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। দলের উদ্দেশে কনরাডের বার্তা, টিম ইন্ডিয়াকে শুরু থেকে চেপে ধরতে হবে। মাথা তুলতে দিলেই বিপদ। প্রথম বল থেকে কোমর বেঁধে ঝাঁপাবেন। দ্রাবিড়ের প্রশিক্ষণাধীন টিম ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ কীভাবে সামলায়, সেটাই দেখার।

দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ার আগে আইপিএল সতীর্থ রশিদ খানের সঙ্গে দেখা করলেন শুভমান গিল।

বছরের সেরা লিও মেসি

নিউ ইয়র্ক, ৬ ডিসেম্বর : লিওনেল মেসির মুকুটে নতুন পালক জুড়ল। বুধবার টাইম ম্যাগাজিনের তরফে ২০২৩ সালের সেরা অ্যাথলিট হিসেবে বেছে নেওয়া হল আর্জেন্টাইন কিংবদন্তিকে। ৩৬ বছর পর আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ের অন্যতম কান্ডারি চলতি বছরে আটবার ব্যালন ডি’অর জিতে রেকর্ড গড়েছেন। প্যারিস সাঁ জাঁ ছাড়ার সময় তাঁর পুরোনো ক্লাব বার্সেলোনা ও সৌদির দল আল হিলালের লোভনীয় প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও মেজর লিগ সকারের দল ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়েছেন ও মার্কিন মুলুকে ফুটবলের জনপ্রিয়তা বাড়ানোয় এগিয়ে এসেছেন। তাঁর নেতৃত্বেই ইন্টার মায়ামি প্রথম ট্রফি জিতেছে। এই দিকগুলি বিবেচনা করেই লিওকে বছরের সেরা অ্যাথলিট বেছে নেওয়া হয়েছে।

জিম সেশনের এই ছবি পোস্ট করে ঋষভ পন্থ লিখলেন, ‘প্রত্যাবর্তনের চেষ্টায়।’

দক্ষিণ আফ্রিকায় আকাশ, দুশ্চিন্তায় বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : গ্রুপ পর্বের খেলা শেষ। এবার নকআউটের লড়াই।

চলতি বিজয় হাজারে ট্রফির প্রি–কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার লক্ষ্যেই আজ বেলার দিকে মুম্বই থেকে রাজকোটে পৌঁছে গেল বাংলা দল। দিনের বাকি সময়টা বিশ্রাম নিয়েই কাটিয়ে দিলেন অনুষ্টুপ মজুমদাররা।

সঙ্গে চলল শনিবারের গুজরাট ম্যাচ নিয়ে ভাবনা ও পরিকল্পনা। শনিবারের প্রি–কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের আগে কিছুটা হলেও দুশ্চিন্তায় বাংলা শিবির। সৌজন্যে দলের সেরা জোরে বোলার আকাশ দীপ। আজ সকালেই মুম্বই থেকে বেঙ্গালুরু হয়ে ভারতীয় ‘এ’ দলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার পথে রওনা হয়ে গিয়েছেন আকাশ। শনিবারের গুজরাট ম্যাচে আকাশের পরিবর্ত কে হবেন, তা নিয়েই আপাতত বেশ দুশ্চিন্তায় বাংলা

রাজকোটে অনুষ্টুপরা

টিম ম্যানেজমেন্ট। দলের সহকারি কোচ সৌরাশিস লাহিড়ি সন্ধ্যার দিকে রাজকোট থেকে মোবাইলে বলছিলেন, ‘আকাশ আমাদের দলের সেরা জোরে বোলার। ওর অভাব পূরণের কাজটা সহজ হবে না। যারা রয়েছে, তাদেরই বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে মাঠে সেরাটা দিতে হবে। তরুণদের জন্যও বড় সুযোগ।’

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের ভারতীয় ‘এ’ স্কোয়াডে রয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণও। আকাশ, অভিমন্যুদের ছাড়াই নক আউট পর্বের ম্যাচ খেলতে হবে বাংলাকে। ওপেনার অভিমন্যুর অভাব যদিও বা বাকিরা সামলে দিয়েছেন বিজয় হাজারের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে। কিন্তু আকাশের বদলি কে হবেন? বঙ্গ শিবিরে রয়েছে দুটি নাম। ঈশান পোড়েল ও গীত পুরি। প্রথম জনের ফিটনেস সমস্যা রয়েছে। অপরজন এখনও বিজয় হাজারের কোনও ম্যাচ খেলেননি। এমন অবস্থায় আগামীকাল রাজকোটের সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার মাঠে অনুশীলনে নামতে চলেছে বাংলা দল। দলের অন্দরের খবর, আগামীকাল ও পরশু, দুই দিনের অনুশীলনের মাধ্যমেই আকাশের পরিবর্ত বেছে নেবে বাংলা। তার আগে দক্ষিণ আফ্রিকার পথে রওনা হয়ে যাওয়া আকাশকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছে বাংলা শিবির।

দলের সঙ্গে যাননি চাহার, টেস্টে অনিশ্চিত সামি

র‍্যাংকিংয়ে রমরমা ভারতের, রশিদকে সরিয়ে শীর্ষে রবি

বেঙ্গালুরু, ৬ ডিসেম্বর : আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে ভারতের দাপট।

দল এবং ব্যক্তিগত বিভাগে ভারতের আধিপত্যের ছবি। সদ্য প্রকাশিত তালিকায় টেস্ট, ওডিআই এবং টি২০– তিন বিভাগেই এক নম্বর দলের শিরোপা টিম ইন্ডিয়ার। ব্যক্তিগত ব্যাটিং, বোলিং, অলরাউন্ডারদের সেরার টক্করে সাফল্যের প্রতিফলন।

টেস্ট ছাড়া বাকি দুই ফর্ম্যাটে এক নম্বর ব্যাটারের সিংহাসনে ভারতীয়। ওডিআইয়ে শুভমান গিল, টি২০–তে সূর্যকুমার যাদব। বোলিংয়ে ওডিআই ছাড়া বাকি দুই বিভাগেও সেরা রবি বিষ্ণোই (টি২০) ও রবিচন্দ্রন অশ্বীন (টেস্ট)। সঙ্গে এক নম্বর টেস্ট অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা। বারোটির মধ্যে ৮টিতেই শীর্ষস্থানই ভারতের কবজায়।

বিষ্ণোই তালিকায় নবতম সংযোজন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত টি২০ সিরিজে সাফল্যের (৫ ম্যাচে ৯ উইকেট) সুবাদে শীর্ষস্থানে উঠে এসেছেন ভারতীয় লেগস্পিনার। বছর তেইশের বিষ্ণোই (৬৯৯ পয়েন্ট) পিছনে ফেলেছেন আফগানিস্তানের তারকা স্পিনার রশিদ খানকে (৬৯২)। সেরা পাঁচের প্রত্যেকেই স্পিনার। বাকি তিনজন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা, আদিল রশিদ ও মহেশ থিকশানা। অক্ষর প্যাটেল এবং অর্শদীপ সিং যথাক্রমে রয়েছেন ১১ ও ২০তম স্থানে।

এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের শুরুতেই ধাক্কা ভারতীয় শিবিরে। বাবার অসুস্থতার কারণে দলের সঙ্গে যেতে পারেননি দীপক চাহার। বেঙ্গালুরু

টি২০–র এক নম্বর বোলার হয়ে প্রোটিয়াদের চ্যালেঞ্জ নিতে যাচ্ছেন রবি বিষ্ণোই (বাঁয়ে)। দক্ষিণ আফ্রিকাগামী বিমানে কুলদীপ যাদব, রিঙ্কু সিং, অর্শদীপ সিং, তিলক ভার্মা, ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপরা।

থেকে সূর্যকুমারের নেতৃত্বাধীন টি২০ দল জোহানেসবার্গ উড়ে গিয়েছে। কিন্তু বাবার অসুস্থতার দরুন পরিবারের সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নেন দীপক।

জানান, বাবার অবস্থা সংকটজনক ছিল। ঠিক সময়ে হাসপাতালে না গেলে পরিস্থিতি খারাপ হত। দীপক বলেছেন, ‘আমাকে ক্রিকেটার হিসেবে গড়ে তোলার সবটুকু কৃতিত্ব বাবার। ওঁর জন্য আজ আমি এই জায়গায় পৌঁছেছি। আমার কাছে বাবার গুরুত্ব আলাদা। এরকম পরিস্থিতিতে রেখে আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়।’

দীপক জানিয়েছেন, হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে কথা বলেছেন। কথা হয়েছে নির্বাচক কমিটির সদস্যদের সঙ্গেও। বাবা সুস্থ হলেই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।

আট বিভাগে এক নম্বর টিম ইন্ডিয়া

টেস্ট দল
ওডিআই দল
টি২০ দল
ওডিআই ব্যাটার : শুভমান গিল
টেস্ট বোলার : রবিচন্দ্রন অশ্বীন
টেস্ট অলরাউন্ডার : রবীন্দ্র জাদেজা
টি২০ ব্যাটার : সূর্যকুমার যাদব
টি২০ বোলার : রবি বিষ্ণোই

১০ তারিখ প্রথম টি২০। ম্যাচে দীপককে পাওয়া যাবে নাকি বিকল্পের পথে হাঁটবেন নির্বাচকরা, পরিষ্কার নয়।

মহম্মদ সামিকে নিয়েও রয়েছে টানাপোড়েন। সাদা বলের জোড়া ফর্ম্যাট থেকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র টেস্ট দলে রয়েছেন। কিন্তু গোড়ালির সমস্যায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে সামিকে পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা। বিশ্বকাপে ইনজেকশন নিয়ে গোড়ালির সমস্যার মধ্যেই খেলেছিলেন। সমস্যা এখনও মেটেনি।

হাতে বেশ কিছুদিন সময় থাকলেও তা মিটবে জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। টিম ঘোষণার সময় সামির ফিটনেসের বিষয়টি উল্লেখও করে দেন অজিত আগরকাররা। বিসিসিআই সূত্রের খবর, সামির চোট নিয়ে নিশ্চিত হওয়ার পরই পদক্ষেপ করা হবে। প্রোটিয়া সফর গুরুত্বপূর্ণ হলেও ঝুঁকি নেওয়া হবে না। আশঙ্কা সত্যি হলে সামিকে বিশ্রাম দিয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পরবর্তী হোম সিরিজেই ফেরানো হবে।

অধিনায়ক রোহিতের প্রশংসায় ম্যাককুলাম

ভারতকে ‘বাউন্সার’ ছুড়লেন কালিস

জোহানেসবার্গ, ৬ ডিসেম্বর : দশ তারিখ সফরের প্রথম ম্যাচ।

দক্ষিণ আফ্রিকায় পেস–বাউন্সি উইকেটেই পরীক্ষা হতে চলেছে ভারতের। তার আগেই অবশ্য ভারতীয় দলের উদ্দেশ্যে জ্যাক কালিসের ‘বাউন্সার’। ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডারের দাবি, ভারত ভালো দল। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকাকে ঘরের মাঠে হারানো কঠিন।

সাম্প্রতিক পারফরমেন্সে ভারত এগিয়ে থাকলেও, হোম সিরিজে নিজের দেশকেই এগিয়ে রাখছেন ক্যালিস। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে বরাবরই কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে ভারত। অতীত রেকর্ডও সুখকর নয়। গত সফরে (২০২১–’২২) টেস্টে ২–১ এবং ওডিআইয়ে ৩–০ ব্যবধানে হেরেছিল ভারত। কালিসের দাবি মতে, ছবিটা বদলানো সহজ নয় টিম রাহুল দ্রাবিড়ের পক্ষে।

ভারত–দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘সন্দেহ নেই ভারত ভালো দল। কিন্তু বাস্তব হল আমাদের ঘরের মাঠে হারানো কঠিন। যেই জিতুক টেস্ট সিরিজ আকর্ষণীয় হবে। সেঞ্চুরিয়ান দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য পারফেক্ট মঞ্চ। ভারত সেখানে নিউল্যান্ডসে সুবিধা পাবে। কয়েকটা সেশনের পারফরমেন্স তফাত গড়ে দেবে।’

> “সন্দেহ নেই ভারত ভালো দল। কিন্তু বাস্তব হল আমাদের ঘরের মাঠে হারানো কঠিন। যেই জিতুক টেস্ট সিরিজ আকর্ষণীয় হবে। সেঞ্চুরিয়ান দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য পারফেক্ট মঞ্চ। ভারত সেখানে নিউল্যান্ডসে সুবিধা পাবে। কয়েকটা সেশনের পারফরমেন্স তফাত গড়বে।
> –জ্যাক কালিস

টি২০ সিরিজ দিয়ে সফর শুরু করবে ভারত। তারপর ওডিআই এবং সব শেষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। বক্সিং ডে টেস্ট (২৬–৩০ ডিসেম্বর) সেঞ্চুরিয়ানে। নিউ ইয়ার টেস্ট হবে কেপটাউনের নিউল্যান্ডসে (৩–৭ জানুয়ারি)। এদিকে ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের হেডকোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম আবার রোহিত শর্মার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নতুন বছরে ৫ ম্যাচের লম্বা টেস্ট সিরিজ খেলতে দল নিয়ে ভারতে পা রাখবেন। মানছেন, ইংল্যান্ডের বাজবল ক্রিকেটের আসল পরীক্ষা হবে ভারতের মাটিতেই।

এদিন ম্যাককুলাম অবশ্য মাতলেন রোহিত–বিরাট কোহলিদের নিয়ে। বলেছেন, ‘রোহিতের নেতৃত্ব ভালো লাগে। একটা আগ্রাসী ব্যাপার রয়েছে। ঝুঁকি নিতে জানে। হাতে একঝাঁক প্রতিভাবান ক্রিকেটারও রয়েছে। যে রসদটাকে দারুণভাবে ব্যবহার করছে রোহিত। শুধু ভারতীয় দল নয়, আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জন্যও ও দুর্দান্ত অধিনায়ক।’

বিরাটকে নিয়েও উচ্ছ্বসিত। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরে থাকার সময় তরুণ বিরাটকে সামনে থেকে দেখেছেন। প্রথম দর্শনে আগামীর সুপারস্টার মনে হয়েছিল। স্বপ্নটাকে যেভাবে বাঁচিয়ে রেখে সফল করে তুলেছে বিরাট, তা প্রশংসনীয়। ম্যাককুলামের কথায়, কোটি কোটি ভক্তের প্রত্যাশার চাপ মাথায় নিয়ে বড় মঞ্চে পারফর্ম করে দেখিয়েছে। সমস্ত সাফল্য, প্রশংসা, পুরস্কার বিরাটের প্রাপ্য।

ওয়ার্নারের পাশে এবার অজি অলরাউন্ডার

ক্যানবেরা, ৬ ডিসেম্বর : উসমান খোয়াজা, জর্জ বেইলির পর এবার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। দেশের প্রাক্তন, বর্তমান তারকাদের একে একে পাশে পাচ্ছেন ডেভিড ওয়ার্নার।

পাঁচ বছর আগের স্যান্ডপেপার গেট কেলেঙ্কারির স্মৃতি উসকে ওয়ার্নারকে আক্রমণ করেছিলেন প্রাক্তন অজি পেসার মিচেল জনসন। যা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট সমাজ গত কয়েকদিন ধরে সরগরম। ওয়ার্নারকে আক্রমণের কারণ মঙ্গলবার প্রকাশ্যেও এনেছেন জনসন। কিন্তু তারপরও তাঁর পক্ষে কথা বলার মতো লোক পাওয়া যাচ্ছে না। বরং খোয়াজা, বেইলির পর তারকা অজি অলরাউন্ডার ম্যাক্সওয়েল বুধবার ওয়ার্নারের সমর্থনে এগিয়ে এলেন।

ম্যাক্সওয়েল বলেছেন, ‘জনসন–ওয়ার্নার বিতর্কে আলটপকা মন্তব্য করে খবরের শিরোনাম হতে চাই না। তবে আমার চোখে ওয়ার্নার অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের একজন যথার্থ চ্যাম্পিয়ন। ওয়ার্নারকে প্রথম টেস্টে সুযোগ দেওয়া নিয়ে নির্বাচকদের মধ্যে স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে। পারথে ডেভিকে (ডেভিড ওয়ার্নার) দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। এবারের গ্রীষ্মে ওয়ার্নারের ব্যাটে বড় রান অপেক্ষা করছে।’

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন তারকা এবি ডিভিলিয়ার্স আবার চাইছেন নিজেদের মধ্যে ঝামেলা মিটিয়ে নিক জনসন ও ওয়ার্নার। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ‘মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি’ এবি বলেছেন, ‘ব্যক্তিগত ঝামেলা গোটা পৃথিবীকে জানিয়ে কী লাভ? আমার মতে, ফোন করে নিজেদের সমস্যা মিটিয়ে নিলেই তো হয়ে যায়। হয়তো ড্রেসিংরুমের কোনও ক্ষত জনসনের মনে রয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারজন্য জনসমক্ষে মুখ খোলার কোনও প্রয়োজন নেই।’

জনসন ও ওয়ার্নার– দুইজনের বিরুদ্ধেই খেলেছেন ডিভিলিয়ার্স। সেই অভিজ্ঞতা থেকে প্রোটিয়া তারকার মনে হয়েছে, ক্রিকেটার হিসেবে ওয়ার্নার অত্যন্ত আগ্রাসী। জনসনের মানসিকতাও প্রায় একই ধরনের। সেটাই সমস্যার কারণ হতে পারে, মত ডিভিলিয়ার্সের। তিনি বলেছেন, ‘মাঠে বিপক্ষকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়ার মুডে থাকে না ওয়ার্নার। কিন্তু মাঠের বাইরে ও একেবারে শান্ত স্বভাবের মানুষ। আইপিএলে দিল্লি ডেয়ারডেভিলসে খেলার সময় ওয়ার্নারকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। জনসনও একই ধরনের। এটাই হয়তো সংঘাতের কারণ।’

প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে শতরানের পর শান মাসুদ। বুধবার ক্যানবেরায়।

ওয়ার্নারকে আক্রমণের জেরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ধারাভাষ্য দিতে পারবেন না জনসন। কিছুদিন আগে জনসন আসন্ন সিরিজে ধারাভাষ্য দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সম্প্রচারকারী চ্যানেলে ধারাভাষ্যকারদের যে তালিকা বুধবার প্রকাশ করা হয়েছে তাতে ৪২ বছরের জনসনের নাম নেই।

জনসন–ওয়ার্নারের ঝামেলা নিয়ে পাকিস্তান শিবিরের মাথাব্যথা নেই। বরং তারা প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে চারদিনের প্রস্তুতি ম্যাচের মাধ্যমে প্রথম টেস্টের ড্রেস রিহার্সালে ব্যস্ত। বুধবার প্রস্তুতি ম্যাচে শতরান করে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে রাখলেন পাকিস্তানের নতুন টেস্ট অধিনায়ক শান মাসুদ (অপরাজিত ১৫৬)। ইমাম–উল–হক (৮) ব্যর্থ হলেও আরেক ওপেনার আব্দুল্লাহ শফিক (৩৮) ব্যাটিং ঝালিয়ে রাখলেন। পারথের বাউন্সি পিচে প্যাট কামিন্সদের মুখোমুখি হওয়ার আগে রান পেলেন প্রাক্তন অধিনায়ক বাবর আজমও (৪০)। তবে ব্যাটিংয়ে নেমেই মাসুদের স্ট্রেট ড্রাইভ নন–স্ট্রাইকার এন্ডে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ধরতে গিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ট্রোলড হলেন তিনি। উইকেটরক্ষক–ব্যাটার সরফরাজ আহমেদের (৪১) ফর্ম পাক শিবিরকে স্বস্তি জোগাবে। যার ফলে প্রথমদিনের শেষে পাকিস্তানের স্কোর ৩২৪/৬।

INDIAN PREMIER LEAGUE

যতদিন হাঁটতে পারব, ততদিন আইপিএল খেলব : ম্যাক্সওয়েল

সিডনি, ৬ ডিসেম্বর : কিছুদিন আগেই ভারতের মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপ জিতেছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জয়ে বড় ভূমিকা ছিল তাঁর। এক পায়ে ব্যাট করে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিশতরানের নজিরও রয়েছে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের।

এহেন ম্যাক্সওয়েল আপাতত নিজের দেশে। অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া বিগ ব্যাশ লিগের জন্য তৈরি হচ্ছেন। কিন্তু এখনও তাঁর মন পড়ে রয়েছে ভারতে। আরও স্পষ্ট করে বললে, আইপিএলে। কারণ অজি অলরাউন্ডারের দাবি, আইপিএল দুনিয়ার সেরা ক্রিকেট লিগ। আর এই ক্রিকেট লিগ তাঁর কেরিয়ার বদলে দিয়েছে। অজি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অলরাউন্ডার ম্যাক্সওয়েল আজ তাই ঘোষণা করেছেন, তিনি যতদিন হাঁটতে পারবেন, ততদিন আইপিএলে খেলা চালিয়ে যাবেন। ম্যাক্সওয়েলের কথায়, ‘দুনিয়ার নানা প্রান্তে যতগুলো ক্রিকেট লিগ খেলেছি, তার মধ্যে আইপিএলই সেরা। আমার কেরিয়ারে আইপিএলের বিরাট অবদান রয়েছে। অনেক কিছু শিখেছি এই আইপিএল থেকে। তাছাড়া বিরাট কোহলি, এবি ডিভিলিয়ার্সদের মতো ক্রিকেটারদের সঙ্গে এক সাজঘরে কাটানোও বিশাল অভিজ্ঞতা। তাই আমি চাই, যতদিন হাঁটতে পারব ততদিন আইপিএল খেলব।’

২০২৪ সালের জুন মাসে আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে রয়েছে টি২০ বিশ্বকাপ। কুড়ির বিশ্বকাপের আগে ভারতে আইপিএল খেলার পরামর্শ ম্যাক্সওয়েল তাঁর সতীর্থদেরও দিচ্ছেন। বিগ ব্যাশে মেলবোর্ন স্টার্সের অধিনায়ক গ্লেন আজ বলেছেন, ‘আপাতত টি২০ ক্রিকেটের দিকেই মূল ফোকাস রয়েছে আমার। ঘরের মাঠে বিগ ব্যাশ যেমন খেলব। তেমনই আগামী বছর ভারতের মাটিতে আইপিএল খেলার প্রস্তুতিও চালিয়ে যাব। আর আইপিএলের পরই রয়েছে কুড়ির বিশ্বকাপ। অস্ট্রেলিয়া দলে আমার সব সতীর্থকে বলতে চাই প্রাক টি২০ বিশ্বকাপ ভারতের মাটিতে আইপিএল খেলার জন্য। যদি নিলামে সুযোগ আসে, তাহলে ভারতে অবশ্যই আইপিএল খেলো। অভিজ্ঞতা বাড়বে। যা ২০২৪ সালের টি২০ বিশ্বকাপের আসরেও কাজে লাগবে।’

ফিল্ডার-ব্যাটারদের ব্যর্থতায় হার ভারতের

ইংল্যান্ড–১৯৭/৬
ভারত–১৫৯/৬

রেণুকা সিং তিন উইকেট নিলেও প্রথম টি২০ জিততে ব্যর্থ ভারত। বুধবার।

মুম্বই, ৬ ডিসেম্বর : ভারতীয় সিনিয়ার মহিলা দলের হেড কোচ হিসেবে বুধবার নতুন ইনিংস শুরু করলেন অমল মুজুমদার। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে নামার আগে মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে অমল জানিয়েছিলেন, মেয়েদের থেকে আগ্রাসী ক্রিকেট চাইছেন। ফিল্ডিং ও ফিটনেসের কোনও সমঝোতা করা চলবে না।

বুধবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে দেখা গেল, ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের ফিল্ডিং সেই বছর দুয়েক আগের অবস্থাতেই রয়েছে। ভারতীয় ফিল্ডারা এদিন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে অন্তত গোটা তিনেক ক্যাচ ফেললেন। ড্যানিয়েল ওয়াট (৭৫), ন্যাট স্ক্রিভার-ব্রান্টরা (৭৭) দুই হাতে সেই সুযোগের ফায়দা তুললেন। নিটফল, শুরুর ধাক্কা সামলে ইংল্যান্ড ১৯৭/৬ স্কোরে পৌঁছে যায়। যা ভারতীয় ব্যাটিং লাইনআপ টপকাতে পারেনি। ভারত প্রথম টি২০ হারল ৩৮ রানে।

অথচ টসে জিতে অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরর ফিল্ডিং নেওয়ার পর শুরুটা দুর্দান্ত করেছিল ভারত। গত বছর মহিলাদের আইপিএলের দুই আবিষ্কার–শ্রেয়াঙ্কা পাতিল ও সাইকা ইশাকের অভিষেক হয় এদিন। চোট সারিয়ে ফেরা রেণুকা সিং (২৭/৩) প্রথম ওভারে চতুর্থ ও পঞ্চম বলে জোড়া উইকেট নিয়ে ওয়াংখেড়ের দর্শকদের মাতিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ২/২ হয়ে যাওয়ার পরই খেলা ধরে নেন ওয়াট (৭৫) ও স্ক্রিভার-ব্রান্ট (৭৭)। তাদের ১৩৮ রানের পার্টনারশিপ হরমনপ্রীতদের সমস্ত উন্মাদনায় জল ঢেলে দেয়। রেণুকা সফল হলেও তাঁর ওপেনিং বোলিং পার্টনার পূজা বস্ত্রকারের (৪৪/০) দিনটা একেবারেই ভালো গেল না। ভুলে ভরা বোলিংয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলল জঘন্য ফিল্ডিং।

১৯৭-এর বিশাল স্কোর তাড়া করতে গেলে ওপেনিং জুটিকে বুনিয়াদ রাখতে হয়। কিন্তু দলের ২০ রানের মাথায় ফিরে যান তারকা ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা (৬)। তিন নম্বরে নেমে জেমিমা রডরিগেজও (৪) পুরোপুরি ব্যর্থ। শেফালি ভার্মার (৫২) সঙ্গে ৪১ রানের পার্টনারশিপে ভারতীয় ইনিংসকে হরমনপ্রীত (২৬) ট্র্যাকে ফেরানোর চেষ্টা অবশ্য করেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় অধিনায়ককে সোফি এক্লেস্টোন ফিরিয়ে দেন। শুরুটা ভালো করেছিলেন শিলিগুড়ি উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষ। কিন্তু তিনি ২১ রানের বেশি এগোতে পারেননি। এক্লেস্টোনের (১৫/৩) বলে শেফালি ভার্মা ফিরতেই ভারতের জয়ের আশা শেষ হয়ে যায়। ভারত ৬ উইকেটে ১৫৯ রানে আটকে যায়।

বাগানের মান বাঁচালেন সাদিকু

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট–২
(সাদিকু–২)
ওড়িশা এফসি–২
(জাহৌ–২ পেনাল্টি ১)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

জোড়া গোলের পর সেলিব্রেশন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের আর্মান্দো সাদিকুর। ছবি : ডি মণ্ডল

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : আইএসএলে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিজয়যাত্রা জগন্নাথদেবের রথের চাকায় আটকে যাওয়ার মুখে নায়ক হলেন আর্মান্দো সাদিকু। জয় না এলেও অপরাজিত থেকে গেল হুয়ান ফেরান্দো বাহিনী।

এদিন শেষমুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই জারি রাখার সুফল পেল মোহনবাগান। ৯৪ মিনিটে হেক্টর ইউসতের হেড করে নামিয়ে দেওয়া বলে সাদিকুর শট অমরিন্দার সিংকে টপকে গড়িয়ে গড়িয়ে গোলে যেতেই মাঠে উপস্থিত হাজার দশেক সমর্থক আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। নাহলে ফের একবার ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে মুখ কালো করে ফিরতে হত। সদ্যই ২-৫ গোলে হারের দগদগে ঘা-এ খানিকটা হলেও প্রলেপ লাগলো বলা যায়। এদিন ৫৭ মিনিটে জাহৌকে বসিয়ে দিয়েই জেতা ম্যাচটা ফেলে এলেন সের্জিও লোবেরা। মাঝমাঠে জাহৌ বসার এক মিনিটের মধ্যে প্রথম গোল খায় ওড়িশা।

এদিন হুগো বৌমৌস ওয়ার্ম আপের সময়ে চোট পাওয়ায় মাঝমাঠের শক্তি অর্ধেক হয়ে যায় ম্যাচ শুরুর আগেই। ফলে জেসন কামিংসকে প্রথম একাদশে নিয়ে আসায়, হাতে পরিবর্তও কমে যায় মোহনবাগানের। এমনিতেই এদিন রিজার্ভ বেঞ্চে সব কলকাতা লিগের ফুটবলারদের রাখেন ফেরান্দো। মনবীর সিং-দিমিত্রিস পেত্রাতোসরা এদিনও ছিলেন গ্যালারিতেই। হুগো না থাকায় মোহনবাগানের মাঝমাঠ বলে শুরু থেকেই আর কিছু ছিল না। তবু সাহাল আব্দুল সামাদ ও অনিরুদ্ধ থাপা কিছুটা চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু দুইজনেই চোট পেয়ে যাওয়ায় একটা সময়ে তাঁদের তুলে নিতে বাধ্য হন ফেরান্দো। যদিও তারপরেই দুইটি গোল এল মোহনবাগানের। এদিন রয় কৃষ্ণাকে শুরুতে বেঞ্চে রাখলেও তাঁকে ৬২ মিনিটে মাঠে নামাতে বাধ্য হলেন ওড়িশা কোচ। কারণ বাড়তি আত্মবিশ্বাস দেখাতে গিয়ে তার আগে তিনি নিজেই বিপদ ডেকে আনেন জাহৌকে বসিয়ে দিয়ে। যার জেরে ৫৮ মিনিটে কিয়ান নাসিরির মাইনাস থেকে ইউরোতে আলবেনিয়ার হয়ে গোল করা সাদিকু বাঁ পায়ে ফ্লিকে দর্শনীয় গোল করে বাঁচালেন মোহনবাগানকে।

মাত্র ১০ মিনিটে একটা সুযোগ ছিল মোহনবাগানের কাছে। কিন্তু কিয়ানের বাড়ানো বল বক্সের মধ্যে ফাঁকায় পেয়েও সাদিকু উপর দিয়ে মারেন। ৫২ মিনিটেও একইভাবে বারের উপর দিয়ে উড়িয়ে দেন তিনি। সাদিকু তবু সুযোগ নষ্ট করার পাশাপাশি দুইটি গোলও করেছেন। কিন্তু কামিংস তো সারা ম্যাচে নজরেই পড়লেন না। ২৩ মিনিটে আরও একটা সুযোগ তৈরি হতে হতেও হয়নি। সাদিকুর ব্যাক হিল থেকে সাহালের গ্রু ধরার জন্য কিয়ান সময়ে পৌঁছতে পারেননি। ৩৭ মিনিটে আশিস রাইয়ে তোলা বল নরিন্দার গেহলটের কাঁধে লাগলে মোহনবাগান পেনাল্টি দাবি করেছিল। রেফারি ক্রিস্টাল জন কর্ণপাত করেননি।

৩০ মিনিটে ওড়িশার প্রথম গোল। ইশাক রালতের ক্রস থেকে পুইতিয়া লালথাঙ্গার হেড হাতে লাগিয়ে ফেলেন শুভাশিস বসু। একজন ডিফেন্ডারের টেকনিকাল জ্ঞান থাকলে সে কখনই দুই হাত বার করে রাখবে না। অথচ শুভাশিস সেটাই করে পেনাল্টি পাইয়ে দিলেন ওড়িশাকে। জাহৌয়ের এসব ক্ষেত্রে ভুল হয় না গোল করতে। ১-০ এগিয়ে যাওয়া ওড়িশা এরপর আরও তেড়েফুরে খেলা শুরু করতেই সেসময় ম্যাচ থেকে হারিয়ে যায় মোহনবাগান। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে দিয়েগো মৌরিসিওর মাইনাসে টোকা মেরে জাহৌয়ের দ্বিতীয় গোল। ম্যাচের শেষদিকে কৃষ্ণার তোলা বল একা বিশাল কেইথকে পেয়েও তাঁর গায়ে মারেন প্রাঞ্জল ভূমিজ এবং ফিরতি বলও তিনি পোস্টে না মারলে সেসময়ই হয়তো নিজেদের জয় নিশ্চিত করে ফেলত ওড়িশা।

এদিনের লড়াইটা এত উচ্চস্তরের এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ের ছিল যে ম্যাচটা শেষ হতেই ফেরান্দোকে দেখা গেল কৃষ্ণার দিকে তেড়ে যেতে। দুই পক্ষেরই মধ্যে এই মারামারির জেরে একাধিক কার্ড বার করতে দেখা গেল রেফারিকে। লাল কার্ড দেখলেন মৌরিসিও।

মোহনবাগান
বিশাল, ব্রেন্ডান, ইউসতে, শুভাশিস, আশিস, সাহাল (গ্লেন (টাংরি), অনিরুদ্ধ (নামতে), লিস্টন, কিয়ান (সুহেল), কামিংস ও সাদিকু।

প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট শুরু

কোচবিহার, ৬ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগ বুধবার শুরু হল। কোচবিহার স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে কল্যাণ স্পোর্টিং ক্লাব ৬৮ রানে বিবেক সংঘকে হারিয়েছে। টসে জিতে কল্যাণ স্পোর্টিং ২৮.৫ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ১৩৭ রান তোলে। ম্যাচের সেরা পিন্টু রাউত ৪৫ রান করেন। শোভন কর্মকার ১৩ রানে ২ উইকেট পান। জবাবে বিবেক সংঘ ২৭.২ ওভারে ৬৯রানে গুটিয়ে যায়। তাদের দীপায়ন মণ্ডল ২১ রান করেন। গৌরব বিশ্বাস ১৮ রানে ৩ উইকেট পান। বৃহস্পতিবার ঘোষপাড়া ইয়ুথ ক্লাবের মুখোমুখি হবে শান্তিকুটির ক্লাব ও ব্যায়ামাগার।

জেপিএলে জয়ী ২০০৩

কোচবিহার, ৬ ডিসেম্বর : জেনকিন্স স্কুলের প্রাক্তনীদের জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগে (জেপিএল) ২০০৩ প্রাক্তনী ৫ উইকেটে ২০০৭ প্রাক্তনীকে হারিয়েছে। বুধবার টসে হেরে ২০০৭ প্রাক্তনী ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ৮২ রান তোলে। জেনকিন্স স্কুলের মাঠে বিজয় সরকার ২৪ রান করেন। ম্যাচের সেরা রতন দাস ২১ রানে ৩ উইকেট পান। জবাবে ২০০৩ প্রাক্তনী ৮.২ ওভারে ৫ উইকেটে ৮৩ রান তুলে নেয়। রতন ২৮ রান করেন। এল্লিস বর্মন ১৯ রানে ২ উইকেট পান। বৃহস্পতিবার খেলবে ২০০৮ প্রাক্তনী ও ২০১৩ প্রাক্তনী।

পয়েন্ট ভাগ

রায়গঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার রায়গঞ্জ আন্তঃক্লাব ক্রিকেটে বুধবার বৃষ্টির কারণে পয়েন্ট ভাগ করে দেওয়া হল। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে প্রথমে অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাব ৪০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৬২ রান রান করে। জবাবে আইডলস ৫.৫ ওভারে ১৯/৩ স্কোরে ছিল। এরপরই বৃষ্টি ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে আম্পায়াররা ম্যাচ বন্ধের সিদ্ধান্ত নেন। দুই দলকে এক পয়েন্ট করে দেওয়া হয় বলে জানান সংস্থার সহ-সচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার খেলবে ঐক্য সম্মিলনী ও অভিযান।

অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেট

জলপাইগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর : সিএবি পরিচালিত অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটের তিনটি জেলার জোন পর্যায়ের খেলা জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত হবে। ১৮-২০ ডিসেম্বর জেওয়াইএমএ ময়দানে এই খেলা হবে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব কুমার দত্ত জানিয়েছেন, অংশগ্রহণকারী দলগুলি হল- হাওড়া, বর্ধমান ও মালদা জেলা।

প্রথম দিনেই পড়ল ১৫ উইকেট

বলে হাত লাগিয়ে আউট মুশফিকুর

ঢাকা, ৬ ডিসেম্বর : বিচিত্রভাবে আউট হলেন মুশফিকুর রহিম। ১৪৬ বছরের টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে মাত্র দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে বলে হাত লাগিয়ে 'অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড' (ফিল্ডারদের বাধা দেওয়া) নিয়মে আউট হলেন এই ৩৬ বছর বয়সি ব্যাটার। তাঁর আগে ১৯৫১ সালে ইংল্যান্ডের লিওনার্ড হুটন এই লজ্জার তালিকায় নাম তোলেন।

এর আগে 'হ্যান্ডলিং দ্য বল' নামে আলাদা আইন ছিল। কিন্তু ২০১৭ সালে তাকে 'অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড'-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে এখন কোনও ব্যাটার বলে হাত লাগিয়ে আউট হলে তা 'অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড'-এর আওতায় পড়ে। এর নিরিখে হ্যান্ডলিং দ্য বল-এর নিয়ম অনুযায়ী টেস্ট ক্রিকেটে আউট হওয়া ব্যাটারদের তালিকায় আটে আছেন মুশফিকুর। তালিকায় একমাত্র ভারতীয় হিসেবে আছেন মহিন্দর অমরনাথ।

বুধবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে চলা দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিন ৪০.৪ ওভারের ঘটনা। কাইল জেমিসনের বল ব্যাকফুটে অনায়াসে ডিফেন্ড করেন মুশফিকুর। তারপর পিচে পড়ে বল লাফিয়ে উঠলে আচমকা হাত দিয়ে সরিয়ে দেন তিনি। বল উইকেটে লাগার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। কিউয়ি ক্রিকেটাররা আউটের আবেদন করলে তৃতীয় আম্পায়ার মুশফিকুরকে আউট দেন। ২৯তম ওভারেও একইভাবে বল সরানোর চেষ্টা করেন তিনি।

ক্রিকেট আইনের ৩৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী আউটটি 'অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড'-এর আওতায় পড়ে। ৩৭.১.২ নম্বর ধারা অনুযায়ী, বল ডেলিভারি হওয়ার পর ব্যাট না ধরা হাতে ব্যাটার যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বল আটকানোর চেষ্টা করেন, তাহলে তা এই আউটের আওতায় পড়বে।

হাস্যকর মুহূর্তটি দেখে ম্যাচের ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় প্রাক্তন বাংলাদেশি অধিনায়ক তামিম ইকবাল বলেই ফেলেন, 'যে ক্রিকেটার ৮০তম টেস্ট খেলছে, তার জানা উচিত যে কোন কাজটা করা ঠিক, কোনটা নয়। নেটে ব্যাটাররা হাতে করে বোলারদের বল ফিরিয়ে দেয়। এটা অনেক সময় অভ্যাসে পরিণত হয়। তবে এটা কোনও অজুহাত হতে পারে না।' প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক মাইকেল ভন ২০০১ সালে ভারত সফরে এসে 'হ্যান্ডলিং দ্য বল'-এর শিকার হয়েছিলেন। মুশফিকুরকে কটাক্ষ করে এদিন সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'আমাদের ক্লাবে তোমায় স্বাগত। একমাত্র প্রকৃত ক্রিকেটাররাই এর অংশ।'

ঘটনাবহুল দিনে স্পিনাররা শাসন করলেন। বাংলাদেশ প্রথমে ব্যাট করে ১৭২ রানে অলআউট হওয়ার পর দিনের শেষে নিউজিল্যান্ডের স্কোর ৫ উইকেটে ৫৫ রান। ব্ল্যাক ক্যাপসের হয়ে ৩টি করে উইকেট নেন মিচেল স্যান্টনার ও গ্লেন ফিলিপ্স। ২টি উইকেট আজাজ প্যাটেল ও অন্যটি টিম সাউদির নেওয়া। এদিকে টাইগারদের হয়ে ৩ উইকেট মেহেদি হাসান মিরাজ ও ২টি তাইজুল ইসলামের ঝুলিতে।

টেস্টে হ্যান্ডলিং দ্য বলে আউট

ব্যাটার	দেশ	ম্যাচ	সাল
উইলিয়াম এনডিন	দক্ষিণ আফ্রিকা	ইংল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা	১৯৫১
অ্যান্ড্রু হিলডিচ	অস্ট্রেলিয়া	অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তান	১৯৭৯
মহসিন খান	পাকিস্তান	পাকিস্তান বনাম অস্ট্রেলিয়া	১৯৮২
ডেমন্ড হেইনস	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ভারত	১৯৮৩
গ্রাহাম গুচ	ইংল্যান্ড	ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া	১৯৯৩
স্টিভ ওয়া	অস্ট্রেলিয়া	অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত	২০০১
মাইকেল ভন	ইংল্যান্ড	ইংল্যান্ড বনাম ভারত	২০০১
মুশফিকুর রহিম	বাংলাদেশ	বাংলাদেশ বনাম নিউজিল্যান্ড	২০২৩

হাত দিয়ে বল থামানোর চেষ্টা করছেন বাংলাদেশের মুশফিকুর রহিম। বুধবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে।

৭ গোলের থ্রিলারে জয়ী আর্সেনাল

আর্সেনালকে জেতানোর পর উল্লাস ডেকলান রাইসের। মঙ্গলবার রাতে।

লুটন, ৬ ডিসেম্বর : ডেকলান রাইসের শেষ মুহূর্তের গোলে বড় স্বস্তি পেল আর্সেনাল। মঙ্গলবার অ্যাওয়ে ম্যাচে লুটন টাউনকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে রুদ্ধশ্বাস জয় পেল তারা। এই জয়ে লিগ দখলের লড়াইয়ে ৫ পয়েন্টের লিড পেয়ে গেল মিকেল আর্তেতার দল। এদিন ২০ মিনিটে বুকায়ো সাকার অ্যাসিস্টে ম্যাচের প্রথম গোল আসে গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লির পায়ে। মিনিট পাঁচেক পর কর্ণার থেকে হেডারে ঘরের দলকে সমতায় ফেরান গ্যাব্রিয়েল ওশো। বিরতির আগে আর্সেনালকে ফের এগিয়ে দেন ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার গ্যাব্রিয়েল জেসুস। ৪৯ মিনিটে ফের একইভাবে সমতায় ফেরে লুটন। এবারের গোলদাতা এলিজা আদেবায়ো। গোলরক্ষক ডেভিড রায়া বল ধরার জন্যে বেশি এগিয়ে আসায় খালি স্পেসেবল জালে পাঠিয়ে দেন আদেবায়ো। ৫৭ মিনিটে আর্সেনালের ডিফেন্স কাটিয়ে বাঁ পায়ের শটে ঘরের দলকে লিড প্রদান করেন রস বার্কলে। যদিও সেই লিড দীর্ঘস্থায়ী হয়নি কাই হাভার্জের দৌলতে। ৬০ মিনিটে কাউন্টার অ্যাটাকে ডিফেন্স আগে থাকার সুযোগ কাজে লাগিয়ে আর্সেনালকে সমতায় ফেরান তিনি। দারুণ অ্যাসিস্টে নিজের উপস্থিত বুদ্ধির প্রমাণ দেন জেসুস। এরপর বেশকিছু সুযোগ তৈরি করলেও তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় আর্সেনাল। ৭৭ মিনিটে সাকা সঠিক জায়গায় বল পাঠালেও তা লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ডের শটে গোলপোস্টের ওপরে চলে যায়। ৯০ মিনিটেও স্কোর ৩-৩ থাকায় পয়েন্ট ড্রপের চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়ে গিয়েছিল আর্তেতার। তবে ম্যাচের শেষলগ্নে মার্টিন ওডেগার্ডের শট থেকে হেডারে গোল করে প্রায় ড্র হওয়া ম্যাচ আর্সেনালকে জেতান রাইস। ৩ পয়েন্ট পেয়ে মোট ৩৬ পয়েন্টে লিগ জয়ের স্বপ্ন দেখছে গানার্সরা। এদিন ৪ গোল খেলেও নিজের রক্ষণে নজর কেড়েছেন লুটন গোলকিপার থমাস কামিন্সকি। ম্যাচ শেষে লুটনের লড়াই ও সমর্থকদের তৈরি করা পরিবেশের প্রশংসা করেন আর্তেতা। তিনি বলেছেন, 'লুটন এদিন সেট পিসে খুব ভালো খেলেছে। তাদের খেলা আমাদের জয়ের জন্য লড়াই করতে বাধ্য করে। সবশেষে এটি একটি সুন্দর জয় ছিল।'

TENDER NOTICE
Office of the Falakata II Gram Panchayat, P.O.-Raichenga, P.S.-Falakata, Dist.-Alipurduar
E-Tenders are hereby invited vide e-NIT No-08/23-24 Dated. 06/12/2023 for Diff. civil works under 5th SFC (TIED) & PBG (SFC) Fund from bonafide contractors. The last date of application 14/12/2023 all others details may visit the website- **http://wbtenders.gov.in** for further details.
Sd/- Prodhan
Falakata II Gram Panchayat

সুপার কাপে নেই মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : আই লিগে এই মুহূর্তে অপ্রতিরোধ্য মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ৭ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে তারা। আই লিগে ফোকাস ধরে রাখতেই জানুয়ারি মাসে ওড়িশায় হতে চলা সুপার কাপে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মহমেডান ক্লাব। এই নিয়ে ক্লাবের সচিব ইস্তিয়াক আহমেদ রাজু জানান, 'আমাদের এখন একমাত্র লক্ষ্য আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আইএসএল খেলা। সুপার কাপের জন্য দলের ফোকাস নষ্ট করা যাবে না। তাছাড়া চোট-আঘাতেরও সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। তাই বিনিয়োগকারীদের সম্মতি নিয়েই আমরা সুপার কাপে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' বুধবার চার্চিল ব্রাদার্সকে ২-০ গোলে হারিয়ে আই লিগে তৃতীয় স্থান পোক্ত করল শিলং লাজং। অন্য ম্যাচে ইন্টার কাশীর সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করল রাজস্থান এফসি।

শ্রদ্ধাঞ্জলি
১৭ তম মৃত্যু বার্ষিকী
তিরোধান -
৭ই ডিসেম্বর ২০০৬
স্বর্গীয়া কানন বালা সাহা
স্বর্গীয়া কানন বালা সাহা স্মরণে শোকাহত পরিবারবর্গ
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযূপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in